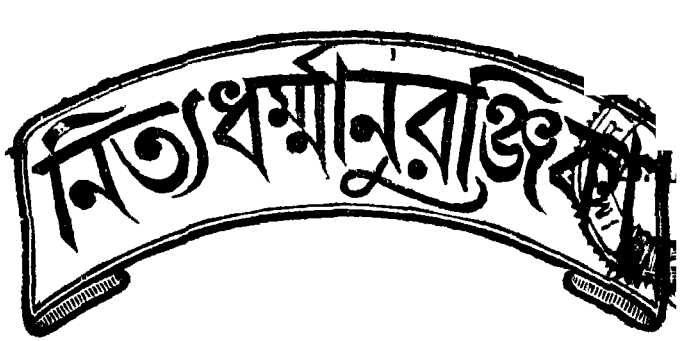

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

১ কল্প। ৩ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৩৭ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ বৈশাখ।

নববর্ষাগম।

হে অনাদি নিধন পরমাত্মন্! হে জগদুৎপাদক জগৎপালক জগৎসংহারক কাল মূর্ত্তে! তুমি সত্য স্বরূপ জ্ঞান, স্বরূপ, তুমি আনন্দ স্বরূপ, তোমার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে কে শক্তিমান হয়? হে উরুশক্তিক সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ!

আমরা নিতান্ত অদান্ত ভ্রান্ত অশান্তমনা, নিয়ত অসচ্চিন্তা-তেই বিগত পূর্ণ সংবৎসর কালকে অতিক্রম করিলাম, অচিন্তনীয় তবকার্য্য বর্গের অবলোকন করিয়া ও তোমাকে হৃদয়াগারে জাগরূক রাখিতে শক্ত হইলাম না।

হে সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর! অপরিসীম তব করুণাকে অবহেলা করিয়া শুদ্ধ অপরিশুদ্ধ অভিমান মদে মত্ত হইয়া আত্ম পুরুষকারতার প্রতি নিতান্ত নির্ভর করিয়া অপারণীয় দুঃখাব্ধি সন্তরণ করতঃ অনিষ্ট সুখান্বেষী হইয়া এই সুদুর্ল্লভ পরমায়ুর সীমান্তে গমন করিতেছি। শতাষ্টভার সুবর্ণ বিনিময়ে যে পরমায়ুর একপল লাভ করা যায় না, এমন ষষ্টি পলেএকদণ্ড, অষ্টদণ্ডে এক প্রহর, এমত চতুঃপ্রহরে একদিবা ও চতুঃপ্রহরে একত্রিযামা অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডে এক দিবস, পঞ্চদশ দিবসে একপক্ষ, পক্ষদ্বয়ে একমাস, মাসদ্বয়ে এক ঋতু, ঋতুত্রয়ে এক অয়ন, অয়নদ্বয়ে এক বৎসর, অকৃতার্থে নিঃসার বিষয় লালসায় দুর্ল্লভ্য পরমায়ুর এমন এক বৎসরকে অতিপাত করিয়া (১৭৮৩) শকাব্দায় নবীন বৎসরে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু এই নবীন বৎসরে প্রবিষ্ট হইয়াও তোমাকে স্মৃতি পথে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। হে অনাথ নাথ! কেবল ক্ষণিক সুখাস্পদ বিষয়ের অনুরাগে অপরিমিত শ্রমভাবে আক্রান্ত হইয়া দিন যাপনা করিতেছি, কোন মতে শান্তি লাভ করিতেছি না। যখন যখন দুঃসহ ক্লেশ ভার বহনে অসমর্থ হই, তখন তখনিই এক একবার সংসারদাব দাহে উত্তপ্ত হৃদয়েকে, শীতল করণার্থে তোমার

নামামৃত শান্তি সলিলে অভিষিক্ত করিতে বাসনা জন্মে এই মাত্র, ফলে তাহাতে নিয়ত নির্ভর করিতে শক্ত হই না। হে বৃজিনার্দ্দন হে সর্ব্ব দুঃখবিনাশন! আমাদিগের এমনি অব্যবস্থিত চিত্ত, যে কখন্ কিসে প্রসন্ন, কিসেই বা অপ্রসন্ন হয় তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিনা। অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি মধ্যে মনোরাজ্যে যে কত শতং ভাবের উদয় হয়, তাহা নিশ্চয় করা যায়না? আপনাকে কখন আত্মতম কখনবা দরিদ্র ভূশকাতর, কখন সুবক্তা সুপণ্ডিত, কখন বা মূর্খাতি মূর্খ, কখন জ্ঞানী ধার্ম্মিক, কখন বা অধর্ম্ম কলাপে লিপ্ত, কখন সুরূপ সুন্দর, কখন বা কুৎসিত কদাকার জ্ঞানে ভাবান্তরোদয় হয়। ইহা কেবল অমার্জ্জিত বুদ্ধির কার্য্য, কেননা, অনার্য্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার পরিচর্য্যাকর্ম্মে চিত্তকে নিবিষ্ট না করিলে মনোমার্জ্জিত হয়না? মানস মলাপকর্ষণ ব্যতীত ও মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারা যায়না, মনোরাজ্য জয় না হইলেও চিত্তশান্ত হয়না, চিত্তশান্ত বিনাও সমস্ত দুঃখের উপরতি হইতে পারেনা। অর্থাৎ সাধনের ধনকে অসাধনে লাভ করিবার সাধ্য কি? বিনাধর্ম্মে পরিশুদ্ধ সুখ সন্দর্শন করা কখনই হয়না।

হে সর্ব্বান্তর্য্যামি নারায়ণ! হে মধুমুর নরক নিবারণ বিশুদ্ধ মূর্ত্তে! বিগত বৎসরে আমাদিগের মনেতে যে সকল অনার্য্য ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছিলে, এক্ষণে সমুদিত নবীন বৎসরে আমরা ধূল্যবলুণ্ঠিত শিরা হইয়া ভবচ্চরণোপান্তে ভূয়োভূয় এই প্রার্থনা করিতেছি, যে সেই সকল দুর্ব্বাসনা এই বর্ত্ত-

মান বৎসরে যেন আমাদিগের হৃদয়াগারে অবস্থিতি করিতে না পায়। আর অধিক স্তুতি বাদ কি করিব, তুমি সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, অবাঙ্মনস গোচর, চিন্ময়, বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বময়, তোমাকে কি বলিয়া যে স্তব করিব, ইহা কিছুই মনেতে নিশ্চয় করিতে পারিনা। তোমার যে ঐশ্বর্য্য, যে মাধুর্য্য যে কারুণ্য যে নৈপুণ্য বর্ণন করিব, তুমি সে সকলের অতিরিক্ত, তোমার মহিমা বর্ণনা কি করিব, তোমার স্বরূপ ভাব অন্বেষণা করিতে হইলে মনের যে পর্য্যন্তগতি সেই পর্য্যন্ত গমন করিয়া পরে মন নিস্তব্ধ হয়, সুতরাং আর কিছুই বলিবার ক্ষমতা থাকেনা যখন মনস্তব্ধ হয় তখন অবশ্যই সহসা ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। হে অপরিসীমগুণ সিন্ধো! হে অকিঞ্চন বন্ধো! যখন পণ্ডিতগণেরা তোমার গুণানুবর্ণন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ুক্ষেপ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের লেখনী যখন অবসন্না হইয়া গিয়াছে, তথাপি তোমার গুণ বর্ণনা বিষয় রচনার শেষ হয় নাই। এবং তত্ত্ববিৎযোগীরা তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইয়া যেমন তোমার স্বরূপ তত্ত্বান্বেষণে অক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের বুদ্ধিও এককালে পরাভূত হইয়াছে, তথাপি তোমার তত্ত্বের নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তখন আমি যে তোমার স্তব করিতে জানিনা এই ক্ষোভ কোন ক্রমেই মনে উদয় হইতে পারে না।

হে অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন জ্ঞান মূর্ত্তে! তোমার কি তত্ত্বের সীমা আছে, যে আমি তোমার স্তব রচনা করিয়া জন সমাজে ঘোষণা করিব। তুমি সর্ব্বসার, সর্ব্বাধার

তোমার অব্যক্ত তত্ত্বান্বেষি পণ্ডিতগণেরা কেবল তোমার লীলা রূপে চিত্তধারণা করিয়া একান্তচিত্তে অন্বেষণা করিতে করিতে পরিপক্ক সাধন বলে কালে তন্ময় হইয়া যায়, এই মাত্র বেদোপনিষদে উপদেশ করিয়াছেন। যথা মুণ্ডক শ্রুতি সংবাদ আছে, "নৈতদচীর্ণ ব্রতোধীতে" নমঃ পরমঋষিভ্যোনমঃ পরম ঋষিভ্যঃ।" এই সত্য প্রতিপাদক শ্রুতি অচীর্ণ ব্রত অর্থাৎ অপরি সমাপ্ত ক্রিয়াবান ব্যক্তি অধ্যয়ন করিতে অধিকারী নহে। অর্থাৎ সাধন ফলে আত্মা সাধকের চিত্তে স্বয়ং আপনার স্বরূপা তনুকে বিস্তার করেন। হে ভগবন্। তোমার সুখ সেব্য ব্যক্ত রূপের উপাসনাতে জীব কৃতার্থ হয়, অব্যক্ত রূপভাবকদিগের ক্লেশাধিক মাত্র, অর্থাৎ "অব্যক্তাহি গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। ইতি। গীতা।" অব্যক্তা গতি দেহিদিগের দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব এই প্রার্থনা করি, যে তোমার কমনীয় মধুরমূর্ত্তির ধ্যানাবলম্বনে যেন এই বর্ত্তমান বৎসরকে আমরা অবসান করিতে সক্ষম হই।

হে ভগবন্! তুমি সর্ব্ব তত্ত্বময় অনাদি পুরুষ। তুমি সকলের পুরাতন, তুমি স্বয়ং, সাম্যাতিশয় রহিত। কিরূপে তোমার তত্ত্বানুকীর্ত্তন করিতে শক্ত হইব? তুমি অপার অসীম, তোমার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্যময়, তোমার স্বরূপ তত্ত্ব যে কি? তাহার অনুসন্ধান করিতে কেহই শক্ত হইতে পারে না। তোমার নাম রূপাদির কিছুই নির্দ্দেশ হয়না। অথচ তুমি সর্ব্ব নাম, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস, অজর অজ অব্যয়। তোমা হইতে এই উৎপন্ন বিশ্বের পরি রক্ষণার্থ তুমি যখন যখন দেবতা-

দিগের প্রার্থিত হইয়া এক এক অবতার হও, তখন তখন তোমাকে উৎপন্ন বলিয়া লোকে আখ্যাত করে, ফলে তুমি নিত্য, তোমার জন্ম মৃত্যু নাই। যথা ভাগবতে গোপীগীতা।

নখলু গোপিকা নন্দনোভবা নখিল দেহিনা মন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখউদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥

গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন। হে সখে! তুমি গোপিকা তনয় নহ, তুমি সর্ব্ব দ্রষ্টা পরমাত্মা, অর্থাৎ দেহ ধারি মাত্রেরই তুমি অন্তরাত্মা। এই বিশ্বরক্ষার্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, যদুকুলে উদয় হইয়াছ এই মাত্র। ফলিতার্থ তুমি জগৎ পিতাও জগন্মাতা, তুমিই জগদুৎপাদক, তোমার পিতা মাতা ও উৎপাদক কেহই নাই। সপ্তশতীতে ও কহিয়াছেন। "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতিসা যদা। উৎপন্নেতি তদালোকে সানিত্যাপ্যভিধীয়তে।" সেই ভগবতী পরমাত্ম স্বরূপাদেবী, দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে যখন আবির্ভাব হন্ তখনি দেবীর জন্ম হইল লোকে কহিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নিত্যা বলিয়া খ্যাতা। ইহাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে, হে পরমাত্মন্! তোমাতে লিঙ্গ ভেদ নাই স্ত্রীপুংনপুংসক সকল রূপই তুমি এবং তোমার অবস্থা ভেদ নাই, তুমি বাল বৃদ্ধ যুবা সকল অবস্থারই পরিগ্রহ করিয়া থাক, তোমাতে জাতি ধর্ম্মের স্পর্শ নাই, অথচ তুমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদাদি সকল জাত্যভিমানে লগ্ন থাক। তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট বসতি স্থান নাই, অথচ সর্ব্বত্রেই তুমি অধিবাস কর, তোমাতে

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার নাই, যেহেতু তুমি সকলেরই অন্তরাত্মা। অথচ তোমার স্পৃশ্যাস্পৃশ্যত্ব আছে। তোমাতে কোন বৈষম্য নাই, অথচ বিশেষরূপে বৈষম্যভাবের দর্শন হয়। তোমার হেয়োপাদেয় নাই, যেহেতু বিট্‌ক্রমিতেও আত্মা রূপে অবস্থান কর, অথচ তোমার হেয় পরিত্যাগ, উপাদেয় পরিগ্রহণ আছে। তোমার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে কেহই পারেনা, তবে তোমার তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা অনুসন্ধান করাই তত্ত্বৎবিৎ পণ্ডিতদিগের একমাত্র জ্ঞান সঞ্চয়ের মুখ্য কারণ হয়। তোমার রূপনামাদিতে শুষ্ক তর্ককরায় অজ্ঞানিদিগের অজ্ঞানতার বিশেষ কারণ উপলব্ধি করা যায়। অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতে। আমি ভূয়ো ভূয় এই প্রার্থনা করিতেছি, যে কৃপাবলোকন দ্বারা আমাদিগের চিত্ত ক্ষেত্রে এই অজ্ঞানতা বীজবপন করিহনা। আমরা তোমার ঐ কমনীয় রূপের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তোমার সুমধুর নামামৃত পানে যেন নিরন্তর পরিতৃপ্ত থাকি ?।

সন্দেহ নিরসন।

অংশঃ।

ভক্ত ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে স্বামিন্! যদিও দেবদেবীর রূপকল্পনার প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, এবং তাহা শ্রবণের আগ্রহতাও বটে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রশ্নান্তর জিজ্ঞাসু হইয়া উপাসনা বিষয়ের কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতেছি, তাহা প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করেন।

বেদ পুরাণাদিতে যে চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি? এবং এই প্রলয় কি যথার্থই হইয়া থাকে? না কেবল প্রসঙ্গত বর্ণনামাত্র ?।

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! প্রলয় যদি না হয়, তবে বেদাদি শাস্ত্রের বাক্যকে মিথ্যা বলিতে হইবে, শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হইলে উপাসনাদি কর্ম্মকাণ্ড সকল বিফল হয়। পুরাণাদিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা করেন তাহার প্রকার, নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়।

অহরহ জীবের মৃত্যুকে নিত্য প্রলয় বলে। ১ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রা নিমিত্ত যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক, অর্থাৎ তাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় কহে ॥ ২ ॥ আর ব্রহ্মার সহিত এই ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় পায়, তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয় ॥ ৩ ॥ আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড বস্তুর সহিত যখন প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীনা হয়েন, তখন যে প্রলয় হয়, তাহাকে মহাপ্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ৪।

এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়ের মধ্যে কেহ কোন প্রলয়কে মান্য করেন, কেহ কোন প্রলয়কে মান্য করেন না। কোন কোন দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক লয়কে স্বীকার করিয়া মহাপ্রলয় হওয়ার প্রতি সংশয় করিয়া থাকেন। ফলিতার্থ, সেই সংশয় তাঁহাদিগের ভ্রান্তি বশতই হইয়া থাকে।

যোগীগণেরা প্রলয়াদি চতুষ্টয়ের মধ্যে নিত্য প্রলয়কে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত ঐক্যতা বিধায় অঙ্গীকার করিয়া অপর তিন প্রলয়কে কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্বে আনিয়া বহির্ব্বিষয়ে ধৃত করেন নাই। যেহেতু তাঁহারা সমস্ত বহিঃস্থ

পদার্থকে স্বশরীরে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যেই অবস্থা ভেদে প্রলয় সংস্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তেবসান্ত কলেবরে।" ইতি। যে সকল বস্তু বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে দেখিতেছ, সেই সমস্ত বস্তুই জীবের শরীরাখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত আছে, সুতরাং যোগী জনেরা স্বকলেবরেই সকল প্রলয়ের স্বীকার করেন। যেমন বাহিরে দেবগণ, ও তদ্বৃত্তি, ও চন্দ্র, ও বাণী, ও অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ও প্রকৃতি, ও পরমাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বজীবাপেক্ষা দেবতা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা চন্দ্র শ্রেষ্ঠ. চন্দ্রাপেক্ষা সরস্বতী দুর্গা শ্রেষ্ঠা, তাহা হইতে অনিরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শ্রেষ্ঠ, ইহা হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন। যোগীরা শ্রুতি দৃষ্টে এই সকল পদার্থ পিণ্ড মধ্যে অনুদর্শন করিয়া বাহ্য হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া স্বশরীরকেই নিয়ত অবলোকন করিয়া থাকেন। যথা শ্রুতিঃ।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরাবুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহানুপরঃ।।
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরঃ কশ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরাগতিঃ।। ইতি।

বাহিরে যেমন দেবশ্রেষ্ঠ, শরীরে তেমন ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ হয়। বাহিরে দেবক্ষমতা, শরীরাভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় বৃত্তি শ্রেষ্ঠা হয়। দেবক্ষমতাপেক্ষা, যেমন চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তেমন শরীর মধ্যে মনঃ শ্রেষ্ঠ হন। চন্দ্রাপেক্ষা সরস্বতী শ্রেষ্ঠা, পিণ্ড মধ্যে মন

হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা হয়। বহিঃস্থ অহঙ্কার যেমন শ্রেষ্ঠ, শরীরাভ্যন্তরে সেই রূপ অনিরুদ্ধাখ্য জীব শ্রেষ্ঠ হয়েন। বহিঃস্থ যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞক দেবত্রয় শ্রেষ্ঠ, পিণ্ডমধ্যে সত্ত্বরজস্তম গুণ সমষ্টি মহান্‌তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হয়। যেমন সকলবস্তু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিধায়, প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা, শরীরাভ্যন্তরেও অব্যক্ত সংজ্ঞায় সেইরূপ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা হয়েন, প্রকৃতি হইতে বহিরন্তস্থ পরম পুরুষ পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ, পুরুষাপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই, সেই পরমাত্মাই সকলের গতি হয়েন।

যোগিদিগের এতদ্ভাবনার ভাব গ্রহ না করিলে প্রলয়ের মর্ম্ম বোধ হইতে পারে না, অতএব তোমার বোধের নিমিত্ত আমি বিপুলতর পরিশ্রমাঙ্গীকার করিয়া কহিতেছি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ, ঔদাস্য বা অবজ্ঞা কি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিহ না।

প্রাণিদিগের এই স্থূল দেহই ব্রহ্মাণ্ড, ইহার প্রভু জীবাখ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা। ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা যায়। এবং প্রাণিবর্গের পরমায়ুর শেষে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি তাহার নাম প্রাকৃতিক লয়। আর যোগিদিগের যোগ প্রভাবে যে জ্ঞানোদয় হয়, সেই জ্ঞানদশায় মৃত্যু হইলে, আর পুনরাবৃত্তি থাকেনা, সুতরাং সেই অবস্থাকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলেন, অর্থাৎ ঐ আত্যন্তিক প্রলয়ের নামই মহাপ্রলয় যেহেতু তাহাতে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। আর অপরাপর প্রাণির মরণকে নিত্য প্রলয় বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত করাগিয়াছে, এই চতুর্ব্বিধ

প্রলয় বলার অভিপ্রায় যে প্রলয় দর্শনে জীব পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হইবে।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্! সর্ব্বশাস্ত্রেই সত্ত্বশোধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলেন, সেই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কাহাকে বলা যায়। এবং কর্ম্মই বা কি রূপে চিত্ত শুদ্ধিকর হয়?

পরমহংসের উত্তর। অরেবৎস! নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ও নিষিদ্ধ এই চারি প্রকার কর্ম্ম হয়, এবং প্রায়শ্চিত্ত ও উপসনা, এই দুইকে ও কর্ম্ম বলিয়া তাহার সহিত সমবেত করতঃ ষট্ কর্ম্ম বলেন। কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুইটি কর্ম্ম মুমুক্ষুজনের সম্বন্ধে অবশ্য পরিবর্জ্জনীয় হয়। কেননা, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই কর্ম্মই শুভাশুভরূপে বন্ধনের হেতু হয়। কাম্য কর্ম্মাচরণে স্বর্গ সুখভোগ, নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে পাপফলে দুঃখাকর নরক ভোগ হয়। যদিও কাম্য কর্ম্ম ত্যাজ্য বটে তথাপি জ্ঞান বিমুগ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে তাহা এককালে অকর্ত্তব্য বলা যায় না, যেহেতু বিজ্ঞান বিরোধি কাম্যকর্ম্ম হইলেও সুখভোগ প্রদান করিতে পারে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের পক্ষেই পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে পাপ জন্মে, সেই পাপ, কর্ত্তাকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণাজালে আবদ্ধ করে, এজন্য নিষিদ্ধ কর্ম্মকরণে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত হয়। উপাসনা কর্ম্ম সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধেয় হইয়াছে। অপর তিন কর্ম্মের কথা কহিতেছি শ্রবণ করহ।

নিত্যকর্ম্ম। যথা বেদান্তসার। "অকরণে প্রত্যবায় সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি,, সন্ধ্যাবন্দনাদির অকরণে

প্রত্যবায় হয়। আদিপদে সন্ধ্যা বন্দন স্নান তর্পণ প্রাত্যাহিক ইষ্টপূজন, এবং শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত একাদশীব্রত, জন্মাষ্টমীব্রত, শিবরাত্রিব্রত ইত্যাদি পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধ, যাহাব অকরণে প্রত্যবায় হয়।

নৈমিত্তিক। "পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টাদীনি,, পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক জাতেষ্ট প্রভৃতি যজ্ঞ। আদিপদে, পুত্র জন্মাদি নিমিত্ত জাতেষ্ট যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থাৎ মৃত পিতৃ মাতৃ বন্ধুজনের আদ্যশ্রাদ্ধ, তড়াগাদি খনন, ও উৎসর্গ, এবং সেতুবন্ধনাদি ও তান্ত্রিক, বৈদিক পৌরাণিক বার্ষিকী দেবপূজাদি। ইহার অকরণে প্রত্যবায়, করণেও পুণ্য আছে।

প্রায়শ্চিত্ত। "পাপক্ষয় মাত্র সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি,, পাপক্ষয় মাত্রেব কার্য্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত। কৃচ্ছ্রশান্তপন প্রাজাপত্য স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম।

উপাসনা। "সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপাবরূপাণি শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি।,, সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা রূপ শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি। অর্থাৎ নির্গুণোপাসনা সাধ্যাতীত বিধায সগুণ উপাসনা অর্থাৎ সাকার পরব্রহ্মের পরিচর্য্যা করণ।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম। "নরকাদ্যনিষ্ট সাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি,, নরকাদি দুঃখ ভোগের কারণ ব্রহ্মহননাদি। আদিপদে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণাদি চৌর্য্য, গুর্ব্বিনী গমন, গোহত্যা স্ত্রীহত্যা কবণ অগম্যাগমন, অবৈধ মাংসাদি ভোজন, অযাজ্যযাজন, পরদারা, পবধন হরণ, প্রভৃতি কর্ম্মে নরক

ভোগ হয়। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তীচ্ছুজনেরা শুদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া ভগবদুপাসনা করিবেন।

আশ্রম ধর্ম্ম কথন।

কেবল নিরীশ্বর বাদী হইলেই যে নাস্তিক হয় এমত নহে। সেশ্বরবাদী ও যদি আশ্রমাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া না চলে, এবং পরম্পরা প্রচলিত পূর্ব্বানুরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মাদির আচরণ না করে, তবে তাহাকেও নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করা যায়, কেন না যথেষ্টাচারিব্যক্তি এক ঈশ্বরকে মান্য করিলেও নাস্তিক পদের বাচ্য হয়, যেহেতু "নাস্তিকাঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতাঃ।" শাস্ত্রে ছয় প্রকার নাস্তিক কহিয়াছেন, বরং ঈশ্বর নাস্তিক ভাল, কিন্তু কর্ম্ম নাস্তিক অতি নিন্দনীয় হয়। বেদশাস্ত্রে স্বস্ব আশ্রমোক্ত ধর্ম্মযাজন করিতে সর্ব্বদা অনুশাসন করেন। যথা তৈত্তিরীয়াশ্রুতিঃ। "স্বাশ্রমেষ্বেবানুক্রমণং। স্বধর্ম্মস্যানুচরণ মিতি" স্বীয় স্বীয় আশ্রমানুসারে চলা, এবং স্বস্ববর্ণোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মুক্তির নিমিত্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বহির্ম্মুখ ব্যক্তির মুক্তিকারণ তত্ত্বজ্ঞান কি জন্মিবে? বরং তাহাকে পশুবৎ জ্ঞানকরিতে হইবে। অতএব সকলের পক্ষেই আপন আপন আশ্রমে স্থির থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। শাস্ত্রে যেমন সময়ে যে আশ্রম হইতে যে আশ্রমে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তেমন সময়েই কৃতী

পুরুষেরা আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। এক আশ্রমে থাকিয়া অন্যাশ্রমের আচার করায় বিশেষ হানি হয়, এবং একবর্ণ অন্যবর্ণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পতিত হয়, তাহার কোন কালেই নিস্তার নাই যথা গীতা। "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ ইতি।" স্বধর্ম্মস্থিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও মঙ্গল হয়, পরধর্ম্মস্থ ব্যক্তির ইহপরকালের মধ্যে কোন কালেই কল্যাণ নাই। অতএব সর্ব্বজন হিতার্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম, "বর্ণাশ্রম সেবধি" নামে যে পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। ইতি

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা

আশ্রমভ্রষ্ট ব্যক্তির মুক্তি নাই, ইহা বেদাগম স্মৃতি পুরাণাদিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী এই চতুরাশ্রমীর পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীপদে দণ্ডী পরম হংস, ইহাদিগের বেদান্তধর্ম্ম যথা ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন। "ত্রৈবর্ণিকস্য ক্রতুবিচারো ব্রহ্মজ্ঞানং পরম হংসস্যৈব ধর্ম্মঃ।" গৃহী ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাস দেবার্চ্চনা ধর্ম্ম, কেবল বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা পরম হংসের ধর্ম্ম হয়। ফলিতার্থ গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের জনক জননীর ন্যায়, সংসার ধর্ম্মের পর পরাৎপর অপর ধর্ম্ম নাই। যেমন সূর্য্যাভিমুখে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান, সেই রূপ সকল আশ্রমীই গৃহস্থ

ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। কি বানপ্রস্থ, কি ব্রহ্মচারী কি সন্ন্যাসী সকলেই ভিক্ষার্থী হইয়া গৃহাশ্রমীর গৃহে আগমন করেন, গৃহি ব্যক্তিরা ও যথা সাধ্য তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন, গৃহস্থাশ্রমীকে পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আশ্রমস্থ ব্যক্তিত্রয় তিলার্দ্ধ কাল থাকিতে পারেন না। অতএব সর্ব্ব শাস্ত্রেই গৃহাশ্রমকে ধন্য রূপে মান্য করিয়া গিয়াছেন। যথা মৈত্রেয়শ্রুতিঃ।

স্বধর্ম্ম রক্ষায়াং জ্ঞানোৎপত্তিরিতি।

স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, অন্যথা হয়না। তথাচ তৈত্তিরীয়ে।

স্বধর্ম্মস্যানুচরণং স্বাশ্রমেষ্বেবানুক্রমণং। স্বধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে॥ ১॥ অনেনোর্দ্ধভাগ্ভবত্যন্যথাধঃ পততেত্যেষঃ ন স্বধর্ম্মাতিক্রমে নাশ্রমীভবতি। আশ্রমেষ্বেবাবস্থিত স্তপস্বী চেত্যুচ্যতে॥ ৩॥ এতদপ্যুক্তং নাতপস্কস্যাত্ম জ্ঞানেহধিগমঃ। কর্ম্ম শুদ্ধির্ব্বেত্যাহ।

স্বধর্ম্মানুচরণ এবং স্বাশ্রম ধর্ম্মে অস্খলিত পাদ সঞ্চরণ, জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু। স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণাকরেন। স্বধর্ম্ম রক্ষণদ্বারা জীব উর্দ্ধগামী হয়, তাহার অন্যথা আচারণে নরকে পতিত হয়। স্বধর্ম্মাতি ক্রমকারিব্যক্তি আশ্রমী হয়না, অর্থাৎ তাহাকে চতুরাশ্রমের বহির্ভূত কহিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বীয় আশ্রমোক্ত ধর্ম্মে অবস্থিতি করে তাহাকেই তপস্বী বলিয়া উক্ত করেন। অর্থাৎ স্বাশ্রম ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্বধর্ম্ম রক্ষাই পরম তপস্যা হয়। এ বিষয়ে আরও উক্ত

করিয়াছেন। আশ্রমোক্ত কর্ম্ম শুদ্ধি হইলেই তপস্বীবলে। অতপস্কজনের আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হয় না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান মার্গে চলিতে পারে না, চলা থাকুক্ চলিবার ইচ্ছা করিলে পতন হয়। যথা

তপসাপ্রাপ্যতে সত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসাপ্রাপ্যতেত্বাত্মা হ্যাত্মাপ্তা ননিবর্ত্ততে। ইতি শ্রুতিঃ।

স্বধর্ম্মরক্ষাতে তপঃ সিদ্ধি হয় তপঃদ্বারা শরীর শুদ্ধি হয়, শরীর শুদ্ধি হইলেই মনঃ শুদ্ধি জন্মে। সেই শুদ্ধ মনদ্বারা আত্মাকে লাভকরে, আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি থাকে না।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি স্বাশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান কারণ। অর্থাৎ প্রথম গৃহস্থাশ্রম, সংস্কারানন্তর ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম, অনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম, পরে সন্ন্যাসাশ্রম, সেই সন্ন্যাসাশ্রমে সর্ব্ব সন্ন্যাস যোগে কেবল ব্রাহ্মানুচিন্তনদ্বারা মুক্তি হয়। তবে এরূপ কহিতে পার যে আপনি পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রম মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, এখন সন্ন্যাসাশ্রমকেই বাড়াইতেছেন, যে মুক্তিপ্রাপ্তি সর্ব্ব সন্ন্যাস যোগ ব্যক্তিরেকে হয় না। তবে গৃহস্থদিগের কি গতি। উত্তর।

ন্যায়াগত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যত ইতি।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ন্যায়পূর্ব্বক ধনাগম, এবং তত্ত্বনিষ্ঠ, ও অতিথি সেবা পরায়ণ, এবং নিত্য শ্রাদ্ধকারী ও সত্যবাদী গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণা আশ্রমা আপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানা মাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্। ইতি
তন্ত্রং।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়, এবং গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য বাণপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম চতুষ্টয় হয়। এবং কৃতাদিযুগে সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের আচারও পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কৃতাদৌ কলিকালেতু বর্ণাঃ পঞ্চপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এবচ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানা মাশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
তেষামাচার ধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামিতে॥

কৃতাদিযুগে বর্ণ ও আশ্রম চারিপ্রকার কথিত হইয়াছে, কিন্তু কলিকালেতে অনুলোম বিলোমজাত বর্ণ লইয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং সামান্য সংজ্ঞায় পঞ্চবর্ণ প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণদিগের পৃথক্ পৃথক্ আচার নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু আশ্রম ধর্ম্ম দ্বয় কীর্ত্তিত হইয়াছে অতএব তাহাদিগের আচার এবং ধর্ম্ম সকল আমি কহিতেছি শ্রবণ করহ।

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞ মেবাহু র্দ্দানমেকং কলৌযুগে॥ ইতি
কৌর্ম্মে।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে জ্ঞান যজ্ঞ, দ্বাপরে কেবল যজ্ঞ, কলিযুগে সর্ব্বপক্ষেই দান মাত্র ধর্ম্ম হয়। এই দানাদি উপলক্ষণ মাত্র, কিন্তু দেবতাদিগের অর্চ্চনাদি ও ছিল। যথা

ব্রহ্মা কৃতযুগে দেব স্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে দৈবতো বিষ্ণুঃ কলৌরুদ্রো মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা সূর্য্য সর্ব্বএব কলিষ্বপি॥

সত্যে অর্চ্চনীয় দেব ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে ভগবান সূর্য্য আরধনীয়, দ্বাপরযুগে আরাধ্য দেব বিষ্ণু, কলিযুগে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য্যাদি সকল দেবতারই পূজার প্রাধান্য আছে।। কলিযুগে রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তি প্রযুক্ত লোকের ধর্ম্ম রক্ষা কঠিন। যথা

আদ্যে কৃতেতু ধর্ম্মোঽস্মিন্ সত্রেতায়াং প্রবর্ত্ততে।
দ্বাপরে ব্যাকুলীভূত্বা কলৌ প্রায়ঃ প্রণশ্যতি।।

আদ্য সত্যযুগে চতুষ্পাদ সংপুর্ণ ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত ছিলেন। দ্বাপরযুগে ব্যাকুলী ভাব হইয়াছিলেন কলিতে প্রায় প্রণষ্ট হইবেন।। সুতরাং কলির লোকসকল প্রায় তামস, তাহাদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন, বহু আয়াসসাধ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, এ কারণ অনায়াস সাধ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মযাজনের অনুশাসন করিয়াছেন। অর্থাৎ অল্প করণেও কলির জীবের মঙ্গল হইবে, যাহারা সংপুর্ণরূপে স্বধর্ম্ম যাজন করিবেন, কলিকাল হইলেও তাঁহারা সংপুর্ণ সত্যাদিযুগের ন্যায় ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ফল লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভিষ্যে মায়া মসূয়াঞ্চ বধশ্চৈব তপস্বিনাং।
সাধয়ন্তি নরা নিত্যং তমসা ব্যাকুলীকৃতাঃ।।
ম্লেচ্ছানা মন্ত্যজানাঞ্চ সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবিষ্যন্তি কলৌতস্মিন্ শয়নাসন ভোজনৈঃ।
অধর্ম্মাভিনিবেশিত্বাৎ তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতঃ।
পঠন্তি বৈদিকানার্থান্ নাস্তিক্যং ঘোরমাশ্রিতাঃ।।

কলিযুগে মনুষ্যেরা তমোগুণে ব্যাকুলীকৃত হইয়া শঠতা

অসূয়া, এবং সাধু সদাচারী বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ি তপস্বিদিগের প্রতি নিত্য হিংসা করিবে। এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিদিগের সহিত অন্ত্যজাতি ম্লেচ্ছাদির শয়নোপবেশন ভোজনাদি দ্বারা বিশেষ সম্বন্ধ হইবে। তাহাতে অধর্ম্মাভি নিবেশিত্ব প্রযুক্ত প্রায় কলিকালে লোক সকল তমঃ স্বভাবান্বিত হইবে। ঘোর নাস্তিক্য সমাশ্রয় করিয়া সর্ব্বজাতিই প্রায় বেদার্থ পাঠ করিবে। সুতরাং সে সময়ে বহু আয়াস সাধ্য বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্ম যাজন করিতে সম্মত হইবেনা, সে সময় সামান্যায়াসে স্বধর্ম্মের স্থিরতা রাখিবার নিমিত্ত করুণাময় জগৎ পিতা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুলভোপ দেশ করিয়াছেন।

গতবারের শেষ।

শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

অথ নর নারায়ণ চক্র।

নব নারায়ণো দেবঃ শোণচক্রঃ সুশোভনঃ।
তমালদল সংকাশঃ স্বর্ণপঙ্ক বিলেপনঃ॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ড পুরণং।

তমালপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, একদ্বার স্বর্ণবর্ণ চক্রদ্বয়ে শোভিত, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণকর্দ্দম লিপ্ত, ইঁহার নাম নর নারায়ণ চক্র হন্॥ ১॥

অথ রূপি নারায়ণ চক্র।

মুষলায়ুধ মালাভিঃ শঙ্খচক্র গদান্বিতঃ।
রূপি নারায়ণো দেবো মুখেবাভিমুখং ধনুঃ॥ ১॥

শ্যামবর্ণ শঙ্খচক্র গদা এবং মুষলাস্ত্র ও বনমালা চিহ্ন

বুক্ক, মুখে বা মুখ সন্নিধি ধনুরাকার চিহ্ন বিশিষ্ট রূপি নারায়ণ মুর্ত্তি হয় ॥ ১ ॥

অথ মাধব চক্র।

মাধবো মধুবর্ণাভো গদা কম্বুবিলক্ষিতঃ ॥ ১ ॥ ইতি
বৈশ্যানর সংহিতা।

মাধব নামে শালগ্রামচক্র, চক্রদ্বয় বিশিষ্ট, মধুর ন্যায় বর্ণ, এবং গদাচিহ্ন ও কলসীর গলদেশের রেখার ন্যায় রেখা বিশিষ্ট ॥ ১ ॥

মধুবর্ণো মধ্যচক্রঃ স্নিগ্ধঃ সূক্ষ্ম তনুস্তথা।
মাধবঃ সতুবিজ্ঞেয়ো ভক্তানাং মোক্ষদায়কঃ ॥ ২ ॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে।

মধুর ন্যায়বর্ণ, মধ্যদেশে দুই চক্র, অতি স্নিগ্ধ রূপ অর্থাৎ চিক্কণকান্তি, অতি সূক্ষ্ম শরীর, এ চক্র কে মাধব বলিয়া জানিহ, ইনি ভক্তদিগের মোক্ষ প্রদায়ক হয়েন ॥ ২ ॥

অথ গোবিন্দ মূর্ত্তি।

গোবিন্দঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
দক্ষিণেতু গদাচক্রে বামে পর্ব্বত লাঞ্ছনঃ ॥ ১ ॥ ইতি
পুরাণ সংগ্রহে।

শ্বেতপদ্মের ন্যায় চক্ষু যে গোবিন্দ দেব, তিনি মহাদীপ্তিমান, অতি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিচক্র, দক্ষিণ পার্শ্বে গদা ও চক্র চিহ্ন, বামপার্শ্বে পর্ব্বত চিহ্ন বিশিষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

নাতিস্থূলঃ কৃষ্ণবর্ণো গোবিন্দঃ পঞ্চচক্রকঃ।
পঞ্চচক্রো বৃহদ্দ্বার উন্নতো মধ্যানম্রগঃ ॥ ২ ॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে

অতি স্থূল নহে, শোভন কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চচক্র বিশিষ্ট, কিন্তু

বামদিগে চক্র, বিস্তীর্ণদ্বার, অতি উন্নত কিন্তু মধ্যদেশ-নিম্ন, গোবিন্দ মূর্ত্তি হয়েন ॥ ২ ॥

অথ বিষ্ণুচক্র।

স্থূলচক্রো ভবেদ্বিষ্ণু র্মোক্ষৈক ফলদোঽর্চ্চিতঃ ॥ ১ ॥ ইতি পাদ্মে।

স্থূলদ্বিচক্র, কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণুনামে চক্র, ইনি অর্চ্চিত হইলে এক মাত্র মোক্ষ ফল-প্রদহয়েন ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবর্ণো ভবেদ্বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রে সুশোভনে।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্য দেশতঃ ॥ ২ ॥

সুশোভন স্থূলদ্বিচক্র, অতি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বারের উপরিভাগে মধ্যদেশে একটি রেখা চিহ্ন আছে, ইঁহার নাম বিষ্ণু মূর্ত্তি হয় ॥ ২ ॥

স্থূলচক্রোঽসিতো বিষ্ণু র্মধ্যেরেখা গদাকৃতিঃ ॥ ৩ ॥ ইতি আগ্নেয়ে।

অতি স্থূলমূর্ত্তি বিষ্ণুচক্র, মধ্যে দুইচক্র, অতি কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যভাগে গদার আকার এক রেখা আছে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণবর্ণ স্তথাবিষ্ণুঃ স্থূলচক্রে সুশোভনে।
গদাকৃতিস্তথা রেখা দৃশ্যতে পৃষ্ঠমধ্যতঃ ॥ ৪ ॥ ইতি পুরাণ সংগ্রহে।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলশরীর, চক্রদ্বয় শোভিত, পৃষ্ঠভাগের মধ্যে এক রেখা গদাকৃতি, তাঁহার নাম বিষ্ণুমূর্ত্তি ॥ ৪ ॥

অথ কাপিল বিষ্ণুচক্র।

সকাপিলঃ স্নিগ্ধবর্ণো বিষ্ণুশ্চ বিষমোগদঃ ॥ ৫ ॥ ইতি

ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে কপিল মূর্ত্তি বলা যায়, যদি কপিল বর্ণ

অর্থাৎ কৃষ্ণরক্ত মিশ্রিত স্নিগ্ধ বর্ণ হয়, এবং বিষম গদাকার চিহ্ন থাকে ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণবর্ণ স্তথাবিষ্ণুঃ স্থূলেচক্রে সুশোভনে।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ ॥ ৬ ॥ ইতি ব্রাহ্মে।

সুশোভন চক্রদ্বয় অতি স্থূল হয়, বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দ্বারের উপরিভাগে মধ্যদেশে যদি রেখা থাকে, তবে তাঁহাকেও বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অথ মধুসূদন মূর্ত্তিঃ।

নাভিদেশে শংখপদ্মে যস্যাং মুদ্রাপ্রদৃশ্যতে।
মধুসূদন আখ্যাতঃ শক্রহা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥ ইতি বৈখানসে।

নাভি দেশের দুই পার্শ্বে শংখ ও পদ্ম চিহ্ন মুদ্রাদর্শন হয়, এবং দুই চক্র, পীতপিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট, মধুসূদন চক্র, এ চক্রকে শক্রহারক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মধুসূদনো মহাদেবএক চক্রো মহাদ্যুতিঃ।
স সুবর্ণ সমাযুক্তো মহাতেজঃ প্রদঃ শুভঃ ॥ ২ ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

এক চক্র স্বর্ণচিহ্ন বিশিষ্ট, কর্ব্বূরবর্ণ মধুসূদন নাম চক্র, এই মহাদেব মধুসূদন, মহাদীপ্তিমান, মহাতেজঃ প্রদ, এবং শুভপ্রদ হয়েন ॥ ২ ॥

অথ ত্রিবিক্রম চক্রঃ।

ত্রিবিক্রমস্ত্রিকোণঃ স্যাৎ ধনমেবপ্রয়চ্ছতি ॥ ১ ॥ ইতি

চক্রদ্বয় বিশিষ্ট ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি, কৃষ্ণবর্ণ, ত্রিকোণাকার

শরীর, ইহার অর্চ্চনা করিলে অভিলষিত ধনপ্রদান করেন ॥ ১ ॥

ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে রেখা চৈবতু দক্ষিণে ॥ ২ ॥ ইতি বৈং পুং।

ত্রিবিক্রম নামে দেব চক্রদ্বয় বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, মহা দীপ্তিমান, বামপার্শ্বে চক্রদ্বয়, দক্ষিণপার্শ্বে রেখা বিশিষ্ট হয় ॥ ২ ॥

শ্যামস্ত্রিবিক্রমো দক্ষে রেখা বামে সবিন্দুকঃ ॥ ৩ ॥ ইতি আগ্নেয়ে।

উপরি উক্ত চক্র বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ দক্ষিণে রেখান্বিত বামে স্বর্ণ বিন্দু চিহ্ন বিশিষ্ট হইলে ত্রিবিক্রম বলিতে হইবে ॥ ৩ ॥

ত্রিবিক্রম স্ত্রিকোণাঢ্য শ্চক্রদ্বয় সমন্বিতঃ।
প্রযত্নেন দ্বিজাতীনাং সদাপূজ্য শ্চ তেন বৈ ॥ ৪ ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

ত্রিকোণাকার বিগ্রহবান, চক্রদ্বয় যুক্ত, আর আর পূর্ব্বোক্ত চিহ্নক্রমে থাকিবে, ইঁহার ও নাম ত্রিবিক্রম, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতিদিগের যত্নদ্বারা সর্ব্বদা পূজ্য হয়েন। ৪।

অথ শ্রীধর মূর্ত্তিঃ।

শ্রীধরস্তু তথা দেবঃ শ্রীযুতো বনমালয়া।
কদম্ব কুসুমাকারো রেখা পঞ্চক সংযুতঃ ॥ ১ ॥ ইতি ব্রাহ্মে।

শ্রীধর দেব মূর্ত্তি শ্রীবৎস চিহ্ন বিশিষ্ট, এবং বন মালাতে শোভিত, কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার, দ্বিচক্রান্বিত, পঞ্চ রেখা সংযুক্ত হয়েন ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব..... ১৲
বেদান্ত পরিভাষা..... ৸৹
বৈধবাধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড..... ।৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... ।৹
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার..... ১॥৹
দ্বৈধভঞ্জিকা..... /৹
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড..... /৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... /৹
নিত্যকর্ম্ম..... /৹
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩॥৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য..... ৬ছয়তঙ্কা

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনাহতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে প্রকটন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

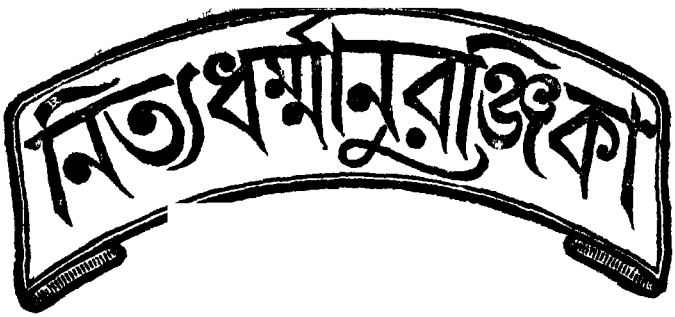

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় স্তৌং মনোমে ।

৩৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ জ্যৈষ্ঠ ।

ভগবদভিপ্রায়বর্ণন ।

হে অচিন্ত্য বিশ্বপ্রকাশক ! হে অকিঞ্চন বন্ধো ! তব কৃপাতেই জীবেরা উজ্জ্বল জ্ঞাননেত্র প্রাপ্তহইয়া তোমার বিশ্বলীলা সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় । এবং তোমার প্রদর্শিত পথে আরূঢ় হইয়া তব সন্নিধান প্রাপ্ত হইয়া থকে । তোমার সহায়তা ভিন্ন ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন কর্ম্মেই

জীবের ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই, তুমি সর্ব্বশ্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা, তোমার নিয়োগাধীন সকল কর্ম্মই সম্পাদন হইতেছে। জীবের ক্ষমতাতে কিছুই সিদ্ধ হইতে পারেনা। সর্ব্বাবস্থাতেই পদে পদে তোমার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। কত কত সময়ে জীবের মনে শুভাশুভ কত সংকল্প উদয় হয়। কিন্তু সংকল্পানুসারে জীবের দ্বারা তাহার কিছুই সম্পূরণ হয়না, যাহাতে তোমার কৃপার সংযোগ হয়, সেই কর্ম্মই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রান্তজীবেরা অমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি করিতে নাপারিয়া আমি করিলাম বলিয়া অভিমানী হয় এই মাত্র। জীবের ক্ষমতাতে যে কিছুই হয়না, ইহা সর্ব্বথা প্রতীয়মান হইতেছে।

কত কত সময়ে জীবের মনে কতশুভ কর্ম্ম করিতে বাসনা হয়, কিন্তু শুভসময়ে শুভ নাহইয়া সহসা অনারাধিত অশুভ ঘটনাও হইয়া থাকে। অবিরত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধ হয়না, অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেও অধর্ম্ম ঘটিয়া থাকে। মনে করে সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্দ সঞ্চারদ্বারা নিঃস্বপত্ন্য হইয়া সুখে কালযাপনা করিব, কিন্তু সেই উদ্দিশ্য বিষয়ের ঘটনা না হইয়া অসংকল্পিত শত্রুতার সঞ্চারও কখন হইয়া উঠে। এবং পরোপকার করিবার উদ্দেশ করিলে, সহসা অনুপকারও ঘটিয়া থাকে। কত শত শত লোকে আপনার পিতা পিতামহাদির উপার্জ্জিত বস্তু ভোগ হইতে বিমুখ হইতেছে, কতলোকে স্বীয় উপার্জ্জনে

মহাভোগ বিভবরূপে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে। সংসারস্থ ব্যক্তি মাত্রই পরতন্ত্র, কেবল স্বীয়২ কর্ম্মফলেই সুখ দুঃখের ভোগ করিয়াথাকে,কতকতজন শাস্ত্রঅধ্যয়ন করিয়াও ধনোপার্জ্জনে অক্ষম, কত শতশত নির্বিদ্য মূর্খতম ব্যক্তিও অনায়াসে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া লোকের নিকট সমাদৃত হইতেছে, ইহার কারণ কর্ম্মবই আর কি বলিতে হইবে? ইহসংসারে সকলেই আপনি সুখী হইবার চেষ্টাকরে, দুঃখ হউক্ এমত আকিঞ্চন কাহারই নাই, কিন্তু কদাচিৎ অনারাধিত দুঃখ সমূহও সহসা উপস্থিত হইয়া চিন্তিত বিষয়ও অতি দূরতর গমন করে। অন্যান্য সামান্য জীবের কথা কি? বল রাম যুধিষ্ঠিরাদিরও অভিলষিত কার্য্য সপন্ন হয় নাই। সাক্ষাৎবিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রও শরীর ধারণকরণনিমিত্ত সত্যসঙ্কল্প হইয়াও সংকল্পিত কার্য্যের সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ইহা শাস্ত্রে প্রমাণ আছে।

যচ্চিন্তিতং তদিহদূরতরং প্রয়াতি। যচ্চেতসা নগণিতংতদিহাভ্যুপৈতি। প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী। সোহং ব্রজামিবিপিনেজটিল স্তবস্বী॥

রামাভিষেক বিপ্লব হইলে পর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! আমি যাহাকে নিয়ত চিন্তা করিতে ছিলাম, তাহা অতি দূরতরে গমন করিল, যাহাকে মনেও গণনা করিনাই, সেও অতি নিকটে আইল। অর্থাৎ আমি প্রাতঃকালে পৃথিবীপতি সকল রাজার উপর চক্রবর্ত্তী রাজা হইব, ইহাই পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটা

বল্কলধারী তপস্বী হইয়া বনে যাইব ইহা ক্ষণকালও চিন্তা করিনাই, কিন্তু রাজা হওয়া অতিদূরে গেল, বনবাসে গমনই নিকট হইল। অতএব ঈশ্বর পরতন্ত্র ব্যতীত জীবের অধীন কোন কার্য্যই নহে।

কর্ম্মই বলদ্রূপে জীবকে সংসার গহনে ভ্রমাইতেছেন। কেবল সুখলাভেচ্ছু হইয়া কত শতশত অপকার্য্য করিতেছে, এবং অসৎ কার্য্য সম্পাদন জন্য কত না শারীরিক শ্রমের অঙ্গীকার করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু সুসার হয়না, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে, যথা "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" এই ন্যায়ে কর্ম্মই প্রধান। ইহা নিশ্চয় অবধারণা করত এক পরমেশ্বরের উপর নিয়ত নির্ভর করিয়া চিত্তকে সন্তোষ কাননে প্রেরণ করাই জীবের বিহিত বিবেচনা হয়। "সন্তোষং নন্দনং বনং" সন্তোষকেই নন্দনকানন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন, আনন্দময় সন্তোষ কানন, আনন্দময় বৃক্ষ ও আনন্দময়ীলতাদিতে পরিশোভিত, পরিপূর্ণ সুখাকর অখণ্ড সুখ ফলোৎপাদক পাদপ বিশিষ্ট দুঃখফলোৎপাদক বৃক্ষ মাত্র তাহাতে নাই। সত্য অস্তেয় অক্রোধ বিবেক অমোহ অদম্ভ সাবল্য অনহংকারাদি স্বরূপ বৃক্ষস কল প্রস্ফোটিত প্রসাদ পুষ্প সুখ স্বরূপ ফল ভারে নমিতাগ্রশাখাতে আলম্বিতা বিদ্যা অনসূয়া ক্ষমা তিতিক্ষা অহিংসা প্রভৃতি পূর্ণানন্দময়ফলপুষ্পময়ী লতা সকল বৃক্ষে বৃক্ষে আলিঙ্গিতা হইয়া নিরন্তর চিত্তে আনন্দ প্রদান করিতেছে, শান্তিস্বরূপা স্রোতস্বতী সরিতীরে ঐ সন্তোষকানন

পরিশোভিত, তত্তীরস্থ সন্তোষবনাশ্রমীজনেরা, ঐ শান্তিসলিলাবগাহনে ও পানে নিরন্তর সংসারদাবদাহোত্তপ্ত চিত্তকে সুশীতল করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নিয়ত অখণ্ড সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা কণ্টকাকীর্ণ বিষবৎ বিষম ফলোৎপাদক পাদপমণ্ডিত বিষয় গহন পরিত্যাগ করতঃ সন্তোষকাননের সমাশ্রয় করুন্। মহামোহান্ধকারে নিপতিত ভ্রান্তিসলিলাবগাহনে কদাপি সংসারদাবদাহের শান্তিহইতে পারে না। বিষয়ারণ্যে অধর্ম্মময় দম্ভ দ্বেষ মোহ পৈশুন্যাহংকারাদি মহাবৃক্ষে আশ্লিষ্টা ঘৃণা লজ্জা হিংসাসূয়া ঈর্ষা অবিদ্যা প্রভৃতি লতাদিতে বিষাদপ্রসূন প্রস্ফোটিত, ও দুঃখ স্বরূপ ফলভারে আনমিত শাখাতে অসদলিপিকাবলি পরিসেবিত আপাতত সুখদ জ্ঞানে ভ্রান্ত জীবেরা তদ্বনেরই পরিসেবা পরায়ণ হইয়া নিয়ত পরমায়ু ক্ষেপ করিতে বাধিত হইয়াছে, এই অনাশ্বাস শরীরে কতই বা অভিমান করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য? মায়া বিলসিত বিশ্বকার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও আপনাতে আত্ম বুদ্ধি করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছাকরে।

অনাত্মনি শরীরাদাবাত্ম বুদ্ধিশ্চযাভবেৎ।
সৈবমায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃপরিবর্ত্ততে॥

অনাত্মা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, সেইমায়া, সেই মায়াতে আবদ্ধ জীব সংসারে প্রবর্ত্ত হয়। যেপর্য্যন্ত সন্তোষকাননে শান্তিসলিলে অবগাহন নাকরিবে, সেপর্য্যন্ত কোন ক্রমেই মায়াবিলসিত সর্ব্ব সন্তাপজনক সংসারে থাকিয়া সংসারি লোকে চিত্তকে শান্তকরিতে শক্ত হইবেকনা।

হে পরমাত্মন্! হে করুণাময়! তুমি লোক শিক্ষার্থ উপদেশ দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ দুঃখমূল সংসারে আসিয়া ভগবদারাধনা ব্যতীত কোনসুখ নাই, ইহা জানাইবার জন্য কতকত রূপে অবতার হইয়া লোকবৎ কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, কখন দারাপত্য বিয়োগাধিভোগার্থ ভূতলেপতিত রোরুদ্যমান্ হইয়াছ, কখন বা শত্রুভয়ে ভীতহইয়া পলায়ণ করিয়াছ, কদাচিৎ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া শরক্ষত শরীরে জ্বালা ভোগ করিয়াছ, কখন বা সুখ ভোগার্থ দারাগ্রহণ করতঃ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, কখন বা কামুকের দৈন্য দর্শনার্থ পরদারামর্ষণজ সুখলিপ্সু হইয়া তৎপদানুগত রূপে তত্তোষার্থে বহুকষ্ট পরিগ্রহ করিয়াছ, কদাপি প্রিয়তমার মানাগ্নিদাহে দহ্যমান হইয়া আনতকন্ধরে মানোপশমনার্থ তৎপদধারণ পূর্ব্বক অবনতভাবে কত না সাধনা করিয়াছ, কখন বা অসাধ্য পক্ষে হতাশ হইয়া আত্ম কলেবরকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়াছ, কখন বা তদ্বিয়োগাধিযন্ত্রণার পরিশান্ত্যর্থে পর্য্যটন করিয়াছ, হে ভক্তবৎসল! তুমি ভক্তোপদেশার্থে সংসারোচিত সুখদুঃখদ সকল কর্ম্মেরই পরিগ্রহ করিয়াছ, ফলিতার্থ সে সকল কার্য্য তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেবল জীবেরদিগের উপদেশার্থ যথার্থরূপে প্রতিভাত মাত্র, কিন্তু আমরা এমনি নির্ঘৃণ ও হতপ্রজ্ঞ, যে ইহা দেখিয়া শুনিয়াও সংসারে বিতৃষ্ণ হইতে পারিনা, নিয়ত সুখ বোধে ঐ সমস্ত দুঃখপ্রদ অনার্য্য কার্য্যে আবৃত হইয়া পরমায়ু ক্ষেপ করিতেছি, একবারও ভ্রান্তিক্রমে তোমার রূপের চিন্তা করি

না। বরং পদেপদে তোমার লীলাকথা শ্রবণ করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি, যে রামকৃষ্ণাদিরাও সংসারধর্ম্মগ্রহণ করিয়া যখন দারাপত্যে আবৃত ছিলেন, তখন আমরাই যে সংসার করিতেছি এমতনহে, যদি সংসার ধর্ম্মে সুখানুভব নাহয়, তবে তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সংসার ধর্ম্মের পরিগ্রহ কেন করিয়াছিলেন। অতএব, হে পরমেশ্বর! আপনার উপদেশ আপনাতেই থাকিল, কিন্তু উপদেশ দিয়া আমাদিগের চিত্তবৃত্তি নিরারণে আপনি ঈশ্বর হইয়াও ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। তবে এইমাত্র আমাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে, যে হেলাতে বা শ্রদ্ধাতে তন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক ঐ সকল লীলা কথা শ্রবণে অশেষবিধ কলুষরাশির নিবারণ হইতেছে, সুতরাং পরে যে তৎপদবীতে গমন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে তাহার বিস্তর সম্ভাবনা। যাহারা তোমার নামরূপে বিদ্বেষ করে, কোনমতে বিশ্বাস সহকারে নামগ্রহণ কি লীলা কথা শ্রবণ না করে, তাহারা যে বঞ্চিত সে বঞ্চিতই হইল। হে ভগবন্! এক্ষণে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমাকে প্রাপ্তহইবার নিমিত্ত যে আমাদিগের চিত্তে এক মহীয়সীস্পৃহা প্রদান করিয়াছ, সেই প্রভাতেই আমাদের হৃদয়াগারকে নিয়ত উদ্দীপ্ত করিয়া রাখহ। যেন কদাপি সেপ্রভার বিরতি নাহয়।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, সকলেই কহিয়া থাকেন, মনের মলামার্জ্জন না করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মেনা। ভাল সেই মনের মলা কি?

পরম হংসের উত্তর। অরেজ্ঞানাভিমানিন্। "বিষয় স্যাতিরাগশ্চ মানসো মলউচ্যতে" বিষয়ের অতিরাগ অর্থাৎ বিষয় বাসনাকে মনের মলা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেই অভিলাষকে ত্যাগ না করিতে পারিলে চিত্ত শুদ্ধি হয়না। আদৌ মৃজ্জলাদিদ্বারা বাহ্য শারীরকমলের অপকর্ষণ করতঃ ভাবনাদ্বারা মানস মলের অপকর্ষণ করিবে। এবং বিষয় বাসনাকে ত্যাগ করিতে হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ দ্বেষাদিকে জয় করিতে হয়, কেননা এ সকলকেও মনের মলা বলা যায়, কিন্তু ইহারা ঐহিক ও পারত্রিক, এবং শারীরিক সমস্ত বিষয়ের হানিকর এজন্য সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহাদিগকে রিপু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, অহংস্কার, মমকার, নিন্দা, অভাবনা, দ্বেষ, পৈশুন্য, ঈর্ষা, অসূয়া, কপটতা, অনৃত, সংশয়, হিংসা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, অকরুণা, অদয়া, ইত্যাদিকেও, মনের মলা বলিয়া জানিবে, যেহেতু ইহারা সকলেই জীবের পক্ষে সাধনার বিষয়ে প্রতিকুলতাচরণ করে, একারণ এই সকল

মনোবৃত্তি নীতি শাস্ত্রেও দুষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখনা কেন, এসকল অসদ্বৃত্তি যে পাপোৎপাদক তাহাতে সংশয় কি আছে ? সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের মধ্যে তপস্যাকে যে এক কর্ম্ম বলিয়াছেন, সেই তপস্যা দ্বারা এই সকল পাপের ক্ষয় পায়, এবং অসৎ মনোবৃত্তি, যাহাকে মনের মলা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সেই সকল মানস মলের পরিক্ষয় হইলেই মন নির্ম্মল হয়।

মানস মলাপকর্ষণ জন্য যে যে কর্ম্মকে শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, সেই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অননুষ্ঠানে কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বরি দ্বারা বক্তৃতায় মনোমালিন্যের নিরাস হইতে পারে না।

নিত্য নৈমিত্তিক ও উপাসনাকর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হয় অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বরের তুষ্টি জন্মে, তিনি সকলের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে হৃষীকেশ বলিয়া উক্ত করেন, তিনি, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী সকলের সন্তজনীয়, এ প্রযুক্ত তিনি সকলের অন্তরের ভাব মাত্রই গ্রহণ করেন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে জীবের মনেরও প্রসন্নতা জন্মিবার সম্ভব। সুতরাং তাঁহার প্রসন্নতাতে মানস মলাপকর্ষণ হয়, মানস মলাপকর্ষণে চিত্তের স্বচ্ছতা হয়, চিত্তনির্ম্মল হইলে, সেই চিত্তে ভগবদ্রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন স্বচ্ছ পদার্থ মুকুরাদিতে সামান্য বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, অতএব সকল সাধনার মূল চিত্ত পরিষ্কারকরণ, মলিন চিত্তে কখনই তত্ত্বজ্ঞান, ও

ভগবৎ প্রেম ভক্তির উদয় হইতে পারে না, জীবের চিত্ত যত নির্ম্মলহইবে, ততই ভগবানে ভক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহার আর সংশয় নাই। যে কর্ম্মে শুভফলের প্রাপ্তি হয়, সেই কর্ম্মেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, যাবৎ অশুদ্ধ কর্ম্মকে শুভফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাবৎ জীবের পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাও পূর্ব্বোক্ত মলিন চিত্তের কার্য্য। সুতরাং ভোগেচ্ছু ব্যক্তিকে মোক্ষার্থ কর্ম্মের উপদেশ করিলে সে অমার্জ্জিত বুদ্ধি বৈষম্য জন্য কখন সে উপদেশ গ্রহণ করে না। ভোগাকৃষ্ট চিত্তপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃই ভোগার্থ কর্ম্মেই চিত্ত প্রসজ্জা করে, এবং তাহাতে বহুতর ক্লেশরাশি বহন করিয়াও পরিশ্রান্ত হয়, তথাপি তাহাতে বিরতি জন্মে না। যেমন অসৎ প্রবৃত্তি দ্বারা তাস্করি বৃত্ত্যুপজীবী ব্যক্তিরা কারাবরুদ্ধ হইয়া রাজাদত্ত দণ্ড ভোগ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না, কারামুক্ত হইলেই পুনর্ব্বার আবার সেই সকল অসৎ কর্ম্মকে ইষ্টজ্ঞানে পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরমেশ্বরে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি যাবৎ না জন্মে তাবৎ অসৎ প্রবৃত্তির নিরাস হইতে পারে না। যখন তত্তোষার্থ কর্ম্মজনিত ভগবানে সুদৃঢ়া ভক্তির উদয় হয়, তখন তদুদয়ে অসৎবৃত্তি সকল তচ্চিত্তে কখনই উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ মনের যত কুপ্রবৃত্তি, সে সকল, রজ এবং তমোগুণ জনিত। অতএব ঈশ্বরে নৈষ্ঠীকী ভক্তির উদয় হইলে রজ এবং তমোগুণের কার্য্যসকল তিরোভূত হইয়া যায়, কেবল ভগবৎ প্রসাদে সত্ত্বগুণেরই প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সত্ত্বপ্রভাবে

কদাচ অসৎবৃত্তি সকলের উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত, যাহাতে চিত্ত প্রসত্তি লাভ হয়, লোক শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের বর্জ্জন পুরঃসর শাস্ত্র সিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয় এমত কর্ম্মই করণীয়।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে ভগবন্। যদি ভগবত্তোষের কারণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, এবং উপাসনা করার যদি আবশ্যক হয়, ভালই, কিন্তু যজ্ঞাদি নানাকর্ম্মে কেবল ইন্দ্রাদি দেবতার, অর্থাৎ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি দিকপাল, ও বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার বস্বাদির অর্চ্চনা হইয়া থাকে, এবং ক্ষুদ্রং অনেক দেবতার উপাসনাও লোকে করিয়া থাকে, তাহাতে পরমেশ্বরের তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা কি?।

পরমহংসের উত্তর।—অরে জ্ঞানাভিমানিন্। যজ্ঞাদিতে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করিতে যে শাস্ত্রে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার এই কারণ। এক রাজার তুষ্টির জন্য তৎ পরিবারাদির উপাসনা করিলে, রাজার তুষ্টি অবশ্যই জন্মিতে পারে, এবং অনারাধিত দেবতারা সাধকের বিঘ্নও জন্মাইতে পারে, কেননা রাজপারিষদেরা অপরিতোষিত হইলে অর্থী ব্যক্তিদিগকে রাজদ্বারে প্রবেশ করিবার কালে নানা বিঘ্ন জন্মায় অর্থাৎ কখনই রাজপুরে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না, অতএব নীতি শাস্ত্রে ও উক্ত আছে যে "চক্রং সেব্যং নৃপং সেব্যং নসেব্যং কেবলং নৃপং,, ইত্যাদি। রাজ-চক্র ও সেব্য ও রাজা ও সেব্য, কেবল রাজার সেবায় ফলদর্শে না। এই ন্যায়ে পরমেশ্বরের পরিবার সহিত অর্চ্চনা করি-

বার বিধি আছে। পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানিয়া পূজকের প্রতিঅবশ্যই পরতুষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়, ইন্দ্রাদি দেবতার উপসনায় পরমেশ্বরই উপাসনা করা হয়, কেননা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তদ্ভিন্ন বস্তুন্তর নাই, তিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান, তিনি সর্ব্বরূপ, সর্ব্বনাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজর অব্যয়, অতএব ইন্দ্রাদি দেবতারাও তাঁহার রূপ হন, এবিধায় দেবতাদিগের পূজা করিলে পর ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। গীতাতেও বিভূতি যোগ কথন কালে ভগবান স্বয়ং অর্জুনকে কহিয়াছেন, যথা "দেবানা মস্মিবাসব ইত্যাদি,, আমি হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, ঘোটকের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, জলাশয়ের মধ্যে সাগর, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বেদের মধ্যে সাম বেদ, মনুষ্যের মধ্যে রাজা, নাগের মধ্যে অনন্ত, যক্ষের মধ্যে কুবের, এবং সমস্ত দেবতার মধ্যে আমি ইন্দ্র। অতএব দেবতাদিগের অর্চ্চনাতে পরমাত্মার অর্চ্চনা ব্যতীত আর কার অর্চ্চনা হইয়া থাকে?।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—ভাল গীতাবাক্যে সামান্য জীবাদিকেও ভগবদ্রূপ বলা হইযাছে, অর্থাৎ "বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" ইত্যাদি। যদি তিনি একাংশে সকল জগৎ ব্যাপক হইলেন, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার বিশেষ আরাধনা করিবার আর আবশ্যক কি? সামান্য জীবের উপাসনা করিলেওত তাহাতে জন্মিতে পারে?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস। তোমার একথার প্রতি আমার আপত্তি নাই, যখন সর্ব্বজীবে সমান জ্ঞান জন্মিবে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইবে, তখন আর উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকিবে না, ইহা সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ, সাধনাবস্থার লক্ষণ নহে। যাহারা মুখে বলে যে আমরা ব্রহ্মোপাসক, তাহারা কখনই সর্ব্বত্রে ব্রহ্ম ভাবনা করিবার অধিকারী হয় না। যথা। শ্রুতিঃ।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুবঃ॥ ইত্যাদি।

যেমন এক অগ্নি দৃশ্যমান্ একরূপে থাকিয়াও কাষ্ঠ পাষাণ লৌহাদি সমস্ত বস্তুতে প্রতিভাত আছেন। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমেশ্বর একরূপ হইয়াও অনেক রূপে পরিণত হইয়াছেন।

এই শ্রুত্যর্থে সকলই ব্রহ্ম হইল, কিন্তু সমানরূপে প্রতিভাত নহেন, যেমন অগ্নি। অঙ্গারে ও কাষ্ঠে এবং দীপে অবস্থান করেন, কিন্তু কাষ্ঠস্থ কি অঙ্গারস্থ অগ্নি হইতে দীপস্থ অগ্নির গৌরব মান্য করা যায়, অর্থাৎ দীপস্থ অগ্নি আত্ম প্রকাশক অপর প্রকাশক হয়েন। অঙ্গারস্থ অগ্নি আত্ম প্রকাশক অপর প্রকাশক নহেন। কাষ্ঠস্থ অগ্নি আত্ম প্রকাশক না পর প্রকাশক, কাষ্ঠস্থিত অগ্নি আপনাকে বা অপরকে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে অগ্নি না আছে এমত নহে। সেই রূপ পরাত্মা দেবরূপ ও ঋষিরূপ এবং সামান্য

জীবরূপ হয়েন। দেবরূপে পূর্ণ প্রকাশ মান, ঋষিরূপে অল্প প্রকাশ, সামান্য জীবরূপে সংপূর্ণ অপ্রকাশ আছেন এই মাত্র বিশেষ। সুতরাং দেবরূপের উপাসনায় আত্মার উপাসনা করা হয় ইহা মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতেং কালে তাহাতে অগ্নি প্রকাশ হইয়া কাষ্ঠোপাধিকে ভস্মসাৎ করে, সেই রূপ প্রাকৃত জীবেরা উপাসনা করিতেং কালেপ্রাপ্ত জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কাষ্ঠবৎ উপাধিকে ভস্মীভূত করিয়া তন্ময় হইয়া যায়। দেবোপাসনাতে এই রূপ জানিবে, যে প্রজ্বলিত দীপস্থ অগ্নিতেপৃষ্ট হইলে কার্ষ্ঠোপাধিভস্ম হইয়া তত্রস্থ অগ্নি ঐ অগ্নিতে সমতা পায়, তদ্রূপ দেবোপাসনাতে জীবের জীবোপাধি লয় পাইয়া ঐ প্রদীপ্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমেতে লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেবোপাসনা যে অলীক বা অকরণীয় এবং তাহাতে উপকার নাই, এমত কথা কোন বেদেই বলেন নাই, যাহারা বেদ ও শাস্ত্র মান্য না করে, কেবল আপনারদিগের কুযুক্তি প্রতি নিতান্ত নির্ভর করে, তাহারাই অমান্য করিয়া থাকে এই মাত্র।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে ভগবন্! আপনি যে সাধনা বিষয়ের কথা পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন, তাহা আমার নিতান্ত জানিতে ইচ্ছা সে সাধনা কাহাকে বলে, আর সাধনারই বা অর্থ কি?

পরমং হংসের উত্তর।—অরে বৎস! সর্ব্বশাস্ত্রে সাধন চতুষ্টকে সাধনা বলিয়ারাছেন। অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন জীবেরই তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা জন্মে, সাধন চতুষ্টয়ে অসম্পন্ন ব্যক্তি

যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে সে বিফল, কেবল বিফলও নহে, বরং তাহাতে নানা দোষের উৎপত্তি হয়।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—ভাল সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলেই যদি তত্ত্বজ্ঞানাধিকার জন্মেনা, সেই সাধনচতুষ্টয় কাহাকে বলা যায়?।

পরম হংসের উত্তর।—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, আরমন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করাকেও সাধনা বলিয়াছেন। এই সাধনাচারি প্রকার হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, । ১। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। ২॥ শমদমাদি সাধন সম্পত্তি। ৩॥ এবং মুমুক্ষুত্ব। ৪॥ জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটিকে সাধন চতুষ্টয় নামে আখ্যাত করিয়াছেন, এবং শমদমাদি সাধনের অন্তর্গত আরও চারিটি সাধনা আছে, তাহাকেও সাধন চতুষ্টয় বলে। যথা (উপরতি ১)। (তিতিক্ষা ২)। (সমাধান ৩)। (শ্রদ্ধা ৪)।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কাহাকে বলা যায়।

পরহংসের প্রশ্নঃ।—পরব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন বস্তু মাত্রই অনিত্য, এই প্রকার বিবেচনা করার নাম নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক হয়॥ ১॥

প্রশ্নঃ।—ইহামুত্রফল ভোগ বিরাগ কাহার নাম?। ২।

উত্তর।—যেমন কর্ম্ম জন্য প্রযুক্ত ঐহিক মাল্য চন্দনাদি বিষয় ভোগ সকল অনিত্য, সেই রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি সুখ ভোগ সকলও কর্ম্ম জন্য বিধায় অচিরস্থায়ী, ইহা নিশ্চিতা-

ধারণ করিয়া তাহার নিবৃত্তির নাম, ইহা মুত্র ফল ভোগ বিরাগ। ২॥

প্রশ্নঃ।—শমদমাদি সাধন সম্পত্তি কাহাকে কহা যায়॥ ৩॥

উত্তর।—ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম, শমাদি সম্পত্তি। এবং ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তির নাম, দমাদি সাধন সম্পত্তি হয়॥৩॥

প্রশ্নঃ।—মুমুক্ষুত্ব কাহাকে বলা যায়॥ ৪॥

উত্তর।—মোক্ষেচ্ছা অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে অন্তর করার নাম মুমুক্ষুত্ব। ৪।

প্রশ্নঃ।—উপরতি কাহাকে বলিতে হইবে, তাহার লক্ষণ কি?। ১।

উত্তর।—বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের পরিত্যাগের নাম উপরতি হয়। ১॥

প্রশ্নঃ।—তিতিক্ষা কাহার নাম তাহার লক্ষণই বা কি?॥ ২॥

উত্তর।—শরীর দ্বারা শীতোষ্ণ বাতবৃষ্ট্যাদির সহন, অর্থাৎ তাহাতে অভিভূতো না হওয়ার নাম তিতিক্ষা। ২॥

প্রশ্নঃ।—সমাধান কাহাকে বলিতে হইবে, তাহার লক্ষণ কি?॥ ৩।

উত্তর।—ঈশ্বর বিষয়ক কথা শ্রবণাদিতে অথবা তৎসদৃশ সাধ্বালাপাদি কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। ৩॥

প্রশ্নঃ।—শ্রদ্ধা কাহার নাম, শ্রদ্ধাবই বা লক্ষণ কি? ॥ ৪ ॥

উত্তর।—গুরুবাক্যে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ৪ ॥

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে, (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগ, সর্ব্ববেদ সম্মত যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণেরা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার অকরণে কোনক্রমেই পরিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে প্রভো! যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ বলিলেন, সেই অষ্টাঙ্গযোগের লক্ষণ কি? আদৌ যমসাধন কাহাকে বলে? ॥ ১ ॥

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, ইহার নাম, যম যোগ। ১।

প্রশ্নঃ।—নিয়ম যোগ কাহাকে বলে তাহার লক্ষণ কি? ॥ ২ ॥

উত্তর।—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বর প্রণিধানের নাম নিয়ম যোগঃ ॥ ২ ॥

প্রশ্নঃ।—আসন যোগ যাহাকে বলা যায়, তাহার কি লক্ষণ? ॥ ৩ ॥

উত্তর।—যোগশাস্ত্র উক্ত হস্ত পদাদির সংস্থান বিশেষ পদ্ম স্বস্তিকাদিবন্ধের নাম আসন যোগঃ। ৩॥

প্রশ্নঃ।—কাহাকে প্রাণায়াম যোগ বলে তাহার লক্ষণ কি? ॥৪॥

উত্তর।—রেচক পূরক কুম্ভকাদি দ্বারা নিঃশ্বাসের সংযম অর্থাৎ প্রাণ বায়ুকে বশীভূত করিবার উপায়ের নাম প্রাণায়াম যোগ। ৪॥

প্রশ্নঃ।—প্রত্যাহার কাহাকে বলি তল্লক্ষণ কি? ॥ ৫ ॥

উত্তর।—শব্দাদি শ্রবণ বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গণের নিবারণ করার নাম প্রত্যাহার যোগঃ ॥ ৫ ॥

প্রশ্নঃ।—ধারণাযোগ কাহাকে বলা যায়, তাহারই বা কিরূপ লক্ষণ! ॥৬॥

উত্তর।—অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে অপ্রতিহত অন্তঃকরণাভি-নিবেশের নাম ধারণাযোগঃ ॥ ৬ ॥

প্রশ্নঃ।—ধ্যানযোগের লক্ষণ কি। এবং কাহাকেই বা ধ্যানযোগ বলা যাইতে পারে। ॥ ৭ ॥

উত্তর।—ধ্যানযোগ দুই প্রকার হয়, এক অদ্বিতীয় নির্গুণ পরমব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিপ্রবাহ। দ্বিতীয় মানসে সগুণব্রহ্ম বিষয়ক ক্রমান্বয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিচিন্তাকে ধ্যান যোগ বলে ॥ ৭ ॥

প্রশ্নঃ।—কাহাকে সমাধিযোগ বলে, এই সমাধির লক্ষণ কি? ॥ ৮ ॥

উত্তর।—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্প এই দ্বিবিধপ্রকার সমাধি। প্রথম জ্ঞাতা, জ্ঞান ওজ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের বোধসত্ত্বেও পরমেশ্বরে অখণ্ডা কারা করিতে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পক সমাধি। দ্বিতীয় জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ ভাবনা কি, ভাব্য বস্তু কি, আমিই বা কে এতৎপৃথক জ্ঞানাভাবে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে একীভূত হইয়া অখণ্ডরূপে চিত্তবৃত্তিব অবস্থানের নাম নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগঃ ॥ ৮ ॥ যোগ শাস্ত্রেও কহিয়াছেন, "সমাধি সমতাবস্থা জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ" জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমানাবস্থার নাম সমাধি অর্থাৎ জীব পরমে অভেদ ভাবনা

রূপ চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি যোগ, ইহাকে লয়পূর্ব্বক সমাধি বলা যায়, যাহাকে বেদান্তাদি শাস্ত্রে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এই সকল যোগাভ্যাস করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনা করিতে অধিকারী হইবে, যোগশাস্ত্রে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানকে রাজযোগ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অবে বৎস। হটযোগাদিতে সিদ্ধ না হইলে রাজযোগের চিন্তা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিলে ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে পণ্ডিত বিদ্বান্‌পুরুষেরা অন্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কথনং।

কলিযুগে দণ্ডাদি ধারণ করিবেক না অতএব অন্যাশ্রমাদি প্রসংঙ্গত লোক বোধার্থ পশ্চাৎ লিখিব, এক্ষণে গৃহস্থ আশ্রম মুখ্য বিধায় সেই আশ্রমেরই যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা লিখিয়া জানাইতেছি। নারদ পঞ্চরাত্রাদিতে বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন।

কলৌচ দণ্ড গ্রহণং নৈবনির্ব্বাণ কারণং।
পরংবেদবিরুদ্ধঞ্চ বিপরীতায় কল্প্যতে।।

কলিযুগে দণ্ডগ্রহণ মুক্তির কারণ নহে। যেহেতু বেদ বিরুদ্ধ হয়, বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য বিপরীত ফলের নিমিত্ত হয়।

অতএব কোনমত প্রকারে দণ্ডগ্রহণ করা এই কলিকালে কর্ত্তব্য হয় না।

অতএব প্রথম গৃহস্থদিগের আচরণীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সংপূর্ণরূপ বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ, কলিকালোচিত সংক্ষেপতঃ সদাচার লিখিয়া জানাইব। কলিকালেও যদি কোন ব্যক্তি সংপূর্ণ ধর্ম্মযাজন করিতে পারে, তাহা উত্তম কল্প ব্যতীত অধম নহে। তাহা বোধার্থে সংপূর্ণ লেখার আবশ্যক হয়। ধর্ম্ম সঙ্কটতা প্রযুক্ত যাহারা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারে না তাহাদিগের প্রতি সংক্ষেপতঃ ধর্ম্মযাজন করিবার অনুশাসন, আছে, এককালে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, অলসতা প্রযুক্ত কি বিষয়কর্ম্ম রক্ষার্থ ব্যগ্রধী ব্যক্তিরা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে না পারায় অনেকেই একালে সদাচারানুষ্ঠান করিতে পরাংমুখ হইয়াছে, অর্থাৎ কষ্টসাধ্য কর্ম্মে ইহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না, একারণ যথাশাস্ত্র তাহার পক্ষে সুলভোপায় লিখিয়া জানাইতেছি, যদি তাহাতেও ধর্ম্ম যাজন না করে, তবে বোধ করা যাইবে, যে তাহাদিগের প্রতি নিতান্তই ভগবান্ বিমুখ হইয়াছেন।

অথবক্ষ্যে গৃহস্থস্য লক্ষণং শৃণুতোদ্বিজ।
পাঠোহোম শ্চাতিথীনাং সেবনং দেবপূজনং॥
পিতৃশ্রাদ্ধং কুলাচারং তত্ত্বজ্ঞানং সদাচরেৎ।

অতঃপর গৃহস্থদিগের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করহ। নিত্য বেদাদি শাস্ত্র পাঠ, ও নিত্যহোমাদি, ও অতিথিসেবা, এবং

দেবপূজাদি করিবে। আর কালোচিত আচার, ও তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে।

নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনং।
নির্ম্মলং বসনঞ্চৈব পরিধানং সমাচারেৎ।
বেদেশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈবচ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃ দেবার্চ্চনং তথা।

গৃহস্থ ব্যক্তি নিত্য স্নানদান ত্রিসন্ধ্যা জপপূজাদি করিবে। এবং নির্ম্মল বস্ত্র পরিবে, বেদেতে ও শাস্ত্রেতে ও গুরুতে আর দেবতাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে, মন্ত্রে ও পিতৃ দেবার্চ্চনাতে দৃঢ় জ্ঞান করিবে।

বলিবশ্যং তথাশ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রং সমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।

নিত্য শ্রাদ্ধ, বলিবশ্যাদি কর্ম্ম নিত্যকর্ত্তব্য। অভ্যাগত হইলে শত্রু কি মিত্র উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া আহারাদি প্রদান করিবে, এবম্ভূত গৃহস্থকেও এক প্রকার যোগী বলিতে হয়।

অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
বাক্‌পারুষ্যং কদর্য্যঞ্চ নৈষ্ঠুর্য্যং পরিপর্য্যয়েৎ।
দেবতা নিন্দকং দৃষ্ট্বা সচেল স্নান মাচরেৎ॥

সকলের অন্ন বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ যার তার অন্ন ভোজন করিবে না, গুরুর অন্ন সর্ব্বদা ভোক্তব্য হয়, যেহেতু গুরু প্রসাদ ভোজনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এবং কাহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ গালাগালি করিবে না, সর্ব্বতঃ

প্রকারে নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিবে। দেবতানিন্দককে দেখিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিরা পরিধেয় বস্ত্র সহিত অবগাহন করিবে।

ঋতুকালং বিনান্যত্র রমণং পরিবর্জ্জয়েৎ।
মাংসাদিকঞ্চ দেবেশি.ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু॥

ঋতুকাল ভিন্ন রতিক্রিয়া করিবেক না। পঞ্চ পর্ব্বেতে মৎস্য মাংসাদি আহার করিবেক না, এবং মৈথুন ক্রিয়াও পঞ্চপর্ব্বে পরিত্যাগ করিবে।

পুরৈব কথিতং ভাবং কলিসম্ভব চেষ্টিতং।
তপঃ স্বাধ্যায় হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশ প্রয়াস শক্তানাং কুতো দেহ পরিশ্রমঃ।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপিনপ্রিয়ে।
গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে॥

কলির জীবের চেষ্টা সকল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যাদি বিহীন, অল্পায়ু ক্লেশ প্রয়াস শক্ত কলিযুগের মনুষ্যদিগের বল নাই, ইহাদিগের দৈহিকশ্রম সাধ্য কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং ইহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল গৃহস্থাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রম, এইদুই আশ্রমই কলিযুগের প্রচলিত আশ্রম। তবে বর্জ্জ্য আশ্রমদ্বয়ের যে প্রথা দেখা যায়, সে কেবল ব্যবহার মাত্র, ধর্ম্ম্য নহে। দণ্ডাদি গ্রহণ কলিতে নিষেধ, বিশেষ কোন কালেই ব্রাহ্মণাদিভিন্ন শূদ্রাদির দণ্ডগ্রহণের বিধি নাই, যেহেতু ইহারা বেদাধিকারী নহে। গৃহস্থাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে।

গতবারের শেষ।

শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

শ্রীধরস্তু তথা দেব শ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্ব কুসুমাকার ঊর্দ্ধরেখাশ্চ পার্শ্বয়োঃ॥ ২॥ ইতি

পুং সং।

শ্রীধর নামে দেব মূর্ত্তি, দ্বিচক্র বিশিষ্ট, বনমালাতে শোভিত, কদম্ব পুষ্পবৎ গোল আকৃতি, উভয় পার্শ্বে কতক গুলি ঊর্দ্ধ রেখাতে অন্বিত হয়েন॥ ২॥

চক্রেচ মধ্যদেশেতু পঙ্কজেন সমন্বিতঃ।
সূক্ষ্মনাভিঃ শ্যামলাভঃ সংযুতঃ শ্রীধরঃস্মৃতঃ।
নিম্নাকৃতিশিবঃ পার্শ্বে নিম্নদণ্ডস্তু বর্ত্তুলঃ।
নিম্নচক্রাতিচক্রশ্চ শ্রীধরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ডে।

অতিবর্ত্তুল, মস্তকটিটোলপড়া, মধ্যদেশে চক্রদ্বয়, পদ্মচিহ্ন বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, পার্শ্বে দণ্ডচিহ্ন, সূক্ষ্মদ্বার, চক্র ও নিম্ন, দণ্ডচিহ্ন বিশিষ্ট, অতিচক্রস্ব না হইলেও ইহাকে শ্রীধর বলিয়া জানিহ॥ ৩॥

অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালা বিভূষিতং।
বিজ্ঞেয়ং শ্রীধরং দেবং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা॥ ৪॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

অতিক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার, দ্বিচক্র, বনমালাভূষিত, ইঁহাকেও শ্রীধর বলিয়া জানিবে। ইনি গৃহিদিগের নিয়ত শ্রীপ্রদান করিয়া থাকেন॥ ৪॥ পূর্ব্বোক্ত রেখাস্থলে অঙ্কুশাকার চিহ্ন ও কেহ বলেন, ফলে এদুই সংলগ্ন হয়॥ ৪॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব..... ১৲
বেদান্ত পরিভাষা..... ৶০
বৈধবাধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড ..... ।০
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... ।০
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার..... ১৷৷০
দ্বৈধভঞ্জিকা..... ৶০
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড ৶০
ও দ্বিতীয়খণ্ড ৶০
নিত্যকর্ম্ম ৶০
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য..... ৬ছয়তঙ্কা

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাস্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৩৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩১ আষাঢ়।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরোজয়তীতি।

বিদেশ-বাসী জনগণেরা এই ভারতবর্ষান্তর্গত কুমারিকা খণ্ডে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে অধিবাস করতঃ এতদ্দেশীয় লোক সকলকে আলোক দেখাইয়া সভ্য করিতেছি যে বলেন, সে তাঁহারদিগের অত্যন্ত ভ্রান্তি, এদেশ চিরকাল সভ্য, যে

দেশে কোন শাস্ত্র নাই ও বহুশাস্ত্রবিৎ কোন পাণ্ডিত নাই, যে দেশে কোন ধর্ম্ম নাই, এবং কেহই ধর্ম্মযাজন করে না কেবল গিরিগহ্বরে, বা বন উপবনে, বাস করতঃ অমেধ্য পশু পক্ষীত্যাদির মাংসাদি ভোজনে হিংস্রজন্তুর ন্যায় উদর ভরণ মাত্র করিয়া জীবিত থাকে, অপর সমুদ্রোপদ্বীপে বাসকরতঃ যাহারা কেবল সামুদ্র মৎস্য এবং অন্যান্য প্রকার জলচরাদি ধরিয়া আহার মাত্রে জীবনধারণ করে, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কাহাকে বলে তাহা কিছুমাত্র জানে না ও কৃষি বাণিজ্য ভৈষজ্যাদি কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না এবং ভগবানের উপাসনা কাহাকে বলে, তাহা কদাপিও শ্রুতিপথে আনে নাই, এরূপ পশুবৎ বনচারিদিগকেই এরূপ উপদেশ করা সঙ্গত বিবেচনা করা যায়। এতদ্ভিন্ন যে দেশে বেদ বেদান্ত ন্যায়, এবং যোগশাস্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির সম্যক্ রূপ প্রচার বাহুল্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাহার আলোচনা হইতেছে, এমন দেশে অসদ্বিজাতীয় ধর্ম্মিরা যে আপনাদিগের অসদ্ব্যবহার প্রচারার্থ যত্ন করে সে সাহসকেও ধন্য বাদ করিতে হয়। তবে ভারতবর্ষান্তর্গত কুমারিকাখণ্ড মধ্যে যে সকল ব্যক্তিকে অসম্মতালম্বী হইতে সংপ্রতি দেখা যায়, সে বিজাতীয় দিগের উপদেশের ফল এমত নহে, ইহারা শুদ্ধ অবিধানে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণ বশতই তাহাদিগের চিত্ত হইতে ধর্ম্মশ্রদ্ধাতিরোহিত হইতেছে, সুতরাং যথেষ্টাচারের পথে তাহাদিগের মনের গতি হয়, তাহারা আপন আপন ইচ্ছামত চলিতে এবং আহার ব্যবহারাদি

করিতে নিয়ত ইচ্ছা করে, তদনুসারে যে দিকে সুসার দেখে, সেই দিকেই নির্ভর করিতে চাহে, তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, কয়েক বৎসর গত হইল অত্র দেশে এক নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে, তন্মতাবলম্বিদিগের ব্যবহার ও রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, বিচক্ষণেরা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ? আধুনিক ব্রাহ্মেরা হিন্দু বলিয়া সংপূর্ণ অভিমান করিয়া থাকেন, এবং আমরা বেদান্তধর্ম্মী বলিয়াও জানান্, কিন্তু বেদোদিত কোন কর্ম্মই করেন না, সংপূর্ণরূপে বেদবহির্গত মার্গে সতত পাদ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, দেব দেবীর অর্চ্চনা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান, এবং হিন্দু দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন, অথচ হিন্দু বলিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মিদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে কখন কখন প্রস্তুত হন, তাহাতে ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাদির মধ্যে কোনধর্ম্মই তাহাদিগের নিকট প্রশংসনীয় হয় না, কেবল আপনাদিগের কল্পিত মতকেই সর্ব্বোত্তম মত বলিয়া তাহার প্রশংসাই নিয়ত করিয়া থাকেন, যখন ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে বিচারে নিরস্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন সংপূর্ণ হিন্দুশাস্ত্র ও মহাম্মদীয়ান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি নির্ভর করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন্, যখন মহাম্মদীয়ান্ দিগকে তিরস্কার করিতে চাহেন, তখন হিন্দুশাস্ত্র ও বাইবেলশাস্ত্রের উপর এক নির্ভর করেন, এবং যখন প্রাচীনহিন্দু দিগকে তিরস্কার করিবার বাসনা হয়, তখন খ্রীষ্টিয়ান্দিগের মতাবলম্বন করতঃ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি হিন্দুদিগকে

পৌত্তলিক বলিয়া এবং শাস্ত্রকার ঋষিদিগকে এককালীন্ নির্ব্বোধ বলিয়া সকল শাস্ত্রের উপরেই কল্পিছাকাবাদ দিয়া থাকেন, ইউরোপাদি দেশ জাত সামান্যকর্ম্মা প্রাকৃত মনুষ্যদিগকেও তখন পণ্ডিত বিদ্বান্ বলিয়া প্রশংসা করেন, যখন ইচ্ছামত পান ভোজনাদি করিতে বাসনা হয়, তখন এককালেই পরম ব্রহ্মজ্ঞানী বেদান্তাবলম্বি পরমহংসদিগের ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া, সর্ব্বজাতীয় অন্নাদনে রসনার পরিতৃপ্তি জন্মাইয়া থাকেন। অতএব মিশনরি ভ্রাতারা এদেশে যতই চতুরতা করুন্ না কেন, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মমতাবলম্বিদিগের তুল্য এদেশে হিন্দুনামধারী যাহাদিগকে দেখিবেন, তাহারদিগেরই সহিত কুটুম্বতা করিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা২ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছেন, তাঁহাদিগকে কদাপি ধর্ম্মপদবী হইতে স্খলিত পাদ করিতে পারিবে না। যদি চন্দ্র সূর্য্যাদিও স্বর্গস্থান হইতে ভূমিতলে নিপতিত হয়, পৃথিবীও যদি বিশীর্ণা হইয়া যায়, অগাধ জলনিধির জলও যদি শুষ্ক হয়, তথাপি প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে বিজাতীয় ধার্ম্মীরা স্বমতে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন না, ইহা আমি সংপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সাহসপুর্ব্বক আমুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যে এই দেশ আদি সভ্য, এদেশের শাস্ত্রই প্রকৃত আদি শাস্ত্র, এদেশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মকর্ম্মই যথার্থ ঈশ্বর প্রণীত, ইহাতে বিতৃষ্ণ ব্যক্তিকেই যথার্থ যথেষ্টাচারী বলিতে হইবে।

এক্ষণকার কালে অপরিসমাপ্তক্রিয় অজ্ঞানি বৃন্দেরা, অভিমান মদে মত্ত হইয়া সঙ্গতাসঙ্গত বাক্যের বিচার না করিয়া অসদৃশ সকল কথাই কহিয়া থাকে, অসর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ পামরেরা কথায় কথায় ঈশ্বরকার্য্যের মর্ম্মবোধক হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রায়ের সম্যক্ পরিবেত্তা হইয়াছি এরূপ দম্ভবাক্যে বক্তৃতা প্রায় করিয়া থাকে। যথা ইউরোপীয় বিদ্বান্ দিগের বাক্যানুসারে, আধুনিক ব্রহ্মধর্ম্মাবলম্বি নবযুবকেরা কল্পিত ব্রহ্ম সমাজে বক্তৃতা করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যথা "পরমেশ্বর গ্রহ নক্ষত্রাদি পদার্থের যে প্রকার আকৃতি রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ হইয়াছে। সূর্য্যচন্দ্র ওগ্রহাদি যাবতীয় পদার্থই গোলাকার। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে সকল গ্রহাদির স্পষ্ট আকৃতি দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমুদায়কেই গোলাকার দেখিয়াছেন; এবং তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে ঐ সমস্ত আকাশস্থ পদার্থের উক্ত প্রকার গোলাকৃতি হওয়াই নিতান্ত আবশ্যক। জগদীশ্বর যদি গ্রহাদিকে গোলাকার না করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের গতিক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। গ্রহাদি গোলাকার না হইলে এক্ষণকার ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে স্বস্ব কক্ষোপরিও ভ্রমণ করিতে পারিত না। এবং আপন আপন কক্ষাতেও চলিতে সমর্থ হইত না, সুতরাং তাহাদিগের আহ্নিক ও বার্ষিক উভয়গতিরই ব্যাঘাত জন্মিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত।

বিশেষতঃ গোলাকার না হইলে ঐ সমস্ত লোকে আলোক বিধানেরও অব্যবস্থা ঘটিত। গ্রহাদির ন্যায় গোলপদার্থে যেমন উৎকৃষ্ট রূপে আলোক বিস্তৃত হইতে পারে, চতুষ্কোণাদি অপর আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুতে তদ্রূপ হইতে পারে না।"

এই রূপ আরও কোন বিজাতীয় পণ্ডিত পৃথিবী বিষয় পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যে পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার বস্তু জীবজন্তুব বসতিব পক্ষে যেমন সুখদায়ক ও উপকারক হয়, অপর কোন প্রকার আকারের বস্তু তেমন হইতে পারে না।" উত্তর।—যিনি যত বিষয় লইয়া আলোচনা করুন্ কিন্তু পরমেশ্বর সকল বিষয়েরই মূলাধার, তাঁহার সত্ত্বাকেই সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আধুনিক ব্রাহ্মেরা কেবল বিজাতীয় দিগকেই আচার্য্য জ্ঞান করিয়া নিয়তই তাহাদিগের উৎসিষ্ট বাক্যের আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরকার্য্য দেখিয়া আপন আপন বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা যেরূপ নিগূঢ়াভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পরমেশ্বরকে এক প্রকার সেই সেই কার্য্যের পরবশ বলা হইতেছে, ঈশ্বর সকল কার্য্যের যে কর্ত্তা এবং ঈশ্বরাধীনে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ইহা কোন ক্রমেই তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। কেননা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি গোলাকার না হইলে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্বত্রে আলোক বিধানের ব্যাঘাত হয়, এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কক্ষার উপরি চলিতে পারে না, অন্য প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া জগদীশ্বর আলোক বিধানাদি

করিতে না পারিয়া পরিণামে সুতরাং গোলাকার আকৃতির নিকট পরাভূত হইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই সুবোধদিগের মার্জ্জিত বুদ্ধিতে উপলব্ধি হইযাছে। এইরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিজাতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতের যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মোপসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে পরমেশ্বরের রূপ নামাদিকে অলীক বোধ করিবেন, সে বিচিত্র নহে।

যদিও বিজাতীয় পণ্ডিতেরা দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অতি দুরস্থগ্রহাদির আকৃতিকে গোলাকার দৃষ্টি করিয়াছেন বলেন সে বিচিত্র কি? সহজেই সহজ চক্ষুতেও গোলাকৃতি দৃষ্ট হইতেছে। গোলাকার আকৃতি দেখিয়া যে ঈশ্বর কার্য্যের অভিপ্রায় জানা, সে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের গুণ নহে, তবে এই বলা যাইতে পারে, যে ভগবান্ উক্ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ধরিত্র প্রভৃতিকে গোলাকারে সর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি গোলাকারের বশ নহেন, গোলতা ভিন্ন জ্যোতিঃ পদার্থ হইতে সর্ব্বত্রে আলোক বিধানে অসমর্থ নহেন। তাঁহার ইচ্ছাতে সকলই হইতে পারে, তন্মায়া রচিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী বিষ্ণুমায়ার অকরণীয় কার্য্য কিছু মাত্র নাই। সামান্য জীবের যুক্তিতে যাহা অসঙ্গত বোধ হইতেছে, ভগবন্মায়াতে সে সকলই সঙ্গত আছে, জীবের বুদ্ধিতে ঈশ্বর কার্য্যাভিপ্রায়ের অনুমান হওয়া সুদূর পরাহত, জীবের বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত গিয়া অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর কার্য্যের এক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহাতেই

যে যথার্থ ঈশ্বরাভিপ্রায় স্ফুটীকৃত হয় এমত নহে। শুদ্ধ অর্ব্বাচীন বাচালদিগের বাগাড়ম্বরি মাত্র প্রকাশ পায়, পরমেশ্বর যে কত প্রকার অভিপ্রায়ে এক এক কার্য্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইতেছে, তিনি গোলাকার আকৃতি বিশিষ্ট গ্রহনক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, দেখিয়া বিজাতীয় পণ্ডিতেরা এক এক প্রকার বিজাতীয়া যুক্তি করিয়া আপনাদিগকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত রূপে জানাইতে কামনা করেন। পরমেশ্বর সকলের নিয়ন্তা, কি গোলাকার কি ত্রিকোণাকার, কি কি চতুষ্কোণাকার সকল আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থেই স্বেচ্ছা বশতঃ আলোক বিধানাদি সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি যদি আজ্ঞা করেন, যে সকল বস্তুই চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হউক্, তবে তাহাই হইয়া সুশৃঙ্খলা মত বিশ্বকার্য্যকে সম্পাদিত করিবেক, ঈশ্বর পরতন্ত্র সকল, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই হইবে? সে বিষয়ে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা কি? সামান্য জীবের পক্ষে বটে, যে পদার্থের ক্ষমতার উপর নির্ভর করা, গোলপদার্থ গড়াইয়া যায়, চতুরস্র পদার্থ গড়াইতে পারে না, অগ্নিতে দাহ হয়, অন্নাহারে ক্ষুন্নিবারণ করে। যদি পরমেশ্বর ইহার বিপরীত সৃষ্টি করিতেন, তবে গোলপদার্থও স্থির থাকিত, চতুষ্কোণাকার পদার্থও গড়াইত, অগ্নিও শীতলতা করিত, বিনাহারেও জীব জীবিত থাকিত, পরমেশ্বরের কার্য্য অসম্ভাবনীয়, আমাদিগের যেমন বুদ্ধি,

তেমনি এক২ কার্য্য দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। বটাশ্বর্থ বৃক্ষের ফল অতি ক্ষুদ্র, তদ্দৃষ্টে যুক্তি করা যায়, যে ভগবান এই বিবেচনায়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ফলকে অতি ক্ষুদ্র করিয়াছেন, যে পথিক লোক শ্রান্ত হইয়া বটাশ্বত্থ মূলে উপবিষ্ট হইয়া তচ্ছায়াতে পথশ্রান্তি নিবারণ করে, যদি ঐ মহা বৃহৎ বৃক্ষের ফল সকল বৃহদাকারে করিতেন, তবে ফল পাতে মূলস্থ প্রাণীর প্রাণ বিয়োগের অপেক্ষা থাকিত না, অতএব ইহাদিগের ফলকে অতি ক্ষুদ্র করিযাছেন। বল দেখি এই যুক্তি কোন্‌কার্য্যে লাগে, বিস্মাপনীয় ঈশ্বরকার্য্যের প্রতি কোন তর্ক চলিতে পারে না. যদি অশ্বত্থাদির ফল বৃহদাকার হইত, তবে ফলপাতের আশঙ্কা রাখিতেন না, অথবা ঐ ফল জীবোপরি নিপতন হইত না, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, সকলি করিতে পারেন, সামান্য জীবেরাই এইবৃক্ষাদির ফল দৃষ্টে নিজাভিপ্রায় মত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যে পরমেশ্বর ব্যাঘ্রাদিজীবকে সামিষাহারী, গোমহিষাদিকে তৃণাহারী, মনুষ্যাদিকে অন্নাহারী করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর কি? ইহার বিপরীতাহারী ইহাদিগকে করিতে পারিতেন না, যদি তৃণাহারী মনুষ্যকে অন্নাহারী পশ্বাদিকে করিতেন, তখন আমরা সেই রূপই এই সৃষ্টি বিষয়ের সূক্ষ্ম মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া বক্তৃতা করিতে সক্ষম হইতাম, শোণিত শুক্র সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হইতেছে তদ্দৃষ্টে তদনুকূলাভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতে আমরা সুনিপুণ হইতেছি, যদি তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে সন্তানোৎপত্তির উপায় হইত, তবে সেইরূপই মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে

আমরাও কোন্ পটু না হইতাম? ফলিতার্থ ঈশ্বর বিচিত্র শক্তিমান তাঁহার সৃষ্টিও বিচিত্রা, কার্য্য সকল ও বিচিত্র, এই বিশ্বরাজ্যের মধ্যে তৎসৃষ্ট তৃণাদিজীব পর্য্যন্ত, কোন বস্তুও নিষ্প্রয়োজনীয় নহে, জল স্থল অন্তরীক্ষে যে কত বস্তু কত স্থানে আছে তাহার পরিবেত্তা কে হইয়াছে, এক২ পদার্থের যে কত প্রকার গুণ আছে তাহাই বা সকল কে জানিয়াছে, এক২ বস্তুর এক বা দুই, কি তিনপ্রকার গুণগ্রহ করিয়া কোন২ জন জনসমাজে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন, যে আমরা সম্যক্ পদার্থ তত্ত্ববিৎ হইয়াছি, কিন্তু সেই পদার্থের আরো যে কত শত শত গুণ আছে তাহার সম্যক্ পরিজ্ঞাত কে হইযাছে, না, হইবে?

আমাদিগের এই সৌরজগতের মধ্যস্থানে সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং অন্যান্য পৃথিবীত্যাদি কতিপয় গ্রহ ও উপগ্রহ স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করতঃ তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহাদির মধ্যে সূর্য্য একমাত্র আলোক ও উত্তাপের আধার স্বরূপ হইয়াছেন। সূর্য্য হইতে আমরা যেমন আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছি, সেই রূপ অন্যান্য গ্রহোপগ্রহেরাও উত্তাপ ও আলোক, প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জগতে যত গ্রহ ও উপগ্রহ আছে, সূর্য্য সে সকল হইতে বৃহৎ হয়েন। সূর্য্য হইতে আমরা অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এতন্নিমিত্তই তাহাদিগের কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া তদনুরোধে জগদীশ্বরের তৎতৎকার্য্য সম্পাদন কার হইয়াছে, ইহা বলিয়া পরম কৌশলকারী গ্রহাদি

স্রষ্টা বলিয়া এখন পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতেছি। যদ্যপি সৌরজগতের মধ্যস্থানে সূর্য্য বিদ্যমান না থাকিতেন, এবং গ্রহ ও উপগ্রহাদি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ না করিত, যদি সূর্য্য হইতে আমরা আলোক বা উত্তাপ প্রাপ্ত না হইতাম, সূর্য্য যদি আলোক ও উত্তাপের উৎস হইয়া গ্রহোপগ্রহাদিকে আলোক বা উত্তাপ প্রদান না করিতেন, যদি সৌরজগতের মধ্যে সূর্য্য না থাকিতেন, তবে কি আর আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না? এবং সূর্য্যাভাবে কি আমরা আলোক বা উত্তাপ প্রাপ্ত হইতাম না। পৃথিবীতলে আলোক ও উত্তাপের অভাবে কোন জীব কি উদ্ভিৎ ও থাকিতে পারিত না? সূর্য্য ব্যতীত কি কোন জীবের কি উদ্ভিদের সৃষ্টি হইত না? জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের এই প্রয়োজনীয় সৃষ্টি কার্য্যের যখন প্রচার হইয়াছে তখন অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে সূর্য্যাদি কোন গ্রহ সৃষ্টি না হইলেও পরমেশ্বর অন্য প্রকার সৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বের পরিরক্ষণাদি করিতেন, তিনি তৃণাদিকেও জ্যোতিষ্মান্ অগ্নিকেও শৈত্যবিশিষ্ট, জলেতেও দাহিকা শক্তি প্রদান করিতে পারেন, অতএব নিশ্চয় অবধারণা করি, যে পরমেশ্বর যাহা করেন তাহার উপর অন্যের যুক্তি চলিতে পারে না, এখন আমরা সূর্য্যাদি হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের গোলাকার আকৃতিরপ্রশংসা করিতেছি, যখন সূর্য্যাদি বা সূর্য্যাদিভিন্ন পদার্থ দ্বারা আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইব তখন তাহার প্রশংসা করিতে কোন্ আমরা ক্ষান্ত থাকিব? ইহাতে

সূর্য্যাদিকে দেখিয়া ভগবানের প্রশংসা করায় ফল কি? তিনি সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাকে যে কোন রূপে চিন্তা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি একর্ম্ম করিয়াছেন, বা করেন নাই, এবং একর্ম্ম করিতে পারেন না। তিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি আপনাকে সগুণ ও সরূপ করিতে পারেন, এরূপ ভাবনাকরিয়া বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করা আমাদিগের কোনমতেই বিবেচনা সিদ্ধ হয় না। বরং এরূপ পরিচিন্তা করাও উচিত যে সেই অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ সর্ব্বান্তর্যামী নিখিলাধার বিশ্বব্যাপী, নিরীহ নিরঞ্জন, নির্গুণ, তাঁহার স্বরূপ চিন্তায় জীবের ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাকে আমরা প্রাপ্তহইতে পারিতাম না, একারণ সেই করুণাবরুণালয় বিশ্বপরিপাতা আমাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যুপযোগী পরিচিন্তনীয় রূপবান্ হইয়া পরাৎপর পরম দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল রূপ চিন্তা করিয়া আমরা মোক্ষোপযোগি পরম উকার প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা ভাবনা করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই আমাদিগের পরম কল্যাণের কারণ হয়।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে মহাত্মন্! আপনি সাধন চতুষ্টয়ের কথা আজ্ঞা করিলেন, অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হয় না। সেই সাধনচতুষ্টয় সম্পন্নতার লক্ষণ কি?।

পরম হংসের উত্তর।—অরে জ্ঞানাভিমানিন্!—জীবশরীরস্থিত ইন্দ্রিয় সকল সমস্ত প্রকার অনর্থের মূল, সাধন সম্পন্নে তাহারা এককালে সাধকের বশীভূত হয়, অর্থাৎ তাহারা আর কোন ক্রমে আপন বশে উদ্ধতরূপে বিচরণ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় বশীভূতের লক্ষণ, সৌন্দর্য্য বস্তু দর্শনে চক্ষুর, সুশ্রাব্য শব্দশ্রবণে কর্ণের, সুঘ্রাণঘ্রাণে নাসিকার, সুরসাস্বাদনে রসনার, স্নিগ্ধ দ্রব্য স্পর্শনে ত্বচের, সুখানুভব থাকে না, এবং তদ্বিপরীত, কুরূপাদি বস্তু দর্শনে, উৎকট কুশ্রাব্য ধ্বনি শ্রবণে, দুর্গন্ধাদি ঘ্রাণে, বিরস রসাস্বাদনে খরোষ্ণ তীক্ষ্ণ বস্তু স্পর্শনে চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা চর্ম্মাদির দুঃখ জ্ঞান হয় না, উভয়েতেই সমজ্ঞান হয়, ইহাকেই জিতেন্দ্রিয়তা বলে, নতুবা এককালে ইন্দ্রিয় দ্বারকে বিনষ্ট করাকে ইন্দ্রিয় জয় করা বলে না।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে প্রভো! মনোরাজ্য জয় করার লক্ষণ কি? তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করেন।

পরম হংসের উত্তর।—অরে বৎস! মনোরাজ্যকে জয় করার এই লক্ষণ, যে মন, ভয় ও ক্ষোভ শূন্য হয়। এবং কোন বস্তুতে স্পৃহা বা আশা থাকে না। যথা লাভে তুষ্ট, অর্থাৎ লাভে সন্তুষ্ট, এবং অলাভে অসন্তোষ বা রুষ্ট হয় না অপচয়ে বিষাদ করে না, সর্ব্বতঃপ্রকারে সর্ব্বদাই চিত্ত সন্তোষ কাননে ক্রীড়া করিতে থাকে। কাহার স্তুতি বা নিন্দা করে না, এবং তাহাকেও কেহ স্তুতি করিলে হর্ষ, বা নিন্দা করিলে বিমর্ষ হয় না। কাহাকে গালি বা প্রহারাদি করে না কেহ

তাহাকে গালি দিলে বা প্রহার করিলেও বিষণ্ণতা বা ক্রোধ প্রকাশ করে না, সর্ব্বদা সন্তোষারণ্য চারিণী ক্ষমা স্বরূপা লতাকে সমাশ্রয় করিয়া প্রসন্ন চিত্ত হয়। কেহ ক্রোধের কার্য্য করিলেও তাহার প্রতি ক্রোধ করে না, এবং অমর্ষ বশতাপন্নহইয়া তাহার প্রতিফল দিবারও চেষ্টা করেনা, শীত গ্রীষ্ম বাত বৃষ্ট্যাদি সহ্য করিতে যে ক্লেশ হয়, সে ক্লেশে অবসন্ন হয় না, নিয়ত তিতিক্ষা লতাকে অবলম্বন করিয়া সন্তোষ বিপিন মধ্যে নিশ্চল স্থাণুবৎ অবস্থিত হয়, অর্থাৎ কোন দুঃখানুভব বা সুখানুভব থাকে না, সর্ব্বদা সমচিত্ত হয়। স্বজন বা পরজন এরূপ মনুষ্যে ভেদ জ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি সমদৃষ্টি হয় অর্থাৎ সকলকেই আত্ম তুল্য বোধ করে। স্বর্গ ও নরক অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখ ও দুঃখের অনিত্যতা দৃষ্টে তাহাতে শ্রদ্ধা বা বিরক্ত উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক মুক্তিমাত্রকেই সম্পূর্ণ রূপে ইচ্ছা করিয়া থাকে।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—যদি কাম, ক্রোধ ঈর্ষা অসূয়া, লোভ, মোহাদি দেহের স্বভাব সিদ্ধ হয়, এবং তাহাদিগকেই যদি মানস মল রূপে ধৃত করা গেল, তবে তাহাদিগের নাশ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?।

পরম হংসের উত্তর।—অরে বৎস! কাম ক্রোধাদি স্বভাব সিদ্ধ বটে, তাহা দিগকে এক কালে বিনাশ করিতে হইবে এমন কথা আমি কহি নাই, কেননা তাহা দিগের আধারকে বিনষ্ট না করিলে কামাদির বিনাশ হইতে পারে না, সুতরাং আধার বিনষ্ট করিলে দেহভ্রংশন হইয়া যায়। এই মানসমল

নাশের কথা পারিভাষিক নাশ মাত্র; অর্থাৎ তাহাতে লিপ্ত না হওয়া, এক কালে যে বিনাশ করিবে এরূপ তাৎপর্য্য নহে, যথা "যুক্তকর্ম্ম ফলত্যাগী সযোগী পরিকীর্ত্তিতঃ।" ইত্যাদি ন্যায়ে তাহাতে সংযুক্ত থাকিয়া বিযুক্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন আছে, অর্থাৎ অব্যক্তরূপে অধিষ্ঠিত থাকে, কেবল গুণানুসারে কোন কোন কারণ বশে কখন কখন উদয় হইয়া মনকে অত্যন্ত ব্যস্তকরে, অর্থাৎ মন তাহাদিগের অনুগত হইয়া নানা বিধ অনার্য্য কর্ম্ম করিতে বেগবান্ হয়। যাহাতে তাহারা মনের বশীভূত হয় এবং মন তাহাদিগের বশে না যায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। যখন মন ঐ সকল বৃত্তির বশীভূত হয়, তখনি তত্তৎ বৃত্তিকে মনের মলা বলিয়া উক্ত করা যায়।—একারণ যোগী পুরুষেরা মনকে পরিশুদ্ধ পথের পথিক করিবার নিমিত্ত, যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। সাধনার অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, অনায়াসে কামাদি বৃত্তিকে উদ্দীপ্ত হইতে দেয়না, অর্থাৎ সাধনা দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ হিংসা অসূয়া ঈর্ষা দম্ভ মোহাদির উদ্দীপনের নিবারণ হইবার সম্যক সম্ভাবনা আছে। এতদ্ভিন্ন সৎচিত্ত বৃত্তি সকলকে পরিচারিত করিতে পারিলেও যদি প্রারব্ধের বেগবশতঃ কাহার সম্বন্ধে কাম ক্রোধ দম্ভদ্বেষাদি কখন উদয় হয় কিন্তু বিষদন্তবিহীন সর্পের ন্যায় তাহাদিগের গর্জ্জন মাত্র সার, ফলে সাধকের সম্যক্রূপে বা কিঞ্চিৎ মাত্রও অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে না। অতএব এই মীমংসা হইয়াছে, যে ইন্দ্রিয়াদিকে স্বস্বস্থানস্থ রাখিয়া

তাহাদিগকে অসৎপথে যাইতে না দেওয়ার নাম মনের মল নাশন হয়।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে স্বামিন্! আপনার আজ্ঞামত উপলব্ধি হইতেছে, যে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধকরা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না। অতএব চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস গমনের অপেক্ষা করিল। কেননা কিছুং কাম ক্রোধাদির উদ্দীপন, ও কিঞ্চিৎ রূপে বিষয়াসক্তি বর্তীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুদুষ্কর হয়॥

পরম হংসের উত্তর।—অরে জ্ঞানাভিমানিন্! তোমার উপলব্ধি হয় নাই, আমার বাক্যের এরূপ তাৎপর্য্য নহে। গৃহাশ্রমে অধিবাস না করিলে অরণ্যবাসে পরিপক্করূপে চিত্ত শুদ্ধিহওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা কি পুরাণ কি তন্ত্র কি ইতিহাস কি ধর্ম্মসংহিতা কি বেদ, সর্ব্বশাস্ত্রেই গৃহে থাকিয়া চিত্ত-শুদ্ধি করিতে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যতা বিষয়ক সর্ব্বশাস্ত্রেই এই বিধান দৃষ্ট হইতেছে, যে প্রথমতঃ গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্যগৃহে বাসকরতঃ বেদাধ্যয়ন এবং সাধনার ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তত্তদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া অনন্তর যাহার গৃহস্থ হইবার বাসনা জন্মে সে দার পরিগ্রহেগার্হপত্য করিবে, যাহার গুরুকুলেই বৈরাগ্যোদয় হয়, সে দারাদি গ্রহণ না করিয়া মোক্ষার্থী হইয়া বনে গমন করিবেক।

অতএব বনে গমন করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়না যে হেতু তথায় চিত্ত বিক্ষেপের বিষয় না থাকা প্রযুক্ত জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা হয়না, ইন্দ্রিয় বেগোৎপাদক বিষয় সত্বে চিত্ত অক্ষুব্ধ

হইলেই জিতেন্দ্রিয়তার যথার্থ পরীক্ষা হয়। বিশেষতঃ তুমি নিশ্চয় অবধারণা করিহ, বিষয়াসক্তজনের নির্জ্জন বনস্থানে বাস করিবার প্রবৃত্তি হইবার বিষয় কি? অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয় সঙ্গ থাকে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিষয় লালসা আছে, তাহারা কখনই নির্জ্জন বনে বাস করিতে ইচ্ছা করে না। সংসারাশ্রমি-ব্যক্তির সংসার সমুদ্রে বিষয় স্বরূপ এক এক প্রবল তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে নৌকার স্বরূপ মন নিরন্তর দোলায়মান হইতে থাকে, তাহাতে বৈরাগ্য স্বরূপ কর্ণ অর্থাৎ হালি দ্বারা সুস্থির করতঃ সেই সকল দুরন্ত তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলে, বিশ্বাস স্বরূপ কীলকে নৌকাবন্ধনে তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে। অরেবৎস।—তুমি যে সাংসারিক লোকের কিঞ্চিৎ বিষয়াসক্তি কিঞ্চৎ২ কাম ক্রোধ লোভ মোহ, দম্ভ অভিমান ঈর্ষাসুয়া রাগ দ্বেষাদি থাকা প্রয়োজনীয় বোধ করিয়াছে, ইহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি আরও ইহার এক লৌকীক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

যদি কোন আপনার অধীনব্যক্তি বিশেষ কোন অপরাধকরে, তবে তাহাকে মনোজ্ঞ প্রিয়বাক্যে শাসন করিলে কি সে শাসিত হয় না?। তাহার প্রতি ক্রোধিত হইয়া শাসন করিতে গেলে অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ "ক্রোধনোহশুচিঃ সদেত্যাদি,, ক্রোধিব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় না। ইহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, আদৌ ক্রোধাবিষ্ট হইলে ব্যক্তিমাত্রেরই শোণিতের উষ্ণতা হয়, ত-

জন্য কর পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা জন্মে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও সর্ব্ব রোমবিবরে রক্তোদ্গম হয়, কর্ণ কুহর দ্বারা জ্বালা নির্গত হয়, চিত্ত ভ্রান্তি জন্মে, মন অতি চঞ্চল হয়, বাক্যের বিক্রিয়া জন্মে এক কথা কহিতে আর কথার উপস্থিত করে, ক্রোধের পরবশতা প্রযুক্ত অসংবদ্ধ কুৎসিত বাক্যের ও প্রয়োগ করিয়া থাকে, এবং এতদধিক দণ্ডপারুষ্যও উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মারিপীট করিয়া থাকে, অতএব ক্রোধাবিষ্ট শাসনকারির শারীরিক বিস্তর অনিষ্ট সম্ভবে, এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে বিশেষ অসভ্যতা প্রকাশ পায়, মনের শান্তভাবের অভাবে অনেক প্রকার ক্লেশ জন্মে, এতদ্ব্যতিরিক্ত শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণেও অধিক দুঃখ উপস্থিত হইয়া স্নেহের খর্ব্বতা হয়, আর কোন প্রকারে সৌজন্য রাখিবার নিমিত্ত সে চেষ্টা করে না, আপনি দোষী, ইহা জানিয়াও আর স্বদোষ অঙ্গীকার করিতে চাহে না, বরং শাস্তিদ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার নিমিত্তই প্রত্যাশা করে। অতএব সাম পুর্ব্বক শাসনে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অশান্ত ব্যক্তির সে ফল লাভ হয় না। সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহা অনুশাসন করিয়াছেন যে কোন সময়ে অবস্থা বিশেষে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ হয়, বা কার্য্য বিশেষে প্রকাশের আবশ্যক হয়, তবে অন্তরে রাগদ্বেষ কি ক্রোধের উদ্দীপন নিবারণ করিয়া ক্রোধাসক্ততার ন্যায় চিহ্ন মাত্র বাহিরে প্রকাশ করিবে, ফলে তাহাতে অনাসক্ত হইবে, যথা "এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতং ইতি। এই সকল উপদেশ বশিষ্ঠ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে অনেক কহিয়াছেন। তাহা

যোগবাশিষ্ঠে প্রমাণ আছে। যথা "কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ইত্যাদি" বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে কহিয়াছেন, যে হে রাম! তুমি সংসারোচিত সকল কর্ম্ম করহ, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু অন্তরে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিহ। এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করহ। অতএব ইন্দ্রিয় সত্বে ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অনাসক্ত হইয়া সংসারে থাকিয়া ও সংসারোচিত কর্ম্ম করিলেও মানস মলাপকর্ষণ হয়। নচেৎ এককালে সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিনাশ করিবার সম্ভাবনা কি?।

এবং জগৎপিতা ব্রহ্মাও প্রিয়পৌত্র প্রিয়ব্রত রাজাকে বনগমনে নিবৃত্ত করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। হে প্রিয়ব্রত! সমস্ত রিপুসমন্বিত শরীর লইয়া তোমার বনগমনের ফল কি? তাহাতে তোমার ইষ্ট লাভ কি হইবে? বরং সংসারে থাকিয়া রিপুগণকে পরাজিত করিয়া নিরভিমানে রাজ্য রক্ষা করা তোমার শ্রেয়ঃ কল্প হয়। অপর, মহাদেবও আপনার জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা জন্য গিরিরাজ তুহিনাচলের প্রার্থনানুসারে শৈলজার পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অরে বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি যাহা কহিতেছ ইহা সত্য বলিয়া মান্য করা যাইত যদি জিতেন্দ্রিয় সংসারী না থাকিত। কোন বিষয়ের বাসনা মনে না হইলে, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং বিনা উদ্যোগেও সাংসারিক কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, একথা সত্য বটে, কিন্তু মানস বিকারশূন্য শান্তভাবে সাংসারিক তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে,

লোক যাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। বিষয়ের সংসর্গে থাকিয়াও মৎস্যবৎ নির্লিপ্ত হইবে। অর্থাৎ পঙ্কস্থিত বানিমৎস্য পঙ্কেই থাকে, কিন্তু তাহার গাত্রে পঙ্কলিপ্ত হয় না, অতএব সংসারে থাকিয়া সংসার ধর্ম্মে নির্লিপ্ত হওয়ার অসম্ভব কি? এবং শাস্ত্রসিদ্ধ জনক রাজাও রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বহু যজ্ঞেও দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত ছিলেন না। তাহাতে শ্লোক আছে, যে কালে শুকদেব যোগ শিক্ষা করিতে জনকের নিকট গমন করেন, তখন তাঁহাকে রাজ কার্য্য করিতে দেখিয়া শুকদেবের মনে সংশয় হইয়াছিল, যে ইনি সংসার বিষয়ে বিলক্ষণ আসক্ত, ইহাঁর নিকট যোগের উপদেশ কি লইব, শুকদেবের এই অন্তঃস্থভাব বুঝিয়া আপনার সংসারে নির্লিপ্ততা জানাইবার নিমিত্ত,এক দিবস জলদঅগ্নিকুণ্ডে এক পদ নিঃক্ষেপ করতঃ তদ্ভিন্ন নবযুবতী স্ত্রীর উত্তুঙ্গ কুচকলসোপরি এক হস্ত সমর্পণ করিয়া সভাসৎগণের সহিত তত্ত্বকথানুশীলন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে শুকদেবের চিত্তস্থ সম্যক শ্রান্তির শান্তি হইয়া গেল, যেহেতু মহর্ষি জনকের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ পাদ জন্য বিষণ্ণতা বা কামিনীর কমনীয় কুচ স্পর্শন জন্য কামরসের উদ্দীপন নাই, উভয়েই নির্লিপ্ত সমান ভাবেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, অতএব সংসারে থাকিলেই যে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ না হয় এমত নহে। সুতরাং আসক্তি হীন হইয়া যথাকালে যৎকর্ত্তব্য, তাহা করিলেই লৌকিক ধর্ম্মরক্ষা পায়, অতএব সংসারে থাকিয়া মানস মলাপকর্ষণ না

হইবে কেন? সকলেই বিদিত আছেন, যে দিবা রাত্রির ন্যায় সুখ দুঃখের প্রবাহ ক্রমশঃ বহিতেছে, অতএব বিনা যত্নে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই রূপ সময়ানুসারে সুখও সমুপস্থিত হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত লাভালাভ বিষয়ে হর্ষ বিষাদিত হওয়ার বিষয় কি? সুতরাং অনিশ্চিত বিষয়ের লালসায় চিত্তকে চাঞ্চল্য করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কথন।

বিপ্রাণা মিতরেষাঞ্চ বর্ণানা মিতবেকলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবিসর্ব্বেষা মধিকারিতা॥

কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্রাদি ইতর জাতি কলিযুগে সকলেরই গৃহস্থাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রমে অধিকার আছে।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎসংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি॥
তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যোজায়তে যদা।
তদাসর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রয়েৎ॥

জন্মিবামাত্রেই গৃহস্থ হয়, সংস্কারানন্তর আশ্রমী হয়, অতএব যথাবিধি গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানই প্রথম করিবে, গৃহে থাকিয়া যখন তত্ত্বজ্ঞানে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে তখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমকে সমাশ্রয় করিবেক। বেদেও কহিয়াছেন "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া যে দিন বিরক্ত হইবে, সেই দিনই

পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম করিবেক। অতএব কলিযুগে গৃহস্থ ধর্ম্ম জানিয়া চলিলে আর কোন ধর্ম্মের প্রয়াস পাইতে হয় না।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদাল্যে ধনদারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রভজেৎসুধীঃ॥

বাল্যাবস্থাতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে, যৌবনাবস্থাতে বিবাহ করিয়া ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্ হইবে, প্রৌঢ়াবস্থাতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে কেবল ভগবানের ভজনাতেই নিবিষ্ট চেতা হইবেক। এইরূপে গৃহস্থ ব্যক্তি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় লোককেই জিত হইয়া যায়।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চ যৌবনান্বিতাং।
শিশুঞ্চতনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥

বৃদ্ধা মাতা ও বৃদ্ধ পিতাকে, ও যুবতি ভার্য্যাকে, ও শিশু সন্তানকে, পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রম অর্থাৎ পরমহংসাশ্রমে গমন করিবেক না।

গতবারের শেষ।

শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

দ্বারো পরিতথা রেখা ছত্রাকারা সুশোভনা।
শ্রীধরস্তু তথাদেব শিচ্ছিতো বনমালয়া॥ ৫॥ ইতি

দ্বারের উপরি ভাগে রেখাচিহ্ন, সম্যক গোলাকার না হইয়া, ছত্রাকার গঠন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ চেপ্‌টা গঠন, চক্রদ্বয় বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ, বনমালাতে চিহ্নিত, ইহার ও নাম শ্রীধর। কেহবা ছত্রাকারের স্থলে পুষ্টাকার বলিয়া উক্ত করেন, সুতরাং ছত্রাকার হইলেও শ্রীধর, পুষ্টাকার হইলেও শ্রীধর মূর্ত্তি হইবে॥ ৫॥

অথ হৃষীকেশ চক্র।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দ্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ ॥ ২ ॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ চক্রদ্বয় বিশিষ্ট হৃষীকেশ মূর্ত্তি হয়েন ॥ ১ ॥

শূকরস্য নিভাকার যস্য কেশাঃ সবর্চ্চসঃ।
কর্ণৈকদৃশ্যতে যস্য হৃষীকেশঃ সউচ্যতে ॥ ২ ॥ ইতি
বৈং সং।

শূকরের গ্রীবারকেশর ন্যায় যাহার পার্শ্বে কেশর দর্শন হয়, এবং তৎকর্ণের ন্যায় এককর্ণ চিহ্ন দৃশ্য হয়, আর শ্যামবর্ণ দ্বিচক্র বিশিষ্ট হয়, ইহারও নাম হৃষীকেশ চক্র ॥ ২

অথ পদ্মনাভ মূর্ত্তি।

আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং সৎকৃতং পদ্মসংযুতং।
তুলস্যা পূজয়েন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১ ॥ ইতি
ব্রাহ্মে।

আরক্তবর্ণ পদ্মনাভাখ্য চক্র হয়, দুইচক্র পদ্মচিহ্ন সংযুক্ত, ইহাকে নিত্য তুলসী দ্বারা পূজা করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনাঢ্যতর হয় ॥ ১ ॥

নিষ্কেশর দ্বিচক্রস্তু, অর্দ্ধচক্রঃ সকেশরঃ।
পদ্মনাভ ইতি প্রোক্তো বিপরীতো হলাযুধঃ ॥ ২ ॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে।

দ্বিচক্র কিন্তু কেশর রহিত, অথবা অর্দ্ধচক্র বিশিষ্ট কিন্তু কেশর সংযুক্ত আরক্তবর্ণ হয়, এচক্রও পদ্মনাভ বলিয়া উক্ত ॥ ২ ॥ বিপরীত ক্রমে হলাযুধ চিহ্ন। অর্থাৎ দক্ষিণ বামে বলরাম মূর্ত্তির চিহ্নের বিপরীত চিহ্ন। অর্থাৎ বলরাম ও পদ্মনাভ একি হয় কেবল চিহ্ন বিপর্য্যয় নিমিত্ত বলরাম ও পদ্মনাভ বলা যায় ॥ ২ ॥

এই পদ্মনাভ মূর্ত্তি অনেক বর্ণ ও অনেক চক্র, অনেক চিহ্ন বিশিষ্ট আছে সে সকলের লক্ষণ উক্ত করিলাম না, যেহেতু তাহাদিগের অর্চ্চনায় নিত্য দুঃখ প্রাপ্তি হয় ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব..... ১৲
বেদান্ত পরিভাষা..... ৸৹
বৈধবাধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড..... ।৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... ।৹
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার..... ১৷৷৹
দ্বৈধভঞ্জিকা..... /৹
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড..... /৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... /৹
নিত্যকর্ম্ম..... /৹
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৮৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য..... ৬ছয়তঙ্কা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

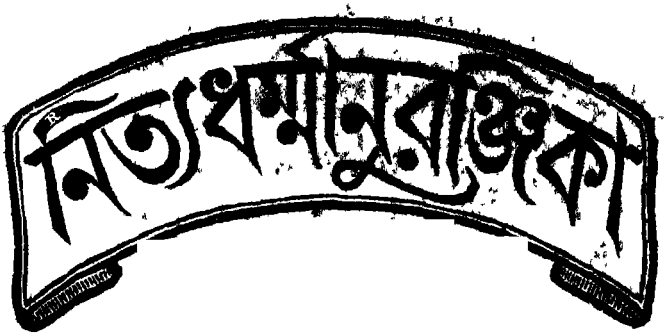

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪০ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩২ শ্রাবণ।

অভিনব ব্রাহ্মবিবাহের সূত্রপাত।

এই কলিকাতা মহানগরী মধ্যে যে কত প্রকার কাণ্ড হইতেছে তাহার পরিসীমা করা যায় না। এক এক জন এক এক প্রকার অদৃষ্টাশ্রুত বিষয়ীভূত প্রকাণ্ড কার্য্যের সম্পাদক হইয়া সর্ব্ব লোকের নিকট সাতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি

লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বে ৺মৃত রামমোহন রায় মহাশয় ব্রহ্মসভা সংস্থাপন করিয়া কিয়দ্দিন যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত থাকিয়া, পশ্চাৎ কৃতকর্ম্ম ফলে ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কুহকদেশে অর্থাৎ ফ্রান্সদেশে কলেবরোপন্যাস করতঃ ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অদ্যাপি ও সর্ব্ব লোক সমাজে তাঁহার নাম ও অতুল্যা কীর্ত্তির ঘোষণা হইয়া থাকে। তৎকালবর্ত্তী বা কিঞ্চিৎকালান্তর্ব্বর্ত্তী সবলোট বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পক্ষীরদল সংস্থাপনকরতঃ যশস্বীরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এবং মৃত ভবানীচরণ দত্ত ও ৺মৃত রাধামোহন সেন প্রভৃতি কয়েক জন সবলোটী দলাধ্যক্ষ্য হইয়া প্রকৃত যশঃশালী হইয়াছিলেন। সংপ্রতি কয়েক বৎসর হইল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিষয়ক এক অদ্ভুত ব্যাপারে সংলগ্ন হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এবং দেশে ও বিদেশে মহা পণ্ডিত রূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার এক অদ্ভুত ব্রাহ্ম বিবাহের সূত্র পাত করিয়াছেন, তাহাতে যে অতুল্য যশোলাভ করিবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। এবং সংপূর্ণ উৎসাহের সহিত এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে স্বকৃত ব্রাহ্ম বিবাহের পদ্ধতি লিখিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই পদ্ধতি খানির অভিপ্রায় লিখিয়া আমাদিগের পাঠক মহাশয়দিগকে বিদিত করিতেছি। যথা

"গত ১২ শুক্রবার ব্রহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ অতি সমারোহ পুর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্র পাত হইল। বিবাহ সভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুইশত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথা বিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যে রূপ পদ্ধতিক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে, অবিকল তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল। কন্যাযাত্র, বর ও বরযাত্র সকল আসিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পর রাত্রি দশ ঘণ্টার পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পবিত্র হৃদয়ে সম্প্রদান শালায় আসনে উপবেশন পুর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল বাচন করিলেন।

যথা।

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ৩। ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যা সম্প্রদানকর্ম্মণি ইত্যাদি ওঁঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁঋদ্ধতাং ৩ ওঁ কর্ত্তবেঽস্মিন্নিত্যাদি ওঁ স্বস্তিভবন্তোধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ৩।

পরে অর্ঘ্য লইয়া ওঁ অর্ঘ্যং ৩ প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি। সম্প্রদাতা ওঁ মধুপর্কো। মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগ্রহ্যতাং। জামাতা ওঁ মধুপর্ক প্রতি গৃহ্লামি। সম্প্রদাতা, ওঁ অঙ্গুবীয়ং, ৩ প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা,

ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্নামি। পরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলেন। এইরূপে যথা নিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর স্ত্রীআচার করিবার জন্য পাত্রকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর পাত্র আসিয়া আসনে উপবেশন করিলে এবং কন্যাকে আনয়ন করিয়া তৎসম্মুখে বসাইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ব্রহ্মবিষয়ক একটী সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল। জনকোলাহল আর কিছুমাত্র রহিল না। কেবল ব্রহ্মনামের মঙ্গল ধ্বনি উঠিতে লাগিল॥

ওঁ তৎ সৎ।

"ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমা বিবেশ।
ইত্যাদি কয়েকটী শ্রুতিপাঠ সকলেই করিলেন।"

অনন্তর বঙ্গভাষায় ক্ষণমাত্র ব্রহ্মসভায় যে রূপ বক্তৃতা হইয়া থাকে সেইরূপ বক্তৃতা হইল অর্থাৎ তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবলবরণীয়, তুমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ইত্যাদি পরে ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে পর সম্প্রদাতা পাত্র কন্যার দক্ষিণহস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া "ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দাস্যামি" ইহা বলিয়া পাত্রের হস্তে সমর্পন করিলেন। পাত্র ও ইমাং গৃহ্নামি" ইহা বলিলেন। সম্প্রদাতা ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণেমাসি কর্কটরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণেপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

ঈশ্বর প্রীতিকামঃ, ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য রামসুন্দর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ আঙ্গিরস ইত্যাদি প্রবরস্য কাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়। ভরদ্বাজগোত্রস্য ভারদ্বাজ ইত্যাদি প্রবরস্য শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়। ভরদ্বাজগোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেব শর্ম্মণে বরায়। শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং। ইত্যাদি দ্বারিকা নাথস্য পৌত্রীং শ্রীদেবেন্দ্রনাথস্য পুত্রীং। শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রীমতি সুকুমারী দেবীং। ইহা তিনবার উচ্চারণ করিয়া। এনাং কন্যাং সালঙ্কৃতাং অবোগিনীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে জামাতা স্বস্তি বলিলেন।

পরে সম্প্রদাতা তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণেপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমং কাঞ্চনং ভরদ্বাজগোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে। ইহা বলিয়া জামাতৃ হস্তে সমর্পণ করিলেন। জামাতা স্বস্তি বলিলেন। পরে কন্যা পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতৃ দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে উপবেশন করাইয়া দম্পতীর বস্ত্রদ্বয়ে গ্রন্থি বন্ধন করতঃ পুনর্ব্বার কন্যাকে জামাতৃ বাম পার্শ্বে বসাইলেন। পরে

উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দম্পতীকে এই উপদেশ করিলেন। অদ্য মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এতদিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এককী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ জনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমারা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইবে। ইত্যাদি বহুবিধ বাগ্বিন্যাস পূর্ব্বক ইউরোপীয় আচার্য্যেরা যে রূপ গির্জ্জাতে তাহাদিগের বিবাহ কার্য্যে বর কন্যাকে উপদেশ করেন, অবিকল সেই রূপ নানা প্রকার উপদেশ করা হইল। "অনন্তর দম্পতী তদ্‌গত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, এবং সভাস্থ লোকদিগকে মাল্য চন্দনাদি দেওয়া হইল। কুশণ্ডিকা প্রভৃতি বৈবাহিকী ক্রিয়াদি কিছুমাত্র করা হইলনা।

হা কাল! তুমিই ধন্য? শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আত্ম কন্যার এই বিবাহ যে কোন মতে দেওয়া হইল ইহা আমরা কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। অর্থাৎ বেদমতেই যে নির্ব্বাহ হইল তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না, যেহেতু বাইবেলমতের অনুযায়ী বর কন্যাকে কেবল স্বীকৃত করাইয়া উপদেশ করা হইয়াছে। বেদোদিত মন্ত্রে বহ্নিস্থাপন করিয়া প্রাজাপত্যাহুতি প্রদানে বহ্নিসাক্ষী করিয়া সম্প্রদান করা হয় নাই, এবং লাজহোমে

কন্যাকে লজ্জান্বিতা, ও আঁইয়ত্বহোমে আইয়ত্ব প্রদান, আর সপ্তপদী গমনে পাতিব্রত্য প্রদান করা হয় নাই। তবে ইউরোপাদি দেশজাত পাদরিদিগের মতেই যে কন্যা সম্প্রদান করা হইল ইহাও নিশ্চয় অবধারণা করা যায় না, যেহেতু হিন্দুদিগের মতে স্বস্তিবাচন, ও মাসপক্ষ তিথির উল্লেখ করিয়া সংকল্প করা হইয়াছে, এবং বরকন্যার গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করিয়া সম্প্রদান, ও হিন্দুদিগের মত ব্যবহারে স্ত্রী আচার, ও বস্ত্রাচ্ছাদন ও পরস্পরাবলোকনওগ্রন্থিবন্ধন করা হইয়াছে, ইউরোপীয়ানেরা এরূপ ব্যবহার করেননা, সুতরাং এমতেও কন্যাদান করা হয় নাই। এবং বেদোক্ত ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব, আসুর রাক্ষস পৈশাচ এই অষ্ট প্রকার বিবাহের যে লক্ষণানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার কোন অংশেই মিলন হয় না, সুতরাং এবিবাহের যে কি নাম তাহা বলিতে কেহই পারেন না, কেবল আধুনিক ব্রাহ্মগণেরাই ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া মহা গোলযোগ করিতেছেন এইমাত্র, এই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপক ৺ রামমোহন রায় মহাশয় তাঁহার পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্রাদির এরূপ ব্রাহ্মবিবাহ দেন নাই। এবং সংপ্রদাতার পিতা পিতামহের এবং তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতাদিগেরও এরূপ বিবাহ হয় নাই, সকলেই হিন্দুদিগের প্রাচীন ব্রাহ্মাদি মতে বিবাহ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মবিবাহের সহিত এ ব্রাহ্মবিবাহে কোন সম্পর্কই নাই চিরকাল প্রচারিত আছে, যে ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য বিধানে বিবাহ হইয়া থাকে। বেদাচার্য্য ভবদে-

বাদি পণ্ডিতগণের প্রণীত তাহার পদ্ধতি শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্প্রতি অভিনব ভবদেবরূপী জন্মগ্রহণ করিয়া এই অভিনব ব্রাহ্মবিবাহের পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। কেবলপদ্ধতি করিয়াছেন এমতও নহে,স্বয়ং পৌরহিত্য করিয়া পরিণয়কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়াছেন। যদ্রূপ ইউরোপীয় উপাচার্য্য পাদরিসাহেবেরা ইউরোপীয়দিগের পৌরহিত্য করেন, বেদান্তবাগীশও সেইরূপ পৌরহিত্য করিয়াছেন।

অপর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমতে অবলম্বন করিয়াছেন, এই অবিহিত কৃত্রিম বাক্যে কন্যা সম্প্রদান করাতে তাঁহার সেই ব্রাহ্মমতের বিলক্ষণ খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। যখন ঈশ্বর প্রীতি কামনায় সংকল্প করিয়াছেন,তখন পরমেশ্বরকে সগুণ বলাই হইয়াছে, যে হেতু নির্গুণের প্রীতি এবং অপ্রীতি নাই। আর তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মে যেখানে স্থানের নিয়ম নাই, সময়ের নিয়ম নাই, ক্ষণের নিয়ম নাই, জাতির নিয়ম নাই, সেখানে মাস পক্ষ তিথি রাশির উল্লেখের ও কৌলিন্য মর্য্যাদান্বিত ব্রাহ্মণ সন্তান বর পাত্রের আবশ্যক কেন হইল, যে কোন ব্রাহ্মকে আনিয়া আমার কন্যা তোমাকে দিলাম বলিলেই হইত, তাহাতে পরস্পর কন্যার গোত্র প্রবর উল্লেখ করাতে পূর্ব্বানুরূপ প্রচলিত বিবাহ বাক্যের কিঞ্চিৎ অংশ পাঠ করা হইয়াছে, ইহাতে তাহাদিগের আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে দোষস্পর্শ হইয়াছে কি না ? ইহা বিবেচনা করিলেই হয়, এবং গ্রন্থিবন্ধন করাও এ ধর্ম্মে অবিহিত, আর ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও যখন স্ত্রীআচারের অধীনতা স্বীকার

করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের তিরস্কার করার আর কি অপেক্ষা রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই উচিত ছিল যে এক জন ব্রাহ্মকে ব্রহ্মসভায় আনিয়া স্বীয় কন্যাকে ব্রহ্মসভায় লইয়াগিয়া অমনি হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া, নচেৎ যথার্থ প্রাচীন হিন্দুদিগের মত মহা বাক্য প্রয়োগ ও স্বস্তিবাচন ও স্ত্রীআচার এবং গ্রন্থিবন্ধনাদি করিয়া কন্যাসম্প্রদান করায় ব্রাহ্মদিগের স্বমত ভ্রংশন অবশ্যই হইতেপারে? বিশেষতঃ সভোপবিষ্ট হইয়া যখন পরমেশ্বরের স্তবকরেন, তখন ইহাই কহিয়াছিলেন,"তুমিই সকলের স্থান, তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা,, অতএব বক্তব্য এই যে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলাতেই তাঁহাকে সগুণ মান্য করা হইয়াছে, ইহাতেও কি তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের মত খণ্ডন হইল না? এবং যখন "ব্রহ্মনামেবধ্বনি উঠিতে লাগিল,, কহিয়াছেন, তখন অনাম অরূপ বলিয়া যে ব্রহ্মকে মান্য করেন তাহাতে সেই পরব্রহ্মের নাম কল্পনা করা হইল, এবং নাম কল্পনাতেই তাঁহাকে সগুণ মান্য করা হইয়াছে কি না? সুতরাং তাঁহাদিগের স্ববাক্যপ্রমাণেই নব্যব্রাহ্মমত খণ্ডন হইয়াগেল কি না? ইহা বিবেচনা করুন্ এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলীক বাক্যে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেসকল কথা সগুণব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্মে কখন সম্ভবেনা অর্থাৎ যাহার প্রসন্নাপ্রসন্ন নাই, সন্তোষ বা অসন্তোষ নাই, যাঁহার প্রীতি ও অপ্রীতি নাই, যিনি কাহাকে কিছু প্রদান বা কাহার কিছু হানি করেন না। তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন "তুমি আমাদের উপর করুণা

বারিবর্ষণ করিতেছ? ও বিবিধ উপায় বিধান্ করিতেছ,, তুমি মঙ্গলদাতা, তুমি আমাদিগকে অটল উৎসাহপ্রদান কর, তুমি আমাদের বল বুদ্ধি প্রেরণ কর। ,, ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিলক্ষণরূপে সগুণত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে, যে হেতু এ সমুদায় প্রার্থনাই সগুণের সন্নিধানে সম্ভব হয়, বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে তাঁহাদিগের আধুনিক কল্পিত ব্রহ্মজ্ঞানীমতের বিশেষ খণ্ডন হইয়াছে কি না? যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান, সমস্ত শুভাশুভপ্রদ বলিয়া ঈশ্বরকে মান্য করিবে, সেও কি আবার নির্গুণোপাসক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে? যে হেতু শক্তি শক্তিমান অর্থাৎ মায়া ও মায়ী কহিলেই দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় ,, যথা শ্বেতাশ্বর শ্রুতিঃ। " মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরং,, মায়া প্রকৃতি মায়ী পরমেশ্বর, সুতরাংদ্বৈতহ্রদে ডুবিয়া অদ্বৈতবাদীবলিয়া জানাইলেই, লোকে তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করে, সে যাহা হউক্ প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্রাহ্ম বিবাহের মত এ ব্রাহ্মবিবাহের পূর্ব্বাক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়াছে, কেবল নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও বেদোক্ত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা আয়ুষ্মজপ বসুধারা সম্পাতন করা হয় নাই, আর উত্তর ভাগের কুশণ্ডিকাদি কোন কর্ম্মই করা হয় নাই, ইহাতে এই কল্পিত ব্রাহ্ম বিবাহ যে কোন মতকে সমাশ্রয় করিল ইহার কিছুই বুঝিতে পারা গেল না, হিন্দুমত না ইংরাজীমত না মহামদীয়মত, না কল্পিত ব্রাহ্মমত, না শাস্ত্রসিদ্ধমত, না লৌকিকমত? হা? পরমেশ্বর! তুমি ধন্য

তুমিই ধন্য, নগরস্থ সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ সাধু সুপণ্ডিতগণেরা সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন, যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ইনি এমন কর্ম্ম কেন করিলেন, আত্মজা কন্যার এককালে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন, হস্ত পদে বন্ধন করিয়া পিতা হইয়া নিরয় পাথোধিসলিলে ভাসাইয়া দিলেন ইহার অপেক্ষা শ্রোতজলে নিঃক্ষেপ করাই উচিত ছিল। মুখে যাহা বলিতেন তাহাতে কোন হানি ছিলনা, একবারে কার্য্যে করিয়া তুলিলেন পূর্ব্বানুচরিত কোন এক মতের যদি এক মতকে অবলম্বন করিয়া সম্প্রদান করিতেন তথাপি বলিবার কথাছিল, অভিনব মত প্রকাশ করিবার অনুরোধে আপনার কন্যার পরকালটীকেই একবারে গ্রাস করিলেন। বাবু মহাশয় একবার আপনার মার্জিত বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, যে এই বিবাহকে দুর্ব্বিবাহ কি সুবিবাহ বলিতে হইবে? একন্যারপুত্রই বা কেমন ধার্ম্মিক জন্মিবে,তাহাহইতে উভয়কুলেরইবা কিরূপ উপকারদর্শিবে? বাবু দেবেন্দ্রনাথ কি মনুর অপেক্ষাও বিধিকর্ত্তা আপনাকে জ্ঞান করিয়াছেন। মনুও যে এ বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন, বিবাহ দোষে মনুষ্যদিগের যে রূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এমত আর কোন বিষয়েই অনিষ্ট হয় না। মনু ৩ অধ্যায়ে শিষ্টের অশিষ্টমত বিবাহেতে নিন্দিত অনৃতবাদী অর্থাৎ অধর্ম্মী পুত্র সকল জন্মে, দুর্ব্বিবাহে বৈদিকধর্ম্মদ্বেষী দুর্নীত সন্তান হয়, অতএব সাধু বংশীয়দিগের বিবাহের বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বলিলেই ব্রাহ্ম হয় না,

ব্রাহ্মীতনু না হইলে ব্রাহ্ম বলা যায় না, এই ব্রাহ্ম শব্দই ব্রাহ্মণ বাচক।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়াসুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ ২৮॥ মনু২অঃ

বেদাধ্যয়ন, ব্রত, হোম, বেদোক্ত দেব পূজা, মহাযজ্ঞ, ও যজ্ঞদ্বারা ব্রাহ্মীতনু কবিবেক। ইহা মনুস্পষ্ট কহিয়াছেন এই সকল কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মশরীর প্রাপ্ত গৃহস্থই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। সুতরাং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পদেই ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজাঃ।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ। ৪। মনু ৪অঃ

অনিন্দিত স্ত্রী বিবাহে অনিন্দিত পুত্র জন্মে। নিন্দিত বিবাহে নিন্দিত পুত্র হয়, সুতরাং মনুষ্যদিগের নিন্দিত বিবাহকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

অতএব বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এরূপ নিন্দিত কার্য্য কি বিবেচনায় করিলেন বলিতে পারি না। হিন্দুদিগের পূর্ব্ব মত বিবাহে কিছু তাহাব ব্রাহ্ম ধর্ম্মের হানি হইত না? বাহ্যে ও লৌকিক কুযশ ঘটনা হইত না? এবং স্বজাতি কুটুম্বগণের নিকটও এতাদৃক্ অনাদৃত হইতেন না?। সকলেই কহিতেছে যেমন কাল হইয়াছে, সেইমতই ধর্ম্মযাজন করিতেছেন, কন্যার বিবাহও সেইমতে হইয়াছে। শাস্ত্রে কহে "স্বীকার মেব বিবাহ,, ইতি। বর কন্যার স্বীকার মাত্র বিবাহ, কলি-যুগে বেদমন্ত্রে প্রায় বিবাহ হইবে না। যথা "দ্বয়োঃ স্বীকার স্তূদ্বাহঃ,, উভয়েব স্বীকারই উদ্বাহ, মন্ত্রের আবশ্যক কবে না। ফলে সেইমতই এই ব্রাহ্মবিবাহেব সুত্রপাত হইল, সর্ব্বাপেক্ষা

সংসারি ব্যক্তির লৌকিক ব্যবহার রক্ষাকরা বিহিত হয়, বিশেষতঃ কন্যা পুত্রবিবাহে সর্ব্বাথাই লৌকিক প্রথা রাখিতে হয়, এবং স্বজাতিকুটুম্বগণের সহিত আমোদ আহ্লাদকরিতে হয়, কিন্তুদেবেন্দ্রনাথ বাবুর কন্যা সম্প্রদানকালে তৎসভায় স্ব জনমাত্র কেহই অধিষ্ঠান করেন নাই, সর্ব্বদেশ বিদিত মহাযশস্বী ও ধন্য মান্য শ্রীমন্ত বিচক্ষণ পুরুষ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু জটীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি কোন মহাশয়ই অবজ্ঞা করিয়া সভা স্পর্শ করেন নাই। অন্যাপরে কাকথা তাঁহার সাক্ষাৎ পিতৃব্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় ও ভ্রাতৃ পুত্রাদি ও কেহ সভারোহন করেন নাই, স্বজাতি মধ্যে কেবল তাঁহার কুটুম্বিনীর ভ্রাতা ও বরেরপিতা শ্রীযুৎ রাজারাম মুখোপাধ্যায় এতদ্ব্যতীতঘোষব্রাহ্ম পালব্রাহ্ম সেনব্রাহ্ম দত্তব্রাহ্ম বসুব্রাহ্ম মিত্রব্রাহ্ম এবং চাটুতি মুখুটী গাঙ্গুলীত্যাদি কয়েকজনা নব্য ব্রহ্মবন্ধু ব্রাহ্মমাত্র সভারোহণ পূর্ব্বক মাল্য চন্দনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতেই মহা সমারোহ হইয়াছিল। হা বিধাতা তোমার যে অপূর্ব্বাসৃষ্টি তাহার মর্ম্ম কিছুই উপলব্ধি হয় না। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে প্রকারে মনের সাধনাকে গুরুতর রূপে বর্ণন করিলেন, এবং শাস্ত্রেও যে গুরুতর সাধনাকে চিত্তশুদ্ধি আখ্যা দিয়াছেন, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে, অর্থাৎ ইহাতো কোন ব্যক্তি যে করিতে পারে এমত বোধ হয় না।

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস! দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করিতে হইলে কি অসাধ্য সাধন করিতে হয়, অনায়াস সাধ্য হইলে সাধনা কর্ম্মে কে না প্রবৃত্ত হইত? যদি চিত্তশুদ্ধি করা সহজ সাধ্য কর্ম্ম হইত, তবে প্রতি বৎসরে যে কত লোক মুক্ত হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা থাকিতনা, অনুমান্ করি যে কালে লোক সৃষ্টি হইয়াছে, সেকাল অবধি সংখ্যা করিলে একালের অনেক পূর্ব্বেই এই পৃথিবী জীবশূন্যা হইয়া যাইত, বৎস! সাধনা কার্য্য সহজ সাধ্য নহে, কত জন্ম জন্মান্তর ক্ষেপ করিলে জনেক সিদ্ধি করিতে পারে বা না পারে, তাহার নিশ্চয় নাই।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—যদি চিত্ত শুদ্ধ্যর্থে সাধনার দুঃসাধ্যতাই স্থির আছে, তবে শাস্ত্রকারের দিগের এরূপদুঃ সাধ্য বিষয়ের উপদেশার্থে এত পরিশ্রম করিবার কারণ কি?।

পরম হংসের উত্তর।—অরে জ্ঞানাভিমানিন্! দুষ্প্রাপ্য যে বস্তু তাহার লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে হয়। চিরকাল ইহা সকলেই কহিয়া থাকেন, যে অসা-

ধারণ ক্ষমতা প্রকাশ না করিলে অসাধারণ কার্য্যের সিদ্ধি হয় না। তবে শাস্ত্রকারেরা যে দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশ করিয়াছেন তাহার এই কারণ। প্রাচীন গ্রন্থকার ঋষিগণেরা অতিশয় দয়াবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া অর্থাৎ অহরহ অসামান্য পরিশ্রমদ্বারা জীবেরা সংসার গহনে ভ্রাম্যমাণ হইয়া নিরন্তর দুঃখরাশিকে বহন করিতেছে, তদ্দৃষ্টে কাতরহইয়া কারুণ্য প্রযুক্ত দুষ্কর সাধনার ও প্রবৃত্তি প্রদানার্থে উপদেশ করিয়াছেন কেননা মনুষ্যবর্গে যখন নিঃসার সংসারের এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, তখন নিশ্রেয়সার্থে পরিশ্রম অবশ্যই করিতে পারিবে? যদি কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে দুই এক জনে মুক্তি ইচ্ছু হইয়া তৎসাধনায় প্রবৃত্তি করে, তবু ভাল,বহু জন্মান্তরে ও তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে, বিশেষতঃ মুক্তি সাধনার অনুষ্ঠানও শুভকর হয়, তাহার সংপূর্ণ বা অসং পূর্ণতার বিচার কি? "অকরণান্মন্দ করণশ্রেয়ঃ" শুভানুষ্ঠান না করার অপেক্ষা অল্পকরাও ভাল, শাস্ত্রেকহিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের দমন যত করিতে পারে ততই শুভকর হয়, যদি ও সমস্ত সাধন সম্পন্ন না হওয়া হেতু জ্ঞানাধিকারী হইতে না পারুক্ তথাপি ক্রমে ক্রমে দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের বৃদ্ধির সম্ভব।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে প্রভো! সর্ব্ব শাস্ত্রেই যে ইন্দ্রিয় দমন করিতে কহিয়াছেন, ভাল ইন্দ্রিয় দমনে মনের কর্ত্তৃত্ব কি আছে?।

পরম হংসের উত্তর।—অরেবৎস! মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, এনিমিত্ত সকল ইন্দ্রিয়ের দমনে মনের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, কেননা যাহার ইচ্ছামতে

তাহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, তাহার অনিচ্ছাতে অবশ্যই ইন্দ্রিয় গণেরা মালিন্য ধারণ করে। জগতই বাসনার বশ, বাসনা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, সেই বাসনা স্থানে মন। কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাসের অপেক্ষা করে, কেননা অভ্যাস গুণেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যে সকল দুঃখিলোক শৈশবাবস্থা অবধি মৃত্তিকাতলে শয়ন করে, ও শীতকালে শীত নিবারণোপযোগি বসনাভাবে সামান্যবস্ত্রাবৃতথাকে, এবং গ্রীষ্মকালে উত্তাপ সহিষ্ণুতা করে, আর বর্ষাকালে প্রৌঢ় মন্দিরাদির অভাবে বাতবৃষ্টি করকাপাতাদিকে স্বকলেবরে সহ্য করিয়া থাকে, তাহাদের বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন বা মনোযোগ হইলেও অভ্যাসজন্য ক্লেশানুভব হয় না। কিন্তু তদ্বিপরীত ধনাঢ্যতম ব্যক্তিরা তদভ্যাস করেনা বলিয়া ভূমিশয়নে, ও শীত গ্রীষ্মবাত বৃষ্ট্যাদিতে অধিকতর ক্লেশ পাইয়া থাকে, যদিও তাহাতে মনোযোগ না হয়, তথাপি অনভ্যাসপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ কষ্ট ভোগ করে, এবং তাহাতে ক্লেশ বোধ করিব না, বলিয়া মনে করিলেও ক্লেশের শান্তি হয় না। এবং বাল্যকালে সাধারণ বালকদিগের বিশেষ বোধশূন্য, এপ্রযুক্তশীতোষ্ণাদি ক্লেশদায়ক বিষয় যাদৃশ সহ্য হয়, প্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধির পরিপাকে তাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। যদিও বালকেরা তদবধি ঐ সকল সহ্য করিতে অভ্যাস করে, তবে বয়োধিক হইলেও সহ্য করিতে পারে। তাহা না হইয়া বাল্যকালে পিতা মাতার লালন ঘটিত অভ্যাসক্রমে অসহ্যতা গুণের উদয়

হইয়া পরিণামে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দায়ক হয়। অতএব অভ্যাস বশেই ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিক প্রাবল্য হয়। সুতরাং তাহার দমনের নিমিত্ত সহ্য গুণের অভ্যাসকে অবলম্বন করিবার বিশেষ প্রয়োজন করে। ফলিতার্থ উভয় অভ্যাসের প্রবর্ত্তক মন এবং সুখ দুঃখের অনুবোধক ঐ এক মনই হয়।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে ব্রহ্মন্। শুচি মন হইলেই যদি সকল পবিত্র হয়, তবে বাহ্য শৌচ ও বৈধাহারাদির বিশেষ প্রয়োজন কেন করিয়াছেন? মন্বাদি শাস্ত্রে কহিয়াছেন, "সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃ পূতং সমাচরেৎ" ইত্যাদি সত্যে পবিত্র করিয়া বাক্য কহিবে এবং মনকে পবিত্র করিয়া সকল ধর্ম্মাচরণকরিবে, "যদিচ মতিবিরুদ্ধং সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধং" ইহাও শাস্ত্রে কহিয়াছেন, যদি মতি বিরুদ্ধ হয়, তবে সকল বিরুদ্ধ জানিত। এ বিধায় সদাচার ও কদাচার সকলই মনোন্তরে অবস্থিতি করে, যদি গঙ্গাস্নান হবিষ্যাহার করিয়াও মনঃশুদ্ধি না হয়, তবে বাহ্য শুদ্ধিতে কেবল কি হইতে পারে? অতএব বাহ্য শৌচ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত বোধ হইতে পারে না?।

পরম হংসের উত্তর।—অরে বৎস! সাধারণ বিবেচনায় শুচিমন হইলে বাহ্যশুদ্ধির প্রয়োজন নাই বোধ হয়, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ও সারদর্শী ও সারগ্রাহী, শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ জনেরা এজন্য শাস্ত্রের সূক্ষ্মাভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধাচারাদিকে অর্থাৎ শৌচাদিকে যোগাঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। তুমিও বুঝিতে না পার এমত নহে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে, যে স্থূলদেহের সহিত মনের এতাবধি আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়ই এক ধর্ম্মাক্রান্ত বোধ হয়, ফলিতার্থ

যথার্থ একই বটে, এতদুভয়ই জড়পদার্থ, একের অপবিত্রতায় অপরের অপবিত্রতা, অর্থাৎ মনের অপবিত্রতায় স্থূলদেহের অপবিত্রতা হয়, এবং স্থূল দেহের অপবিত্রতায় মনো অপবিত্র হয়। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে অমেধ্যাদি অস্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শে মন কখনই পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না, বাহ্যে চৌর্য্যাদি করিয়া মুখে মন পবিত্র আছে বলিলেই কি পবিত্র হইবে? সুতরাং বাহ্য শৌচের সহিত চিত্তকে পবিত্র করিতে হয়, যাহার বাহ্য শৌচ হইলেও মনে সংশয় থাকে, তাহারই বাহ্য শৌচ বিফল, সুতরাং সেই স্থলে মনঃ শৌচের আবশ্যক করে। এইরূপ আহারাদির বিষয়েও জানিবে, অবৈধ আহারে অবৈধক্রিয়া করিতে অবশ্যই প্রবৃত্তি জন্মে, পবিত্রপথ্যে পবিত্রকর্ম্মে রুচি হয়। ঘৃতাদি মেধ্য বস্তু আহারে যেরূপ চিত্ত পবিত্র হয়, মদ্যাদি অমেধ্য বস্তুর আহারে সেরূপ চিত্তপবিত্র হইতে কখনই পারে না। সুতরাং শুদ্ধাচার, শুদ্ধাহার, এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনী হয় জানিহ

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে প্রভো। আদৌ জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মচর্য্যা কাহাকে বলে, আমাদিগের ব্রহ্মসভায় বৈধস্ত্রী সঙ্গাদি ও শরীর রক্ষার্থ বৈধাহারাদি করিলেই ব্রহ্মচর্য্য করা হয়, অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদির লক্ষণ শুনিতে আমার ইচ্ছা হয়।

পরম হংসের উত্তর।—হে জ্ঞানাভিমানিন্। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত লক্ষণ যাহা, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কহহ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা যাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলেন, সে সদ্গৃহস্থেরলক্ষণমাত্র,প্রকৃত ব্রহ্মাচর্য্যেরলক্ষণনহেব্রহ্মচর্য্যশব্দের

অর্থ, ব্রহ্মবদাচার, স্ত্রীতৈল তাম্বূলাদি পরিত্যাগ, বিশেষতঃ স্ত্রী সেবা পরায়ণ হইলে কোনমতেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পায় না, অর্থাৎ মৈথুনকর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের প্রবল শত্রু হয়, কেবল শৃঙ্গার করাকেই যে স্ত্রী সঙ্গ করা বলে এমত নহে, অষ্টবিধা ক্রিয়াকে শৃঙ্গার বলে, "শৃঙ্গারাষ্ট বিধৌস্মৃতঃ,, শৃঙ্গার অষ্ট প্রকার।

যথা।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং।
সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তি রেবচ॥
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

স্ত্রীলোকের স্মরণ স্ত্রীলোকের গুণানুকীর্ত্তন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া অর্থাৎ বিবিধা খেলা করণ, সর্ব্বদা স্ত্রীরূপ দর্শন ও স্ত্রীলোকদিগের সহিত গোপনে কথোপকথন, মানসে স্ত্রীসঙ্গ করিবার চেষ্টা করণ, ও স্ত্রীমুখ চুম্বনাদি, আর প্রকৃত রতিক্রিয়া নিষ্পত্তি, এই অষ্ট প্রকার মৈথুন, ইহার এক প্রকার আচরণ করিলেই ব্রহ্মচর্য্যে ভ্রষ্ট হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কথন।

মাতৃম্ পিতৃম্ শিশূম্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বাতান্ সমহাপাতকী ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, শিশু, যুবতি স্ত্রী, অবশ্যপোষ্য স্বজন বান্ধবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রাজিত হয়, অর্থাৎ দণ্ডাদি আশ্রম গ্রহণ করে, সে মহা পাপকারী হয়, তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রেই মহাপাতকী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

মাতৃহা পিতৃহা সস্যাৎ স্ত্রীপুত্র বিপ্রঘাতকঃ।
অসন্তর্প্যাতু পিত্রাদীন্ যোগচ্ছেৎ ভিক্ষুকাশ্রমং।

সেই ব্যক্তি মাতৃ ঘাতক, ও পিতৃ ঘাতক, পত্নী ঘাতক, পুত্রঘাতক এবং ব্রহ্ম ঘাতক হয়, যে ব্যক্তি পিতা মাতাদির সন্তর্পণ না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করে।

ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ব বর্ণোক্ত সংক্রিয়াং।
শৈবেন বর্ত্ম না কুর্য্যাদেষধর্ম্মঃ কলৌযুগে॥

ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ, সকলেই কলিযুগে আগমোক্ত বিধান দ্বারা শৈবের পথে স্বস্ব বর্ণের সংস্কারাদি করিবেক, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ইত্যর্থে বলা হইল যে বেদের সহিত আগমের ঐক্য যে মতে হয়, সেই মতেই সংস্কার করিবেক, কেবল বেদের মতে কি কেবল তন্ত্রের মতে করা হইবেক না। যথা বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্র অগ্রাহ্য ইহার প্রমাণ আছে, পার্ব্বতীও মহাদেবকে কহিয়াছিলেন, "তদ্বদস্ব মহাদেব যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ইত্যাদি" হে মহাদেব তুমি আমাকে সেই ধর্ম্মবল, যাহা বেদে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। অতএব বেদানুকুল তন্ত্রমতে কলিতে সংস্কৃিয়া হইবেক।

কোবাধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্যচ কিং বিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ॥

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞসা করিলেন, হে প্রভো! গৃহস্থ দিগের কি ধর্ম্ম এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম্মই বা কি? আর ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণেরও ধর্ম্ম কি? এবং তাহাদিগের সংস্কারাদি কি প্রকার করিতে হইবে, তাহা আমাকে বিস্তার করিয়াবলুন।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং।
তদেব কথায়াম্যাদৌ শৃণু পার্ব্বতি তত্ত্বতঃ॥

মনুষ্য মাত্রেরই গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের প্রথম, অতএব আদৌ সেই গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণই কহিতেছি, হে পার্ব্বতি তুমি সাবহিত চিত্তে তত্তত্ত্ব শ্রবণ করহ।

গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

সকল ধর্ম্ম হইতে গৃহস্থধর্ম্ম প্রধান হয়, বিশেষতঃ কলিযুগে গৃহস্থধর্ম্মই যাজনীয় হইয়াছে, কেননা কলির মনুষ্য অল্পসত্ত্ব, অল্পবীর্য্য, দুরন্ত অলস, কোন মতে দীর্ঘকাল পরিশ্রম দ্বারা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সুতরাং ইহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, যত্যাশ্রমাদি ধর্ম্ম যাজন করা সুকঠিন হয়, যেহেতু বহু আয়াসে সেই সকল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষা করিতে হয়, এবং যথা কথঞ্চিৎ যাজন করিলেও সুসিদ্ধ হইতে পারে না, একারণ কলিযুগে গৃহস্থ ধর্ম্মকেই প্রধান্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বেদ পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রই অনুকূল আছেন। আদৌ তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেবকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা

কোবাধর্ম্ম গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্যচ কিংবিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নস্যে তরস্য বদমে হর॥ ইতি।

গৃহস্থ দিগের কোন ধর্ম্ম, এবং ভিক্ষুকের ধর্ম্মই বা কি? অপর গৃহস্থিত ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিরই বা কি ধর্ম্ম, হে প্রভো! তাহার সমুদায় লক্ষণ আমাকে বলুন্।

সকাম নিষ্কাম ভেদে গৃহস্থ দুই প্রকার হয়, সকাম গৃহস্থ ভোগেচ্ছু হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন, মোক্ষেচ্ছু নিষ্কাম গৃহী ঐ সকল শ্রাদ্ধ তর্পণ দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মের ফল প্রেপ্সু হইয়া করিবেন না, কেবল মোক্ষোপযোগি জ্ঞানে তত্তৎ কর্ম্মের ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিবেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণাঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহে [illegible] পরায়ণ ব্যক্তিই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হয়, গৃহস্থের [illegible] গৃহস্থোচিত যেং কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন ব্রহ্মানিষ্ঠ গৃহস্থেরা সেই সকল কর্ম্ম করিয়া ফল ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইলে যে শ্রাদ্ধ তর্পণ দেবর্চ্চনাদি কর্ম্ম আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের মত করিতে হইবে না, এমত নহে। বেদোদিত ক্রিয়াবান না হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলা যায় না, বেদের নাম ব্রহ্ম, বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মে যাহার নিষ্ঠা আছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পদের বাচ্য হয়। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রথম প্রপাঠকে, গৃহস্থ ধর্ম্ম যাজন করিতে অনুশাসন করিয়াছেন।

আচার্য্যোঽন্তে বাসিন মনুশাস্তি। ইতি।
সত্যম্বদ ধর্ম্মঞ্চর স্বাধ্যায় মা প্রমদঃ। আচার্য্যায়।
প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজা তন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ॥

সমীপবাসি শিষ্যকে আচার্য্য অনুশাসন করেন। হে শিষ্য তুমি সত্য বাক্য কহিও, ধর্ম্মাচরণ করিহ, বেদাধ্যয়নের ব্যাঘাত করিহ না। আচার্য্যের প্রিয়, এবং তদর্থে ধন আহরণ করিহ, অর্থাৎ গুরুরপ্রিয় কার্য্য করিহ, এবং গুর্ব্বর্থে ধনাহরণ করিহ, প্রজাতন্তু ছেদ করিহ না।

গতবারের শেষ।

শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

অথ দামোদর চক্র।

স্থূলোদামোদরোজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রোভবেত্তু সঃ।
চক্রেতু মধ্য দেশেহস্য পূজিতঃ সুখদঃ সদা। ১। ইতি।

দামোদর মূর্ত্তি স্থূল জানিহ, অতি সূক্ষ্ম চক্রদ্বয়, কিন্তু মধ্যদেশে চক্র, ইহার অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চিত হইলে সর্ব্বদা পূজকের সুখদ হয়েন ॥ ১॥

দামোদরস্তথা স্থূলো ম[illegible] [illegible]প্রতিষ্ঠিতঃ।
দূর্ব্বাভং দ্বারসংকীর্ণং পীতরেখা যু[illegible] শুভং। [illegible]। ইতি।
[illegible]াণ্ডে।

দামোদর স্থূলমূর্ত্তি, এবং মধ্যস্থানে চক্র প্রতিষ্ঠিত, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, দ্বার অতি সংকীর্ণ, পীতবর্ণ রেখাযুক্ত, অতি শুভদ হয়েন ॥ ২ ॥

উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখেবিলং।
মধ্যেচ রেখালম্বৈকা সচ দামোদরঃ স্মৃতঃ। ৩। ইতি।
ব্রহ্মো।

উপরি ও অধঃ সমসূত্র দুই চক্র, কিছু দীর্ঘাকার কিন্তু অতিশয় দীর্ঘ নহেন, গর্ত্তাকার মুখ, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিস্তার মুখ, মধ্য দেশে এক লম্বরেখাযুক্ত, এরূপ শিলাকে দামোদর মূর্ত্তি বলিয়া জানিহ ॥ ৩॥

দ্বিচক্রং স্ফুটমত্যন্তং সচ দামোদরাভিধং। ৪। ইতি।
প্রকৃতিখণ্ডে।

স্থূল কলেবর দ্বিচক্র এবং অত্যন্ত স্ফুট, ইহারও দামোদর নাম জানিবে ॥ ৪ ॥

বিশ্বকসেন মতিস্থূলো সতু দামোদরঃ স্মৃতঃ। ৫। ইতি।
মৎস্য সূক্তে।

দামোদরের মূর্ত্তিভেদ বিশ্বকসেন চক্র, অর্থাৎ দামোদরের যে চিহ্ন তাহাতেও সেই সকল আছে, বিশেষ মাত্র অতিস্থূল, একারণ তাঁহাকে বিশ্বকসেন মূর্ত্তি বলা যায় ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.................................. ৮৲
শিবসংহিতা.. ১৲
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব... ১৲
বেদান্ত পরিভাষা... ৸০
বৈধব্য[illegible] প্রথমখণ্ড.................................. ৷০
ও দ্বিতীয়খণ্ড.. ৷০
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার.......................... ১৷৷০
দ্বৈধভঞ্জিকা.. ৴০
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড.................................... ৴০
ও দ্বিতীয়খণ্ড.. ৴০
নিত্যকর্ম্ম... ৴০৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত.................. ১
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য.......... ৬ছয়তঙ্কা

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতা জনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়,

---

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

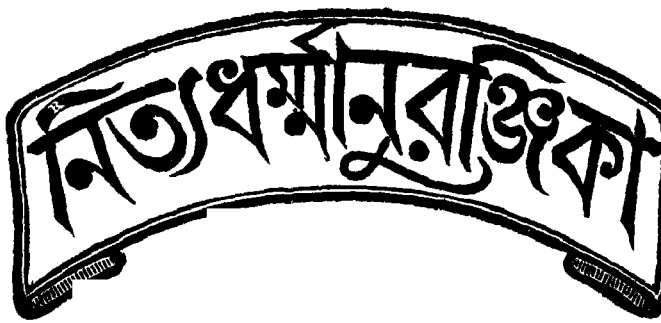

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপং।

১ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কলি দমনং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩১ ভাদ্র।

বর্ষাবর্ণন।

কাল স্বরূপ ভগবানের নিয়োগাধীন হিম শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরদাদি ছয় ঋতু স্বস্বকালে উদয় হইয়া আপন আপন অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে, সংপ্রতি প্রবর্ত্ত বর্ষা ঋতুর সমুদয়ে উত্তমাধম ব্যক্তি নিচয় স্বস্বকর্ম্মানুসারে সুখ

দুঃখাদির অনুভব করিতেছে। ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট অব্যবস্থিত খল চিত্তের ন্যায়, ক্ষণে রৌদ্র ক্ষণে বৃষ্টি, বৃষ্টি রৌদ্র ক্ষণে২ প্রকাশ করতঃ ঋতুরাজ প্রাবিট্ শ্রাবণ মাসকে অতিক্রম করিয়া ভাদ্রপদ মাসে প্রচুরতর রূপে মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। বর্ষার কি অনির্ব্বচনীয় স্বভাব? বর্ষার কি অভাবনীয় প্রভাব? বর্ষার কি প্রচণ্ড পরাক্রম? বর্ষার কি অতুল বলবীর্য্য? স্বীয়মহিমা প্রকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া জগৎকে জল সংকুল করিয়াছেন। অনবরত আসার ধারাতে নিস্তেজ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তটিনীগণকে উৎপথ গামিনী করিতেছেন, কর্ণ তর্পণকারী কোকিলকুলকে মৌনী করিয়া ভেক কলরবে সকলেরই কর্ণকুহরকে বধিরীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। ঘন ঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যাদিকে নষ্টপ্রভ করিয়া কেবল খদ্যোতকেই দ্যোতমান করিয়াছেন। মল্লিকা মালতী জাতী যূথীত্যাদি সৌরভাঢ্য কুশমচয়কে ম্লান করিয়া কেতকী কুটজ কদম্ব কটকাদিকে সুপ্রসন্ন শোভা প্রদান করিতেছেন। আঢ্যতম জনগণেরা আসার সংপ্রবৃত্তে পট্টবসন ভূষণ, পয়ঃপান রত প্রৌঢ় মন্দিরাভ্যন্তরশায়ী প্রৌঢ়কামিনী প্রেমভরাক্রান্ত মানস তৎপ্রেমামৃত রসাস্বাদনে নিয়ত পরিতৃপ্ত, কদাচিৎ পুরাণ বাক্য শ্রবণেও শ্রবণের পরিতৃপ্তি জন্মাইতেছেন। বণিজবৃত্ত্যুপজীবী জনগণেরা পোতারূঢ় হইয়া অবাধে পৃথিবীর সমস্ত ভাগে পর্য্যটন করতঃ প্রভূত ধনোপার্জ্জন করতঃ পরিতোষিত হইতেছেন। জগতীপতি জনেরা নিশ্চিন্তচিত্তে স্বস্ব রাজ্যে

অধিবাস করতঃ চিত্ত হইতে সম্পাত শঙ্কাকে দূরীকৃত করিয়াছেন। কেবল দুঃখী ও দরিদ্র জনগণেরই সংপূর্ণরূপ অশেষ বিধ ক্লেশ জন্মাইতেছেন, যাহারা শুদ্ধ পরিশ্রম পরায়ণ হইয়া নিত্যোপার্জ্জনে দিন যাপনা করে, তাহারা বর্ষা প্রবাহে বহির্নির্গমনাশক্ত হইয়া স্বগৃহাভ্যন্তরে অধিবাস করতঃ নিয়ত কষ্টভোগ করিতেছে। গৃহবাসে ও তাহারদিগের সুখনাই, যেহেতু কাহার পত্রকুটীর, কাহার বা তৃণাচ্ছাদিত গৃহ জীর্ণতর হইয়াছে, বর্ষার ধারা পাতে তাহাদিগের গৃহাভ্যন্তরেই পাথোধি ভঙ্গ তরঙ্গ ন্যায় তরঙ্গ বহিতেছে, সুতরাং ভাগ্য রহিত ব্যক্তির কোন কালেই সুখপ্রদ নহে। এরূপ বর্ষাগমে পিণ্ডভেদে জীবমাত্রেই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ষা প্রভাবে যে রূপ কান্তি লাবণ্য লাভ করা যায়, আর অন্য কোন ঋতুই মানবগণকে তদ্রূপ কান্তিমান করেন না।

সমস্ত প্রাণিদগের উৎপত্তি হেতু এবং সর্ব্বজীবের জীবন যাত্রা নিষ্পত্তির হেতু বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব হইলে শস্যোৎপত্তি নিমিত্ত কৃষকগণেরা যত্নবান হইল। প্রবর্ত্ত বর্ষাতে নির্ম্মল নভোমণ্ডল এককালিন বিপুলতর ঘনঘটাতে এমত সমাচ্ছাদিত হইল, যে তাহাতে দিক্‌পরিধির পরিজ্ঞান হওয়া কঠিন, ঘোরতর ঘনব্যাপ্ত জগৎ প্রায় অন্ধকারময় হইল, কেবল বিদ্যুত স্ফূর্ত্তি দ্বারা দশদিক্ পরিধি দ্যোতমান হইতে লাগিল। স্থানেং বনরাজিশোভিত যূথেং প্রস্ফোটিত কেতকী কদম্ব কানড কুসুম নিকায় দ্বারা বন সকলকে পরি-

শোভিত করিল। নিতান্ত অশান্ত কামুক জন হৃদয় কৃন্তন কারণ কুসুম শরের শরায়জন মাত্র কেতকীই প্রধানোপ করণ হইয়া উঠিল, জাতী যূথী সুগন্ধ গন্ধরাজ চম্পক পাটলী পটল বকুল পলাশ কোবিদার মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমচয় নিষ্প্রভ হইয়া নিজ নিজ শোভা সংযমন পূর্ব্বক এককালে বিলীন হইয়া গেল।

নিতান্ত নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্ম স্বমায়াচ্ছাদনে গুণবৎ দীপ্তিমান্ অর্থাৎ অরূপে সরূপ হইয়া যেমন বাগ্বিস্তার করেন। তদ্রূপ নিবিড় নীলাম্বুদ জালমালাতে নির্ম্মল আকাশ মণ্ডলও অপূর্ব্ব রূপবান্ হইয়া বজ্র নিষ্পেষ ধ্বনিরূপচ্ছলে ঘনব্যাজে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কৃপালু সাধুগণেরা পরদুঃখ দর্শনে কম্পিত হৃদয় হইয়া স্বজীবনও তদর্থে পরিত্যাগ করেন এবং সংসার দাবদাহে উত্তপ্ত জনের তাপোপশমনার্থ যেমন করুণা বিতরণ করেন, তদ্রূপ তড়িদ্বান্ মেঘগণেরাও প্রচণ্ড বায়ুবেগে আহত কম্পিত হইয়া সূর্য্যাগ্নিতাপে সন্তপ্তা ধরণীর পরিতর্পণার্থে অনবরত জগৎজীবন স্বরূপ জীবন ধারা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ কামীজন স্বীয় স্বীয় কামনা পরিপূরণার্থ, নিয়ত তপোনিয়ম গ্রহণে কৃশতর হন, এবং তপস্যার পরিসমাপ্তে তৎফলপ্রাপ্তে যেমন স্বশরীরের প্রসন্নতা লাভ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বংসহা বিগতাষ্টমাসে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে কৃশতরা হইয়া পুনর্ব্বার আসার কালে সুশীতল ঘনবারি ধারা সংপ্রাপ্তে সুপ্রসন্না হইতে লাগিলেন। যদ্রূপ কলিযুগে পাপাচ্ছন্ন

জনহৃদয়ে পাপমাত্রই দ্যোতমান হয় সর্ব্বসুহৃৎ সর্ব্বচক্ষু স্বরূপ বেদ শাস্ত্রের দীপ্তি রহিত হয়, এবং পাপাসক্ত পাষণ্ড জন দ্বারা বেদ প্রভাব হানি হয়, শুদ্ধ পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দীপ্যমান হয়, সেইরূপ বর্ষাকালে নিশামুখে ঘন ঘোরতর অন্ধকারাবৃত গ্রহতারাদির দীপ্তি রহিত, কেবল খাদ্যোতই দ্যোতমান হইতে লাগিল। যদ্রূপ নিয়মাবসানে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মাদির সমাপনান্তে ব্রাহ্মণেরা গুরুকুলে বাস করতঃ গুরুমুখ বিনির্গত বেদ ধ্বনি শ্রবণে অত্যুচ্চ ধ্বনি দ্বারা বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সেই রূপ নিবিড় ঘন রব শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া ভেকগণেরা তদনুরূপ ধ্বনি করিতে লাগিল। যদ্রূপ অস্বতন্ত্র পুরুষ অর্থাৎ যৌবনাদি কালে পিতৃ পিতামহাদির অধীনস্থ পুরুষ আত্মক্ষীণতা ধারণ করিয়া অসুখী থাকে পুনর্ব্বার তত্তদ্ব্যক্তির বিয়োগে স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া যেমন উদ্ধতবেশ ধারণ করে, সেইরূপ অষ্টমাসাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল শুষ্কতরা হইয়াছিল, বর্ষাগমনে সলিল সম্পদ সংপ্রাপ্তে তাহারা এককালে উৎপথ গামিনী হইয়া উঠিল। অর্থাৎ চিরদুঃখী জনেরা ধন প্রাপ্তে যেমন উন্মার্গগামী হইয়া যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়, বর্ষাকালেও ক্ষুদ্রং নদী সকল প্রভূত জল সংপ্রাপ্তে উৎপথ গামিনী হইয়া দেশ সকলকে প্লাবন করিতে লাগিলা, যদ্রূপ ছত্র সৈন্যাদি সম্পদ যুক্ত রাজার শ্রী শোভা পায়। বর্ষাগমে নীলবর্ণ তৃণরাজী শোভিত কোথাও, রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটকর্ত্তৃক পরিশোভিত কোথাও, বা ছত্রাকার উদ্ভিদদ্বারা রাজারন্যায় পৃথিবীও পরি

শোভিতা হইলেন। যদ্রূপ মানিদিগের হর্ষজনক সম্পৎ দৈবাধীনে সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ বর্ষাকালে শস্য সম্পৎ দৈবাধীন বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষেত্র সকল কৃষকদিগের হর্ষ প্রদান করিতে লাগিল। যেমন প্রবল বায়ুদ্বারা নদ নদী পতির ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সেইরূপ বর্ষাকালে প্রবল সমীবাহত নব নব হরীত-বর্ণ শস্যরাজী সকল তরঙ্গবৎ আধূত হইতে লাগিল। যদ্রূপ পুত্র লালস ব্যক্তিরা পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া স্বচক্ষুকে সুতৃপ্ত করে, সেই রূপ বর্ষাগমে নবহরিতচ্ছদ শস্য সম্পদ সন্দর্শনে কৃষকগণেরা স্বস্ব নয়ন যুগলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। যদ্রূপ প্রোষ্যৎভর্ত্তৃকা ললনাগণে গৃহাগত পতি মুখলাবণ্যরস পানে স্বহৃদয়কেতর্পিত করে। সেইরূপ চিরন্তন সলিলাকাঙ্ক্ষি চাতকগণেরা ধারাধর পরিযুক্ত বারিধারা পানে হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে বাধিত হইল। ভগবচ্চরণার্চ্চক জনগণেরা যথা নিয়মে ভগবদারাধনা দ্বারা যেমন সুচারু মনোহর কান্তি জ্যোতিধারণ করে। তদ্রূপবর্ষাগমে জলচরস্থলচর প্রাণিগণেরা নববারি নিষেবনে অনুদিন মনোহররূপ লাবণ্য ধারণ করিতে লাগিল। যেমন শ্রীকৃষ্ণ সেবীজন, যাহাদিগের মন একান্ত শ্রীকৃষ্ণ চরণে অভিনিবিষ্ট আছে, নানা ব্যসন সংযুক্ত হই-য়াও তাহারদিগের চিত্ত তত্তদ্বিঘ্নে অভিভূত হয় না, সেইরূপ বর্ষাকালে আহত বৃষ্টি ধারাতে ও পর্ব্বত সকলও বেদনা যুক্ত হইতেছে না। যেমন দ্বিজগণ কর্ত্তৃক গাঢ় অভ্যস্ত বেদাদি শাস্ত্র ও সর্ব্বদা আলোচনার অভাবে দুরবগাহ হইয়া যায়, বর্ষাগমে অসংস্কৃত তৃণাচ্ছন্ন পথ সকলও

তদ্রূপ দুরবগম্য হইয়া উঠিল। যদ্রূপ চল সৌহৃদ যোষিৎ-গণের চিত্ত গুণবান পুবষে ও চিবকাল সুস্থির থাকে না। সেইরূপ লোক বন্ধু মেঘেতেও চল সৌহৃদ বিদ্যুতের অস্থিরতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদ্রূপ গুণ সংযোগ স্বচ্ছ নির্গুণ পরমাত্মাকেও সগুণ কবে, অর্থাৎ নানা বর্ণ বিশিষ্ট করে। সেইরূপ মেঘোপবি ববিকব সঙ্ঘটিত নানা বর্ণাত্মক শক্র ধনুব উদয হইয়া অতি স্বচ্ছ নির্ম্মল অরূপ বিয়ন্মণ্ডলকেও নানাবর্ণে প্রতিভাত করিয়া তুলিল। যেরূপ অহং বুদ্ধি দ্বাবা আচ্ছন্ন পবমাত্মা জীব রূপে প্রতিভাসিত হন।সেইরূপ মেঘা-চ্ছাদিত তুহিনাকবেব কিরণ সমূহ দ্বারা অম্বুবাহ পবম রাজিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ নীলবর্ণ মেঘও রূপা-ন্তরকে ধাবণ করিল। যেরূপ গৃহমেধিব্যক্তিবা সংসার স্বরূপ দাবদাহে অত্যন্ত উত্তপ্ত, কিন্তু অচ্যুত সেবি সাধুদিগেব সমাগমে পবম হৃষ্ট হইয়া ঐ দারুণ তাপের শান্তি করিয়া, তাঁহাদিগে বদন বিগলিত হবিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে প্রহৃষ্ট তনু-রুহ নিত্য পবায়ণ হয়। সেইরূপ সমাগত প্রাবিটকালে বারিদগর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণে পুচ্ছপ্রসাবণ করণ পুর্ব্বক ময়ূব-গণেরা পবম হৃষ্টান্তঃ করণে প্রনৃত্ত রসভরে নৃত্যপরায়ণ হইল কষায় কলিকালে পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অসদ্বাদ দ্বারা বেদমার্গ যেমন বিচ্ছন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন বেদোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাগযজ্ঞাদিব অববোধ হয়। সেইরূপ বর্ষাগমে প্রবলতব বারিধারা বর্ষণে জলসমূহদ্বারা সেতুভঙ্গ হইয়া, জন সকলকে উদ্বেগ. সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে লাগিল। হা? জগদীশ্বর! এ

সমস্তই তোমার মহিমা। তুমিই এতৎ জগৎ উৎপাদক, জগৎ সংস্থাপক, পরিণামে জগৎ সংহারক হও। তোমার মহিমা বর্ণনে কেহই সক্ষম নহে, তবে যে আমরা যে কোন রূপে যে কোন বিষয়ে বাগ্বিন্যাস করি, সে সকলিই তোমার মহিমা বর্ণন, যেহেতু তোমা ভিন্ন জগতে আর কিছু বস্তু নাই, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস না জন্মিতেছে, তত দিন পর্য্যন্তই, হেয়োপাদেয় বস্তুর বিচার করিতে হইবে।

গতবারের শেষ।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে মহাত্মন্ এক্ষণে তন্ত্র শাস্ত্রমতেই প্রায় তাবৎ লোক উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কদর্য্য পঞ্চমকারের বিধি আছে। অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই কদার্য্যাচার বিধান দ্বারা ভগবানের সাধনা করা কি রূপে সঙ্গত বিবেচনা করা যায়? যদি পঞ্চমকারকে সাধনার অঙ্গ বলা হয়, তবে কদাচার ও সদাচারের বিচার আর করাই কর্ত্তব্য হয় না।

পরমহংসের উত্তর। অবে জ্ঞানাভিমানিন্। তুমি প্রকৃত রূপ পঞ্চমকারে অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই ইহাকে কদাচার বিবেচনা করিতেছ। অনাচারির সিদ্ধি কোন কালেই নাই, কি তন্ত্র, কি বেদ, কি স্মৃতি, কোন শাস্ত্রেই কদাচার করিতে উপদেশ করেন নাই, আচার হীন ব্যক্তির

কোন কার্য্যই সফল হয় না। বেদাভিপ্রায়কে খণ্ডন করিয়া তন্ত্রাভিপ্রায় প্রকাশ পায় নাই, বেদেও যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তন্ত্রেও সেইরূপ সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কেবল অনভিজ্ঞতা দোষেই অত্যাচরণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরোপাসক ব্যক্তি কি কখন অনাচার শীল হয়? শুদ্ধ রূপক ব্যাজে ভগবান ভূতনাথ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মেধাবি সাধক তন্মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, কামাচার শীল যথেষ্টাচারি ব্যক্তিরাই যথেষ্টাচার করিবার নিমিত্ত তন্ত্র বাক্যই তাহার সোপানভূত করিয়া লইয়াছে, ফলে তাহারা ঐ পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ পরিগ্রহ করে নাই, যে যে তন্ত্রে পঞ্চমকারের বিধি আছে, সেই সেই তন্ত্রেই তাহার প্রকৃত অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

মদ্য।

সোমধারাক্ষরে দ্যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বা নন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্য সাধক। ইতি।
আগম সারং।

পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন, হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত যে অমৃত ধারা, সেই অমৃতধারা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দ ময় হয়, তাহাকেই মদ্য সাধক বলে। নতুবা সামান্য সুরাপান মত্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ব্যক্তিকে সাধক বলা যায় না। মাংস।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ ভক্ষয়েৎ প্রিয়ে।
সদাযোভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ॥ ইতি।

মা শব্দে রসনা, তদংশ ভক্ষণশীল ব্যক্তি মাংস সাধক হয়। হে দেবি! রসনার নাম মা, তদংশ বাক্য অতএব বাক্য সংযমকারি মৌনাবলম্বিযোগিব্যক্তিকে মাংস ভুক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নচেৎ ছাগ মেষাদি মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া যে ভগদারাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, তন্ত্র শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

মৎস্য।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ। ইতি।

গঙ্গা যমুনা, এইদুই নদীর মধ্যে নিরন্তর চরিতেছে যে দুই মৎস্য, সেই মৎস্যকে যেব্যক্তি আহার করে তাহার নাম মৎস্য সাধক। গঙ্গা শব্দে এখানে ইড়ানাড়ী, যমুনা শব্দে পিঙ্গলা, এই ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গতায়াত করিতেছে যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, ইহারাই মৎস্যদ্বয়, সেই মৎস্যদ্বয় ভক্ষক যোগী অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছে যে প্রাণায়াম সাধক, তাহাকেই মৎস্যাশী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নতুবা সামান্য কীট বিশেষ জলচর মৎস্যাদি ভক্ষণ পটু ব্যক্তিকে আমিষাহারী ব্যতীত সাধক বলা সঙ্গত হয় না।

মুদ্রা।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চ যৎ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং।

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতং।
যস্মজ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥ ইতি।

হে দেবেশি!—শিরসি স্থিত সহস্র দল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরল রূপ আত্মার অবস্থিতি, কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হবেন। অতিশয় কমনীয় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত, সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাহার জন্মে তাহার নাম মুদ্রা সাধক, নতুবা, কতক গুলা মদ্যোপযোগি সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যকে মুদ্রা বলিয়া উপদেশ করেন নাই।

(মৈ।)

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসং কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকারো হংসমারুহ্য একতাচ যদা ভবেৎ।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং।
আত্মনিরমতে যস্মাদাত্মারাম উচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং।
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বকর্ম্মাণিসংত্যজ্য স্বয়ংব্রহ্ম ময়োভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তবস্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং। ইতি।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ মৈথুনতত্ত্ব, মৈথুনে সিদ্ধ ব্যক্তির সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান রূপ আনন্দ উদয় হয়। মৈথুন শব্দে রমণ,যাহারা আত্মাতে রমণ করেন তাঁহারদিগের নাম আত্মারাম। সেই রমণ শীল যিনি, তাঁহার নাম মৈথুন সাধক। মৈথুনাক্ষর আত্মা যেহেতু রমণের নাম রাম। তাঁহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি হয়, যাহাতে লোক রমণ হয় তিনিই রাম, যত দিন আত্মাতে রমণ করিতে সক্ষম না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত এই মুদ্রাযোগ অভ্যাসে রত থাকিবে। এ নিমিত্ত নিত্য মৈথুন মূর্ত্তিরামকে পরব্রহ্ম বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, পরমাত্মাই জগৎ রঞ্জক হয়েন, সেই আত্মরমণ তত্ত্বকে অনুশীলন দ্বারা যে জানে সেই রাম হয়, রাম শব্দই মৈথুন বাচক। নতুবা সামান্য স্ত্রী অন্তনের নাম মৈথুন শব্দে এখানে উক্ত করেন নাই। রাম নাম মৈথুনাত্মক তারক ব্রহ্ম। হে মহেশানি! মরণকালে রমণাত্মক "রামঃ" এই অক্ষরদ্বয় স্মরণ করিলে সর্ব্ব কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া জীব তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মময় হয়। ইহারই নাম মৈথুনতত্ত্ব তোমাকে স্নেহ বশতঃ কহিলাম। এই মৈথুন-তত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, শুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞানের কারণ হয়। এই মৈথুনতত্ত্ব সর্ব্ব পূজাময়, সমস্ত জপাদির ফলপ্রদ জানিবে। যে পূজা কর, কিন্তু মৈথুনতত্ত্বের সংযোগ ব্যতীত সম্যক ফল হয় না।

মৈথুন ষড়ঙ্গ।

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমনুলেপনং।

জপনং মরণং প্রোক্তং রেতঃ পাতঞ্চদক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়াগোপ্য- মমপ্রাণাধিকং প্রিয়ে।

মৈথুনাঙ্গ আলিঙ্গন, চুম্বন, শীতকার, রমণ, রেত বিসর্জ্জন। মৈথুন যোগে এই ষড়ঙ্গ প্রকৃত ষড়ঙ্গ হইয়াছে। তত্ত্বাদিন্যাসের নাম আলিঙ্গন। ধ্যানের নাম চুম্বন। আবাহনের নাম শীতকার। নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন। জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তেব নাম বীর্য্যপাতন। এই ষড়ঙ্গ যোগে মৈথুন ষড়ঙ্গ সাধন করিলে মৈথুন সাধক বলে। নতুবা যুবতি কলেবরালিঙ্গনকে ন্যাস, যুবতি মুখ চুম্বনকে ধ্যান, কামিনী স্পর্শ শীতকারকে আবাহন, যোষিৎ অঙ্গবিলেপনকে নৈবেদ্য, রমণী বমণকে জপ, রেত বিসর্জ্জনকে দক্ষিণা বলিয়া, অসদাচার করিতে উপদেশ করেন নাই। অরে বৎস। এই পঞ্চ মুদ্রা পঞ্চমকার ইহা দ্বারা কলিকালের মনুষ্যেরা, সাধনা করিতে পটু নহে, একারণ পুনঃ২ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, নতুবা মদ্যপান মৈথুন মৎস্য মাংসাদি আহার করিয়া সাধন করা কঠিন কি? যে কলিকালে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে মদ্যাদির যে অর্থ করিয়াছেন সেইমত সাধন অতি কঠিন, সুতরাং কলিতে নিষেধ হইয়াছে। যেহেতু দিব্য ওবীরভাবে এই পঞ্চমকার সাধনা হয়, কিন্তু কলিযুগে সাধকের ক্ষীণতা জন্য কেবল পশুভাব সাধনাকেই প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

মৎস্যং মাংসং তথামুদ্রাং মদ্যং মৈথুন মেবচ।

এতেপঞ্চ মকারাঃস্যুঃ কলিকালে নচেষ্টদাঃ। ইতি।

কালীবিলাসং।

মৎস্য মাংস, মুদ্রা, মদ্য মৈথুন, এই পঞ্চমকার হয়, ইহা কলিকালে ইষ্টদ নহে। মনুষ্যের চিত্ত স্থির নহে একারণ কলিকালে এসাধনায় নানা বিঘ্নের উৎপত্তি হয়।

দিব্যবীরমতং দেবি কলিকালে নচেষ্টদং।
কলৌপশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীর্ভবেৎ॥

হে দেবি!—দিব্যমত ও বীরমত কলিকালে সাধকের ইষ্টদ নহে। অতএব কলিযুগে সাধনার পক্ষে কেবল পশুমতই প্রশস্ত হয়। একালে পশুমত সাধনাতেই সকল সিদ্ধি লাভ হইবে। অবে বৎস! এই গূঢ়াভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, একালের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা অতি অসঙ্গত। যেমন তোমরা বেদান্তী বলিয়া জানাইতেছ অথচ অসদাচার করিবার অপেক্ষা কি রাখিতেছ? সেইরূপ মদ্য মাংস ভক্ষণ পরায়ণ পর স্ত্রী লোলুপ ব্যক্তিরা তান্ত্রিক বলিয়া জানায়, তন্নিমিত্ত বেদবেদান্ত শাস্ত্রের এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি কোন দোষ স্পর্শ হইতে পারে না।

গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

সত্যান্নপ্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ভূত্যৈন প্রমদিতব্যং।

সত্যে প্রমাদ করা, ও ধর্ম্মে প্রমাদ করা, কুশল কর্ম্মে প্রমাদ করা, ঐশ্বর্য্যে প্রমাদ করা, অকর্ত্তব্য অর্থাৎ এ সকলের ব্যাঘাত করিহ না।

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং নপ্রমদিতব্যং আচার্য্যোদেবভব।
মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব। অতিথিদেবোভব।

হে প্রিয়শিষ্য!—দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্য অর্থাৎ দেবার্চ্চনাদিকার্য্য এবং পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধাদির প্রমাদ করিহ না। গুরুতে দৃঢ়া ভক্তি করিহ, সর্ব্ব দেবজ্ঞানে পূজা পরায়ণ হইও। মাতাতে এবং পিতাতে কি অতিথিতে দেবজ্ঞান করিয়া পূজা পরায়ণ হইও।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সে বিতব্যানি।
নইতরাণি। অস্মাৎ শ্রেয়াং সো ব্রাহ্মাণা স্তেষাং
ত্বয়া সনেন প্রশ্বসিতব্যং।

যে সকল অনবদ্য কর্ম্ম, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম লোকতাঃ ও শাস্ত্রতঃ বিরুদ্ধ না হয়, সেই সকল কর্ম্ম তোমার সেবিতব্য। লোকশাস্ত্র বিদ্বিষ্ট কর্ম্ম সেবিতব্য নহে। আমাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকলকে, আসনাদি প্রদানে তাহাদিগের সমাদর করিহ, অর্থাৎ আদিপদে যথা বিহিত আসন পাদ্যার্ঘ্য প্রদানে তোমারদ্বারা তাঁহারা আশ্বাসিত হইবেন অর্থাৎ পূজিত হইবেন, তুমি দানমান পুরঃসর তাঁহাদিগের পূজা করিহ।

শ্রদ্ধয়াদেয়ং। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং। শ্রিয়াদেয়ং।
হ্রিয়াদেয়ং। সম্বিদাদেয়ং।

যে কিঞ্চিৎ দান করিতে বাসনা হইবে তাহা শ্রদ্ধা পুর্ব্বক দিও। অশ্রদ্ধায় দেয় নহে। শোভন চিত্তে অর্থাৎ প্রসন্ন চিত্তে দান করিহ, লজ্জা পুর্ব্বক অর্থাৎ উভয় সম্মান থাকে এরূপ বিবেচনায় দিও, ধৃষ্টতা পুর্ব্বক দিও না। এবং আপন জ্ঞান বিশ্বাসে দান করিহ, মুঢ়েরন্যায় দান করিহ না।

যদিতে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বৃত্ত বিচিকিৎসা বাস্যাৎ।
যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা
ধর্ম্মকাম্যা স্যুঃ যথাতে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্রবর্ত্তেথাঃ।

যদি তোমার কখন ধর্ম্মে বা কর্ম্মে সংশয় বা সভ্যতা বিষয়ে অর্থাৎ শিষ্টাচার বিশয়ে সংশয় হয়। তবে তত্রস্থ সমদর্শি ব্রাহ্মণেরা অরুক্ষ স্বভাব যে সকল ন্যায় কর্ম্মে যুক্ত এবং ধর্ম্ম কামনাতে যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তুমিও সেই সকল কর্ম্মা চরণ করিয়া তাঁহারা যে পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত, তুমিও সেই পথে প্রবৃত্ত হইবে। ইহার অন্যথা করিহ না।

এষ আদেশ এষ উপদেশ। এষাবেদোপনিষৎ।
এতদনুশাসনং। এবমুপাসিতব্যং এবমুপাসিতব্যং।

এই বেদের আদেশ, এই বেদের উপদেশ, ইহাই বেদের উপনিষৎ অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশ। এই বেদের অনুশাসন ইহাই তোমার উপসিতব্য, অর্থাৎ উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা চরণ করিয়া আত্ম যুক্তিতে কোন কর্ম্ম আচরণ করিহ না,

গৃহস্থ ধর্ম্ম যাজন করিবার এই উপদেশ বেদে কহিয়াছেন

ইহাতেই সকল ধর্ম্ম এক প্রকার বলা হইয়াছে, সর্ব্ব প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্মের মূল এই অনুশাসন। এই বেদানুশাসন কে স্থিরতর রাখিয়া এতদভিপ্রায়ানুসারে অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কিঞ্চিৎ বিপুল করিয়া সর্ব্ব জনের আশু বোধার্থে গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ কহিতেছি। সদাচারাদি নিত্যক্রিয়া পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, এক্ষণে কেবল গৃহিদিগের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যের বিচারোপলক্ষে সদ্গৃহস্থ ও অসৎগৃহস্থের লক্ষণ কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চতুঃশালাবচ্ছিন্ন গৃহে বাস করিয়া শুদ্ধ শিশ্নোদর পরায়ণ হইলেই সদ্গৃহস্থ হয় না, গৃহস্থ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করা অতি কঠিন সাধ্য, এই গৃহস্থ অনেক প্রকার আছে, ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি, যথা বিধানে সকল শ্রবণ করহ। আদৌ উদক কুম্ভ মার্জ্জনী পেশনী উদূখলাদি সংস্থাপন করিবেক যে গৃহস্থ আত্ম কুশলেচ্ছা করিবেন, তাঁহার উচিত যে মন্দির পক্ষী পোষণ করেন, তাহাদিগের দ্বারা সংসারের অমঙ্গল নাশ হয়, মনু কহিয়াছেন। যথা।

শুক্ল পাবাবতশ্চৈব ময়ুরং শুক সারিকং।
গ্রহস্থেন সদা পোষ্যং যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।

শুক্ল পারাবত, আর শুক সারী অর্থাৎ টিয়া কি চন্দনা ও মদনা বা কাকাতুয়া নুরী কাজলা প্রভৃতিকে শুক বলে সালিক ময়না প্রভৃতিকে সারী বলে, আর ময়ূব, এই সকল পক্ষী গৃহস্থেব সর্ব্বদা পোষ্য অর্থাৎ পোষণীয়, যদি আপনার শুভ ইচ্ছা করে।

বিশেষতঃ গৃহস্থ ধর্ম্মে সত্য, দয়া, শান্তি, অহিংসা, পরায়ণ

হইলেই মোক্ষ হয়,সেই গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলে, নচেৎ মুখে আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হয় না। অতএব তল্লক্ষণ কহিতেছি। কেবল সত্য বাক্য কহিলেই সত্যবাদী বলা যায় না, কার্য্যে সত্যাচরণ করিলেই সত্যবাদী বলে, দ্বাদশ প্রকার কার্য্যে এক সত্যধর্ম্ম রক্ষা পায়। যথা।

সত্য।

সত্যবাদী গৃহস্থ লক্ষণ।

অমিথ্যা বচনং সত্যং স্বীকার প্রতিপালনং।
প্রিয়বাক্যং গুরোঃ সেবাং দৃঢ়রূপং ব্রতং কৃতং।
আস্তিক্যং সাধু সঙ্গঞ্চ। পিতুর্মাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
শুচিত্বং ত্রিবিধঞ্চৈব হ্রীরসঞ্চয় এবচ।
এবং দ্বাদশধাঃ সত্যং দয়া মে বদতঃ শৃণু॥ ১ ॥

অমিথ্যা ভাষণের নাম সত্য, ১। অঙ্গীকৃত বিষয় প্রতি পালনের নাম সত্য॥ ২ ॥ প্রিয় বাক্য কথনের নাম সত্য॥ ৩ ॥ গুরুর সেবা পরিচর্য্যা করার নাম সত্য॥ ৪॥ দৃঢ়রূপ ব্রতধারণ অর্থাৎ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠারও নাম সত্য॥ ৫ ॥ আস্তিক্য অর্থাৎ আস্তিকতা পূর্ব্বক দেব দ্বিজার্চ্চনাদি করার নাম সত্য॥ ৬ ॥ সাধু লোকের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করার নাম সত্য॥ ৭ ॥ পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য সাধনার নাম সত্য॥ ৯ ॥ কায়শুদ্ধি, বাক্যশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধির নাম সত্য॥ ১০ ॥ লজ্জার নাম সত্য॥ ১১ ॥ অসঞ্চয়, অর্থাৎ ন্যায্য কর্ম্ম সঙ্কোচ করিয়া আয় না করার নাম সত্য॥ ১২ ॥ এই দ্বাদশ প্রকার ধর্ম্ম যাজন করিলে পর সত্যধর্ম্ম রক্ষা পায়। কেবল সত্য কহিলেই সত্য রক্ষা হয় না। সত্যবাদী

ব্যক্তির বিপদ নাই। যদি কেহ অনার্য্য কর্ম্ম করে, অথচ জিজ্ঞাসা করিলে জনসমাজে সেই অনার্য্যকার্য্যকরিয়াছি সত্য বলে, তাহাতে ঐ বক্তার অনিষ্ট ঘটে, সুতরাং সে সত্যের ফল তাহার লাভ হয় না। যদি কেহ চুরি করিয়া সত্য বলে যে আমি চুরি করিয়াছি,তবে কি সে সত্য বাক্যের ফল পাইবে? সেই সত্য তাহার অসত্যবৎ লোক সমাজে ঘৃণিত এবং রাজ সভাতে তাহাকে দণ্ডী করে॥ ১ ॥

দয়া।

দয়াবান গৃহস্থ লক্ষণ।

পরোপকার দানঞ্চ সর্ব্বদাস্মিত ভাষণং।
বিনয়ো ন্যূনতাভাবঃ স্বীকার সমতা মতিঃ।
ষড়্বিধেয়ং দয়া প্রোক্তাঃ শৃণু শান্তিরথোমুনে॥ ২ ॥

পরোপকার অর্থাৎ পরহিতান্বেষণের নাম দয়া॥ ১॥ সর্ব্বদা হাস্য মুখে বাক্য কথনের নাম দয়া॥ ২ ॥ বিনয়ের নাম দয়া॥ ৩ ॥ ন্যূনতা ভাব শূন্য অর্থাৎ ছোট বড় ভাব রহিতের নাম দয়া॥ ৪॥ স্বীকার প্রতিপালনের নাম দয়া॥ ৫ ॥ সমতামতি অর্থাৎ সর্ব্বজীবে সমান স্নেহের নাম দয়া॥ ৬ ॥ এই ছয় প্রকার দয়া এতদ্ভিন্ন স্বজন হিতান্বেষী হইলে দয়ালু বলে না, অতঃপর শান্তি শ্রবণ করহ॥ ২ ॥

গতবারের শেষ।

শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

অথ সুদর্শন চক্র।

সুদর্শন স্তথাদেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখে চৈবতু দক্ষিণে। ১। ইতি।

ব্রাহ্মে।

সুদর্শনাখ্য চক্রমূর্ত্তির বাম পার্শ্বে এক চক্র ও এক গদা চিহ্ন, দক্ষিণ পার্শ্বে দুই রেখা চিহ্ন, শ্যামবর্ণ, মহাদীপ্তিমান হয়েন। ১।

পদ্মাকারেণ পংক্তি স্যাদযত্র রেখাময়ীভবেৎ।
সসুদর্শন ইত্যেব খ্যাতঃ পুজাফল প্রদঃ। ২। ইতি।

পদ্মাকার দলসমূহ বিশিষ্ট বাহ্য রেখা যুক্ত যে শিলা, অর্থাৎ অন্তরে চক্র নাই এবং অন্তবে ছিদ্র নাই, কেবল বাহ্য এক চক্র, ইহাকেও সুদর্শন বলিয়া খ্যাত করেন, ইঁহার অর্চ্চনাতে মহাফল হয়। ২।

সুদর্শনং দ্বিধাজ্ঞেয়ং লক্ষণং ভাবযোগতঃ।
এক চক্রং শিবোদেশে কৃষ্ণবর্ণ সুখন্তথা।
সুদর্শনঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপাপ প্রণাশনঃ। ৩ ইতি।

ব্রহ্মাণ্ডে।

সুদর্শন চক্র দুই প্রকার হয়, কেবল লক্ষণ যোগে-তেই বিশেষ জানা যায়, মস্তকোপরি এক চক্র, কৃষ্ণবর্ণ মুখ, ইঁহাকেও সুদর্শন বলিয়া জানিবে, ইহার পুজায় সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়। ৩।

পদ্মাকারং বৃহদ্দ্বারং নিম্ননাভিং সুদর্শনং। ৪ ইতি

পদ্মের ন্যায় আকার কিন্তু নাভি দেশ মগ্ন, দ্বার অতি বৃহৎ, ইহাকেও সুদর্শন মূর্ত্তি বলেন। ৪।

বাসুদেব মূর্ত্তি।

দ্বারদেশে সমেচক্রে দৃশ্যেতে নান্তরীয়কে।
বাসুদেবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভিতঃ। ১। ইতি।

নারসিংহে।

দ্বারদেশে দুই চক্র, কিন্তু চক্রেচক্রে সংলগ্ন অন্তর নহে, শুক্লাভ অর্থাৎ কটাবর্ণ, অতিশোভন বাসুদেব মূর্ত্তি। ১।

বাসুদেবঃ সিতঃ দ্বারি সংলগ্নশ্চ দ্বিচক্রকঃ। ২। ইতি।

আগ্নেয়ে।

শ্বেতবর্ণ, বাসুদেব মূর্ত্তি, সংলগ্ন চক্রদ্বয় বিবিশিষ্ট। ২।

দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকংচ সমংস্ফুটং।
বাসুদেবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বকাম ফলপ্রদং। ৩। ইতি।

প্রকৃতি খণ্ডে।

দ্বারদেশে দুই চক্র শ্রী চিহ্ন বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, সমানস্ফুট চক্র চিহ্নাদি, সর্ব্বকাম ফল প্রদ বাসুদেব মূর্ত্তি। ৩।

শুক্লাদি বর্ণসংযুক্তো দ্বিচক্রঃ পদ্মসন্নিভঃ।
বাসুদেবো জগজ্জ্যোতিঃ কৃষ্ণঃ পীতাম্বরোঽব্যয়ঃ। ৪। ইতি।

ব্রাহ্মে।

শুক্লাদি বর্ণ সংযুক্ত, ইত্যর্থে শুক্লপীত কৃষ্ণলোহিতাদি বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট, পদ্মাকার দুই চক্র, ইহাঁকেও বাসুদেব বলা যায়, যিনি জগৎজ্যোতি স্বরূপ কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিশেষ পীতাম্বর ধর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ৪।

প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি।

প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্ম বক্ত্রস্তু পীতবর্ণ স্তথৈবচ।
মকরাভাশ্চ বৈরেখাঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽপিচ। ১। ইতি।
ব্রহ্মাণ্ডে।

অতি সূক্ষ্ম দ্বার, দ্বিচক্র, পীতবর্ণ, মকরাকাররেখা পার্শ্বে এবং পৃষ্ঠ দেশে থাকিলেও প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি বলা যায়। ১।

প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্মচক্রঞ্চ নবীন নীরদ প্রভং।
শুষিরঃ ছিদ্র বহুলং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদং। ২। ইতি।
ব্রাহ্মে।

প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি নবীন মেঘের ন্যায় বর্ণ, গাত্রে অনেক চিদ্র বিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্ম চক্র, গৃহিদিগের সুখপ্রদ হয়েন। ২।

অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি।

কৃষ্ণবর্ণ সমদ্বারঃ চক্রংনাভি সমীপগং।
সূক্ষ্মচক্রং ভবেদূর্দ্ধং পার্শ্বচক্রেণ পুষ্পকৃৎ॥
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বলোকৈপাবনঃ॥ ১॥ ইতি॥
ব্রহ্মাণ্ডে।

কৃষ্ণবর্ণ সমদ্বার নাভি নিকটস্থ চক্র, ঊর্দ্ধ চক্র অতি সূক্ষ্ম, কুসুমাকার পার্শ্বে এক চক্র, ইহার নাম অনিরুদ্ধাখ্য চক্র, সর্ব্বলোকের পাবন হন। ১।

অনিরুদ্ধস্তু পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতিশোভনং।
সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মানীষিণঃ॥ ২॥ ইতি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

পীতবর্ণ অনিরুদ্ধাখ্য মূর্ত্তি, অতি শোভন বর্ত্তুলাকার, সাধুগণেরা বলেন, এই শিলা গৃহস্থদিগের সুখ প্রদায়িনী হয়েন। ২।

অনিরুদ্ধস্তুনীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতি শোভনঃ।
রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠে পদ্মস্তলাঞ্ছিতঃ॥ ৩॥ ইতি।

ব্রাহ্মে।

অতি নীলবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, অতিশোভন, দ্বারদেশে তিন রেখা এবং পৃষ্ঠদেশে পদ্ম চিহ্ন, ইহারও নাম অনিরুদ্ধ। ৩।

পুরুষোত্তম মূর্ত্তি।

মধ্যচক্রঃ সুবর্ণশ্চ মস্তকে পৃথুচক্রকঃ।
পুরুষোত্তমো ভবেদ্দেবঃ পূজকস্য শুভপ্রদঃ॥ ১॥

ব্রহ্মাণ্ডে।

সুবর্ত্তুল মধ্যে চক্র, অতিশোভন বর্ণ বিশিষ্ট, মস্তকে চক্র চিহ্ন, ইহাঁর নাম পুরুষোত্তম, ইনি পূজকের শুভপ্রদ হয়েন। ১।

অতসীপুষ্প সঙ্কাশো বিন্দুনাপরিভূষিতঃ।
পুরুষোত্তম উক্তোঽসৌ সর্ব্বসৌভাগ্য বিবর্দ্ধনঃ॥২॥ ইতি।

পুরাণসংগ্রহে।

মশিনা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্বর্ণবিন্দু বিশিষ্ট, চক্রদ্বয় যুক্ত পুরুষোত্তম মূর্ত্তি, ইনি সমস্ত প্রকার সৌভাগ্য বৃদ্ধি করেন॥ ২॥

বিদিক্ষু দিক্ষুসর্ব্বাসু যস্যোর্দ্ধে দৃশ্যতেমুখং।
পুরুষোত্তমঃ সবিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ॥ ৩॥ ইতি।

ব্রাহ্মে।

দিক্‌বিদিক্ সর্ব্বগাত্রে, এবং ঊর্দ্ধে যাহার মুখ দৃশ্য হয়, ভোগ মোক্ষপ্রদ পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহাকে জানিহ॥ ৩॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে; তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব..... ১৲
বেদান্ত পরিভাষা..... ৸৹
বৈধবাধর্ম্মোদয় প্রথমখণ্ড..... ।৹
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... ।৹
গোস্বামীদিগের গ্রন্থ ভাগবতসার..... ১৷৷০
দ্বৈধভঞ্জিকা..... /০
ভাগবত লক্ষণ প্রথমখণ্ড..... /০
ও দ্বিতীয়খণ্ড..... /০
নিত্যকর্ম্ম..... /০৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত..... ১
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য..... ৬ছয়তঙ্কা

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

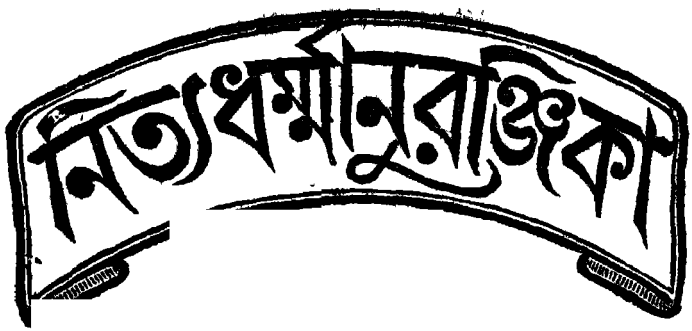

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ আশ্বিন।

শরদ্বর্ণনং।

বর্ষা ঋতুর অবসানে ঋতুরাজ শরৎ প্রবর্ত্ত হইয়া অবনীতলস্থ সমস্ত জীব নিকরের আনন্দসন্দোহ দোহন করিতে লাগিল। কিবা শরৎকালোচিত প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি রাজিত বনোপবন সকল অসীম শোভা সম্ধারণ করিল, আসার ধারাভিষিক্ত নবপল্লবিত তরুবরগণের শোভা সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বজন চিত্ত

সুশীতল হইতে লাগিল। এবং নিশামুখে প্রস্ফোটিত শরন্মল্লিকা গন্ধ লইয়া গন্ধবহ দশদিক্‌কে তদ্গন্ধে আমোদিত করিল, নির্ম্মল নীলীম নভোমণ্ডলে সমুদিত কুমুদিনীকান্ত যামিনী ধ্বান্ত বিনাশন পূর্ব্বক দিক পরিধিকে সম্যক্‌দ্যোতমান করিয়া তুলিলেন। সর্ব্বতঃ প্রকারে সর্ব্বত্র কর বিস্তার করতঃ তীগ্মাংশু কিরণ তাপিত ধরা মণ্ডলকে শিশীরী কৃত করিয়া ভগবন্মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। কুন্দুমন্দার বক পাটল যবা পদ্ম নালীককুল বিকশিত নিলীন ষট্‌পদাবলি বলিত ফল নিনাদে দশদিক্‌কে নিনাদিত করিল, অতীব স্বচ্ছ শরৎ সমুদয়ে, স্বচ্ছাম্বু পরিপুরিত সরোবর সকল দিক্‌ সুন্দরীদিগের বদন সৌন্দর্য্য সন্দর্শনীয় মুকুরবৎ পরিশোভিত হইতেছে। সরোবরান্তর নীলাম্বু তরঙ্গ সংঙ্গ প্রসঙ্গ হংস সারসাদি বিহঙ্গমণ্ডিত, শতদল কমল কৈরবকুল প্রস্ফোটিত তারকাজাল পরিবেষ্টিত নভোমণ্ডলের ন্যায় মনোহরণীয় শোভা সন্ধারণ করিল। বিকসিত কনককমল মারুতাহত জলোর্ম্মি মালাতে দোদুল্যমান হইতেছে, তদ্দর্শনে ভুবি ভাবক জনগণের মনোমধ্যে আরো নিগূঢ় ভাবের উদয় হইতে লাগিল, যাদৃশ জলনিধি মন্থন কালে মন্দরাহত জলতরঙ্গ সঙ্গে উত্থিত কমলালয়ার সুশোভন মুখারবিন্দ শোভা সুরকুলের সুদর্শনীয়া হইয়াছিল, তাদৃশ সরোবর হইতেরমানন নিভ সরোজ সকল উত্থিত হইয়া জনসকলের চিত্তে নিরতিশয় আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এবং পরস্পর বনসরোবরে মত্ত মধুপমালা মণ্ডিত বিকশিত কুসুম সরোজ

কল্পিত নয়ন ধারণ পূর্ব্বক উভয়েই উভয় শোভা সন্দর্শনে জাতবিস্ময় অনিমিষনেত্র প্রায় চকিত হইয়া রহিয়াছে। দিব্য হীরক খচিত নীলীম চন্দ্রাতপবৎ উডুগণ মণ্ডিত নভোমণ্ডল পরম কিবা রমণীয় শোভা সঞ্চারণ করিল। শর্ব্বরী মুখে সমুদিত ভুষারকরকিরণ বিস্তার করতঃ ধবল কর্পুরবৎ তুহিন বর্ষণ পূর্ব্বক ধরণীতলকে পরম শোভিত করিতে লাগিলেন চন্দ্রমণ্ডল বিগলিত পীযূষপান শীল চকোরকুল নির্ম্মল গগণ মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইয়া নিরাপদ স্বপদ বিষ্ণুপদে পরমানন্দ চিত্তে চন্দ্র চন্দ্রিকা পানে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। শ্বেতরক্ত নীল পীতাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট পক্কশালি নিচয়ে ক্ষেত্র সকল এরূপ পরিশোভিত হইল, যেন উচ্চাবচ নানাবর্ণ কুসুমাঞ্জলি প্রদানে জগজ্জননী ধরণী দেবী জনগণ কর্ত্তৃক পরিপুজিতা হইতেছেন।

এবং শরৎ শোভা সন্দর্শন করিয়া পরমার্থ রসিক ভক্ত জনগণের মনে অপরিসীম ভগবদ্ভক্তি রসেরও উদয় হইতে লাগিল যেরূপ প্রাণায়াম প্রভাবে সাধক দিগের সমস্ত দোষ পরাহত হৃদয়াকাশ সুনির্ম্মল হয়। শরৎকালাগত পরুষ বায়ুদ্বারা মেঘ সকল অন্তরিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল ও সেই রূপ সুনির্ম্মল হইল, যদ্রূপ যোগভ্রষ্ট যোগিগণেরা পুনর্ব্বার যোগ সাধন দ্বারা স্বপ্রকৃতিকে লাভ করিয়া থাকেন। এবং বর্ষাগলিত গৈরিক ধাতু মিশ্রিত জলাশয়ের জল সকল শরচ্চন্দ্রাংশু পাতে বিগতরজ হইয়া স্বপ্রকৃতিতে আগত হইতে লাগিল। ধরামণ্ডলের কেদার মলকে তাদৃশ শরদর্ক অপহরণ করিতে লাগিলেন, যাদৃশ ভগবদ্ভক্তিমান

জনগণের সমস্ত অশুভকে ভগবদ্ভক্তিরূপ চণ্ডাংশু অপহরণ করেন। নির্ম্মেঘ ব্যোম মণ্ডল স্বচ্ছ শুভ্রতা ধারণ করিলে জন সকলের চিত্ত তাদৃশ পরিশুদ্ধ হইল,। যাদৃশ দারাপত্য কুটুম্ব ভরণ পোষণ চেষ্টা পরাংমুখ সাধুগণেরা সন্ন্যাসাশ্রমে স্থিতি করিয়া নিষ্কিল্বিষ হয়েন। শরৎ কালোত্থিত মেঘসকল কদাচিৎ কুত্রাপি জীবের কল্যাণার্থ স্বল্পবারিবর্ষণ, কুত্রাপি বর্ষাকালের ন্যায় নিয়ত বহুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যাদৃশ জীবহিতার্থে জ্ঞানীগণেরা কৃপা প্রকাশে কদাচিৎ কল্যাণার্থ জ্ঞানামৃত বিতরণ করেন, কাহাকেও বা নিয়ত ধর্ম্ম কর্ম্মার্থ বর্ষাবারি বর্ষণ ন্যায় করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। শরদর্কতাপে মৎস্যাদি জলচরগণেরা অনুদিন ক্ষীয়মাণ অগাধ জলের উপলব্ধি করিতে পারে না। যদ্রূপ পুত্র কলত্র কুটুম্ব ভরণপোষণার্থ ব্যগ্রধী মুগ্ধ সংসারিগণেরা ক্ষীয়মাণ আত্মপরমায়ুর বোধ করিতে অক্ষম হয়। স্বল্পজলেচর মৎস্যাদিরা শরৎকালোদিত সূর্য্যের তীব্রাংশু জনিততাপে তদ্রূপ পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিজিতেন্দ্রিয় কুটুম্ব ভরণার্থ দরিদ্রজনেরা পরম দুঃখ স্বরূপ তীব্রাংশু জ্বালাতে যদ্রূপ পরিতপ্ত হয়। অল্পোৎ ধরাতলস্থ কর্দ্দমকে তৃণ শস্যাদিগণে তাদৃশ পরিত্যাগ করিতেছে। যাদৃশ অনাত্মাশরীরাদিতে অহং বুদ্ধিরূপ মমতাকে সাধুগণেরা ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শরদাগমে সরিৎ সাগরাদির জলরাশি সেইরূপ নিশ্চল তরঙ্গ রহিত হইতেছে। যেরূপ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানে মুনিগণেরা বেদশাস্ত্রাদির বিচারে বিরত হইয়া নিশ্চলত্ব রূপ

ধারণ করেন। কর্ষকেরা ক্ষেত্র কেদার হইতে নির্গত জলরক্ষার্থে তাদৃশ দৃঢ় সেতুবন্ধন দ্বারা জলনির্গমন পথকে অবরোধ করিতে লাগিল। যাদৃশ প্রাণবায়ু দ্বারা পরমায়ু স্রব জানিয়া যোগীগণেরা প্রাণায়ামযোগে কুম্ভক রূপ দৃঢ় সেতুবন্ধন দ্বারা প্রাণবায়ুকে অবরোধকরেন। শরৎ কালোদিত সূর্য্যের তীব্রাংশুজনিত প্রাণিগণের তাপ সকল সুধাকর সুধাবর্ষণ দ্বারা তাদৃশ অপহরণ করিতে লাগিলেন। যাদৃশ ভগবান্ ভক্তগণের দেহাভিমান জনিত পরিতাপ সকলকে অপহরণ করেন। তারকা জালমালা মণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ মণ্ডল তদ্রূপ পরিশোভিত হইল। সত্ত্বগুণাবলম্বি সাধুদিগের চিত্ত শব্দ ব্রহ্মার্থ দর্শন করিয়া যদ্রূপ পরিশুদ্ধ হয়। শরৎকালের সুধাময়ী যামিনীর পৌর্ণমাসীতে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উডুমণ্ডল মণ্ডিত অখণ্ডচন্দ্রমণ্ডল তাদৃশ পরিশোভিত হইতে লাগিলেন। যাদৃশ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে গোপীমণ্ডলমণ্ডিত বৃন্দাবন ভূমি প্রদেশে রাসমণ্ডলোপরি অখণ্ডমণ্ডলাকার পরি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে পরিশোভিত হইয়াছিলেন। সুপুষ্পিত বনস্পর্শিবায়ু সেবন করতঃ শরৎকালে প্রাণিবর্গেরা অত্যুষ্ণ তাপকে তদ্রূপ পরিবর্জ্জন করিতেছেন। যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হৃতচেতা বৃন্দাবন বাসিনী কৃষ্ণাশ্লিষ্টা গোপীগণেরা সংসারের সমস্ত তাপকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। গাবীগণও মৃগীগণ ও পক্ষিণীগণ এবং নারীগণ সকলে প্রাপ্ত শরৎকালে পুষ্পবতী হইয়া স্বস্ব জাতীয় পুরুষ সহিত তদ্রূপ সংমিলিতা হইতেছে। যদ্রূপ ভোগাভিলাষী পুরুষদিগের ঈরোদ্দেশে

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল ফলের সহিত সংযুক্তা হয়। বিদ্যমান সুপ্রসন্ন রাজা কর্ত্তৃক দস্যুভয় নিরাকৃত হইলে প্রজা সকল যাদৃশ স্বীয় স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করতঃ প্রফুল্লচিত্ত হয়। তাদৃশ সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া সরোবর স্থিত পদ্মমালা সুপ্রফুল্লাহইতে লাগিল। অরাজকে দস্যুভয়ে প্রজানিচয়ে স্বধন গোপন করতঃ যাদৃশ ম্লান হইয়া থাকে। বিনা যামিনী নাথে কৈরব কুলও একবারে তাদৃশ স্বীয় মালিন্যকে ধারণ করিল। বণিক বৃত্ত্যুপজীবীগণ, এবং নরপতীগণ বর্ষাকলে স্বস্ব গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন পুনঃ শরদাগমে বহির্নির্গত হইয়া সকলেই তদ্রূপ আপন আপন অর্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ প্রাবিট্‌কালে গৃহস্থাশ্রমে অবরুদ্ধ সিদ্ধগণেরা শরদাগম দেখিয়া নিজাভীষ্টার্থ অন্বেষণে বহির্নির্গত হয়েন। এই সকল ঋতু কালে কালে উদয় হইয়া আপন আপন মহিমা প্রকাশ করতঃ কালরূপী ভগবানের উদার লীলা বিষয়ের নিয়ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই জ্ঞান বিশ্বাসে অবধারণা করার অত্যন্ত আবশ্যক হয়। অর্থাৎ এই সকল আশ্চর্য্যকার্য্যের স্রষ্টা তিনিই হয়েন।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে পরিব্রাজকাচার্য্য। আপনি পরম সাধু সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা আমি বিলক্ষণ-রূপ উপলব্ধি করিলাম, অর্থাৎ পঞ্চমকারের যদি এই রূপই যথার্থ অর্থ হয়, তবে যাহারা সামান্য মদ্য পান, ও মৎস্য ও মাংস আহার এবং যুবতি স্ত্রীগণের সহিত রতিক্রীড়া করণ পূর্ব্বক, তাহাকে মুক্তিপ্রদ বলিয়া সাধনা করে, তবে সেই সকল ব্যক্তির কি রূপ গতি পরকালে লাভ হইতে পারে!

পরমহংসের উত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্। তুমি যে পঞ্চম-কারের প্রতি পুনঃপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার উত্তর এই যে যাহারা পঞ্চমকারের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া বাহ্যে ঐ সকল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধি বিক্রিয়ার এবং ব্যবহারাদির উপর ঐ সকল কদর্য্য কার্য্যের নিতান্ত নির্ভর জানিবে। কেননা, সেই সকল অনার্য্য শীল ব্যক্তিরা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ পঞ্চমকারের সাধারণার্থকেই গ্রহণ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট দেবতার তুষ্টিজনক হয় বলিয়া যথেষ্টা চারির ন্যায় মদ্য মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনাদিতে মহা আমোদ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে মুক্তি পদলাভ কি হইবে বরং দেহাবসানে মহানরক জালেই আপতিত হয়। যথা। তন্ত্রং।

কলৌপ্রায় মহেশানি রাজসাস্তামসাস্তথা।
নির্বিদ্ধাচরণাঃসন্তঃ মোহয়ন্ত্য পরান্ বহূন্।
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম মকিৰ্যাৰ্পয়ন্তিতে।

ভুত প্রেত পিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ইতি।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন। হে মহেশ্বরি! হে সুরেশ্বরি, কলিযুগে মানবমাত্র প্রায় রজোগুণ ও তমোগুণ বিশিষ্ট হইবে, ইহারা বেদশাস্ত্রাদি উক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাংমুখ হইয়া নিষিদ্ধাচার পরায়ণ হইবে। কেবল আপনারাই যথেষ্টাচারী হইবে এমত নহে, অপর বহু লোককেও ভুলাইয়া ঐ মত গ্রহণ করাইবে। হে সুরেশ্বরি। তোমাকে ও আমাকে মদ্য মাংস রক্তপ্রিয় বলিয়া ঐ সকল কদর্য্য দ্রব্য নিবেদন করিবে, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচার না করিয়া সকল জাতি একত্র মিলিত হইয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ মদ্যাদি পান করিবে, সেই সকল যথেষ্টাচারিগণ, ইহ জন্ম কৃত ঐ নিষিদ্ধাচরণ করণ জন্য অন্তেভুত প্রেত পিশাচ ব্রহ্ম রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইবে।

ফলিতার্থ বর্ত্তমান কালে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীগণেরা যেমন লোক ভুলাইয়া দলপুষ্টি করতঃ বেদ বিরুদ্ধমতকে প্রসিদ্ধমত বলিয়া গ্রহণ করাইতেছে। ঐ সকল ভ্রষ্ট লোকেরাও তন্ত্রমত বলিয়া ঐ কদর্য্যমত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, প্রকৃত পঞ্চমকারের অসাধ্যতা প্রযুক্ত এই বাহ্য পঞ্চমকারকে গ্রহণ করিয়া সাধক রূপে প্রতিপন্ন হইয়া আপন আপন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ উপায় স্থির করিয়া লইয়াছে। মদ্যাদি পান করা যদিও নিকৃষ্ট কর্ম্ম বটে,তথাপি তন্মধ্যে মদ্যের এক গুণ আছে. অর্থাৎ পুর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়া মদ্যপান করে, পানানন্তর মত্ততা জন্মিলেও পূর্ব্ব চিন্তিত সেই বিষয়ে ঐ

কান্তিকী নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং মদ্যপায়ী সাধকদিগের কিঞ্চিৎ কাল ভগবানের প্রতি তামসী নিষ্ঠা উপস্থিত হয়, সেই নিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া কোন নারীকে আনিয়া স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী জ্ঞানে তাঁহার প্রতি প্রীতি জন্মাইবার এবং তাঁহার আসক্তি পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে সুরাপান করাইয়া প্রসাদ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ আপনি পান মাত্র করে, এবং আত্ম সুখার্থে কামার্ত্ত না হইয়া রতিক্রীড়া করে, অর্থাৎ রতিপ্রিয়া প্রকৃতি রূপা দেবীবোধে তৎ তৃপ্ত্যর্থে শৃঙ্গারাদি করে। তবে ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্পাদিত জন্য তাদৃক দোষাবহ হয় না, যাদৃশ উদ্ধতরূপে সম্পাদন করাতে দোষযুক্ত হয়। ঈশ্বরানুচিন্তন দ্বারা তাহাদিগের ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব, এবং কালে ভগবানে ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা? অর্থাৎ ঈশ্বর ভজনা না করার অপেক্ষা এরূপ করাও শ্রেয় হয়। যাহারা কামকার নিজ সুখার্থে মদ্যাদিপান, মৎস মাংসাহার, এবং পরস্ত্রী সম্ভোগাদি করে, তাহাদিগের শাস্ত্র সিদ্ধ অপকৃষ্টাগতিই হইয়া থাকে, এবং ইহলোকে মাতাল ও লম্পট পুরুষদিগের যেরূপ সম্মান, লোক সমাজে তাহাদিগেরও সেই রূপ সম্মান লাভ হয়।

ভা কৃতজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে প্রভো? ইহাতে ইষ্ট এবং অনিষ্ট এতদুভয় ঘটনা হইতে পারে এমত সম্ভাবনা আছে। এ রূপ ভয়ঙ্কর পঞ্চমকার সাধনার কারণ কি? বরং নিঃসংশয় যাহাতে ইষ্ট সাধন হইতে পারে এমত সাধনার বিধান শাস্ত্রে থাকাই সম্ভব। মহাদেব শিব এরূপ

শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া কেবল শংশয় সাগরেই লোক সকলকে নিমগ্ন করিয়াছেন।

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস!—তোমাকে এতদ্বিষয়ের অনেক কথা পুর্ব্বে কহিয়াছি, অনাদি নিধন ভূতেশ্বর মহাদেব বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতীত অশিষ্ট সম্মত উপদেশ কোন তন্ত্রেই করেন নাই, তবে অনেকানেক লোকে অনেক প্রকার তন্ত্র রচনা করিয়া আপন আপন নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শিব উক্ত এই তন্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্!—তন্ত্রকার মানবদিগের আত্ম নাম গোপন করিয়া শিব নামে উক্ত কথায় শুদ্ধ কপটতা প্রকাশ হইয়াছে, অতএব এ রূপ প্রবঞ্চক ব্যক্তিদিগকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া কি রূপে মান্য করা যাইতে পারে?

পরমহংসের উত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্!—অবভজ্ঞ মূর্খলোকেরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া শাসন দিলে যাদৃশ বিশ্বাস করে, মানব বচনে তাদৃশ বিশ্বাস কখনই করে না। এতজ্জন্য ঈশ্বরোক্তি বলিয়া তন্ত্রবচনা করিয়া গিয়াছেন, ফলিতার্থ সে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসনার প্রবৃত্তি জনক হিতকারী হয়,সুতরাং তাহা মনুষ্য কৃত হইলেও নিন্দনীয় নহে।—বস্তুতঃ সেই সকল গ্রন্থকারেরা মহাপুরুষ,জনহিতার্থেই নানা প্রবন্ধে কৌশলক্রমে নানা প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। আদৌ গুণানুসারে মনুষ্য লোকের সদসৎ প্রবৃত্তি জন্মে, অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই সেবিষয়ে তাহাকে প্রবৃত্ত করা অতি কঠিন, এবং করিলেও তাহা বিফল হয়, অনিচ্ছায় কোন কর্ম্মেই কাহার মনোভিনিবিষ্ট হয় না, এবং উৎসাহও জন্মে না। সত্ত্বগু-

গাবলম্বিদিগকে বৈরাগ্যোপদেশ করিলে সংপূর্ণ যত্নসহকারে তাহা গ্রহণ করে, রজোগুণাধিক পুরুষকে রাজসকর্ম্মের উপদেশ দিলে সে তাহাতে সম্মত হয়। তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা তামস কর্ম্মের উপদেশ গ্রহণে যে রূপ যত্নবান হয়, সাত্ত্বিকোপদেশ করিলে তাহারা কখনই পরিগ্রহণ করে না। তাহারা তামস কর্ম্মা মদ্য মাংস ভোজনেই নিয়ত হর্ষের আহরণ করিয়া থাকে, সুতরাং তামসী উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয় হয়। নতুবা সাত্ত্বিকী উপাসনায় আনিতে চাহিলেই তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠে।—একারণ মহাকারুণিক মহাত্মাগণেরা শিবোক্তিব্যাজে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তামসদিগকে ভগবৎ ভজনার পথে আনিবার নিমিত্ত তাহাদিগের ব্যবহারানুরূপ উপাসনার পথ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যথার্থ শিব উক্ত পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থকে গোপন করিয়া বাহ্য পঞ্চমকার সাধনা করিতে বিধি দিয়াছেন। কেননা যাহারা নিয়ত মদ্যপান ও অবৈধ মাংসাদি ভোজন এবং পরস্ত্রী সম্ভোগেই রত থাকে, তাহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ শ্রুতিপথে স্থান দান করে না। সুতরাং তাহাদিগের উদ্ধারার্থে ঐ ব্যবহারের সহিত পরমার্থোপদেশের জন্য বীরাচার মতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ঐ আচারকে গৌণকল্পে মুক্তির পথ বলিতে হইবে? নতুবা হইারা এককালেই নাস্তিক হইয়া যায়। তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। যদ্রূপ কোন রোগী ব্যক্তির সর্ব্বদা মিষ্টরসযুক্ত সামগ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি, সেই রোগী কটু তিক্ত দ্রব্যৌষধি মাত্রই ভোজন

করিতে চাহে না, কিন্তু বিনা ঔষধ সেবনে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে, অতএব সুবুদ্ধিমান বৈদ্য রোগবর্দ্ধক মিষ্টান্ন মধ্যে ও দিব্যৌষধি মিশ্রিত করতঃ আহার করাইয়া কালে তাহাকে রোগে হইতে পরিমুক্ত করেন। তদ্রূপ তাহাদিগের সত্বগুণ বিরোধি মদ্য মাংস স্ত্রীসেবনাদি অনিষ্টোৎপাদক কর্ম্মের মধ্যে ভগবদারাধনা রূপ ভবরোগের মহৌষধি মিশ্রিত করিয়া উপদেশ করিয়া গিয়াছেন,যে ইহাতে ও ভবরোগের শান্তি কালে হইতে পারিবে। যাহারা কোন উপাসনা করে না তাহাদিগের পক্ষে ঐ উপদেশ উত্তম কল্প বলিতে হয়। কেননা (অকরণাৎ মন্দ করণ শ্রেয়ঃ) না করার অপেক্ষা এরূপেও উপাসনা করা শ্রেয়স্কর জানিবে। কালে ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুচিন্তন বলে ক্রমে শুদ্ধ সত্বগুণে অধিষ্ঠান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

শান্তি

শান্তি মদ্গৃহস্থ লক্ষণ।
অনসূয়াত্ম সন্তোষ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অসঙ্গমো মৌনমেবং দেব পূজা বিধৌমতিঃ।
অকুতশ্চিদ্ভয়ত্বঞ্চ গাম্ভীর্য্যং স্থির চিত্ততা।
অকক্ষভাবঃ সর্ব্বত্র নিস্পৃহত্বং দৃঢ়ামতিঃ।
বির্জ্জনং হাকার্য্যাণাং সমঃ পূজাপমানয়োঃ।

শ্লাঘা পরগুণেঽস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং ধৃতি স্তথা।
আতিথ্যঞ্চ জপোহোম স্তীর্থ সেবার্য্য সেবনং।
অমৎসরো বন্ধ মোক্ষ জ্ঞানং সন্ন্যাস ভাবনা।
সহিষ্ণুতাচ দুঃখেষু অকার্পণ্যম মূর্খতা।
এব মাদি গুণা বিপ্রা শান্তিত্বেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

অনসূয়া অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ না করণের নাম শান্তি। ১। সর্ব্বথা আত্ম সন্তোষের নাম শান্তি। ২। ইন্দ্রিয় সংযমের নাম শান্তি। ৩। জনসঙ্গ বা ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগের নাম শান্তি ॥ ৪ ॥ মৌনাবলম্বন অর্থাৎ প্রয়োজন ভিন্নবাক্য অকথনের নাম শান্তি ॥ ৫ ॥ গাম্ভীর্য্যের নাম শান্তি ॥ ৬ ॥ দেবতা পূজার বিধানে দৃঢ়ামতি করার নাম শান্তি ॥ ৭ ॥ যাহাতে কোন ভয়োৎপন্ন না হয়, এমত কর্ম্ম সমাচরণের নাম শান্তি। ৮। চিত্তের স্থিরতার নাম শান্তি ॥ ৯ ॥ সর্ব্বত্রে অরুক্ষভাব প্রকাশনের নাম শান্তি ॥ ১০ ॥ আর আকাংক্ষা রহিতের নাম শান্তি ॥ ১১ ॥ বুদ্ধির দৃঢ়তার নাম শান্তি ॥ ১২ ॥ লোকশাস্ত্র বিদ্বিষ্ট সমস্ত অকার্য্য বর্জ্জনের নাম শান্তি ॥ ১৩ ॥ আদর অনাদর অর্থাৎ মানাপমানে সমজ্ঞানের নাম শান্তি ॥ ১৪ ॥ পরনিন্দা পরাংমুখ হইয়া পরগুণ প্রশংসা করার নাম শান্তি ॥ ১৫ ॥ অস্তেয় অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণে অরুচি বা চৌর্য্যাদি না করণের নাম শান্তি ॥ ১৬ ॥ ধৃতি ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করণের নাম শান্তি, অর্থাৎ লোভোপরতিকে শান্তি বলে ॥ ১৭ ॥ ধৈর্য্যগুণের অবলম্বন করার নাম শান্তি ॥ ১৮ ॥ ক্ষমাগুণ অর্থাৎ

অপকারি প্রতি অপকার না করার নাম শান্তি ॥ ১৯ ॥ অতিথি সেবা পরায়ণতার নাম শান্তি ॥ ২০ ॥ ইষ্ট মন্ত্র অথবা ভগবন্নাম জপাদি এবং নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবদর্চ্চনার নাম শান্তি ॥ ২১ ॥ তীর্থ সেবা পরায়ণতাকেও শান্তি বলেন ॥ ২২ ॥ আর্য্যব্যক্তির সেবা অথবা অনবদ্য কর্ম্ম সেবনের নাম শান্তি ॥ ২৩ ॥ অনভিমানতার নাম শান্তি ॥ ২৪ ॥ বন্ধজ্ঞান ও মোক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ এই কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয়, এই কর্ম্মে মোক্ষহয়, ইহা বিবেচনা করিয়া মোক্ষ পদবীতে চিত্তাভি নিবেশ করার নাম শান্তি ॥ ২৫ ॥ সন্ন্যাস ভাবনা অর্থাৎ মানসে সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগ রূপ ভাবনা দ্বারা সংসারে নির্লিপ্ত থাকার নাম শান্তি ॥ ২৬ ॥ সর্ব্ব দুঃখ সহিষ্ণুতা অর্থাৎ দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হওয়ার নাম শান্তি ॥ ২৭ ॥ অকার্পণ্য অর্থাৎ দীনতা মানস ত্যাগের নাম শান্তি ॥ ২৮ ॥ অমুর্খতা অর্থাৎ ঘৃণা লজ্জা মানাপমানাদি অষ্টপাশের পরিত্যাগ করার নাম শান্তি ॥ ২৯ ॥ এই সকল গুণ, যাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহাই শান্তিত্বে কথিত হইল ॥ ৪ ॥

অহিংসা।

অহিংসক গৃহস্থ লক্ষণ।

অহিংসাত্বাসনজয়ঃ পরপীড়া বিবর্জ্জনং।
শ্রদ্ধা চাতিথি সেবাচ শান্তরূপং প্রদর্শনং।
আত্মীয়তাচ সর্ব্বত্র স্বাত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মসু।
ইতি নানা বিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে॥ ৪ ॥

আসন জয়ের নাম অহিংসা, কোন মতে পর পীড়া না দেওয়ার নাম অহিংসা। শ্রদ্ধা বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার নাম অহিংসা। অতিথি সেবা পরায়ণতাকে অহিংসা বলে। উগ্রভাব পরিত্যাগ পূর্ব্ব শান্তরূপ প্রদর্শন কারানকে অহিংসাবলে। সকলের সহিত সর্ব্বত্র আত্মীয়তা করণের নাম অহিংসা। আপনার তুল্য পরাত্মাকে দর্শন অর্থাৎ আত্মদুঃখ সুখাদির ন্যায় অপরের সুখ দুঃখাদি সমান দর্শন করার নাম অহিংসা। এই প্রকার নানাবিধা ক্রিয়াকে অহিংসা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

এই চারি প্রকার কর্ম্ম গৃহস্থ দিগের সর্ব্বদা সেবনীয়, এরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস যুক্ত গৃহস্থের, সর্ব্বতো ভাবে কল্যাণ হয়, এবং এই গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ট গৃহস্থবলে। মনু কহিয়াছেন।

জ্ঞানেনৈবা পরেবিপ্র যজন্তেতে মখৈঃসদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেতাং পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা॥

অপর ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানের সহিত নিত্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমাচরণ করেন। তাঁহারা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দেখিয়াছেন যে সমস্ত ক্রিয়াই জ্ঞান মূলা হয়॥ ০ ॥

আধুনিক ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা এইশ্লোকের অর্থ এরূপে জানান, যে ব্রহ্মনিষ্ঠগৃহস্থেরা শাস্ত্রে পঞ্চ যজ্ঞাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছেন, যে জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা সকল ক্রিয়ার মূল হয়েন, অতএব তাঁহারা পঞ্চ যজ্ঞাদি কর্ম্ম এক জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন করেন। ইহা

বলিয়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন। ফলে তাঁহাদিগের কৃত এই অর্থ সদর্থ নহে, যে হেতু জ্ঞানেন, শব্দে সহ তৃতীয়া মান্য করিতে হইবে, ইহার প্রমাণ ভবিষ্য পুরাণে ১ অধ্যায়ের উপরিভাগে মধ্যতন্ত্রে স্পষ্ট করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন।

কর্ম্মণা প্রাপ্যতেধর্ম্মো জ্ঞানেনচ ন সংশয়ঃ।
তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং কর্ম্মযোগং সমাশ্রয়েৎ॥

জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে,সেই কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম লাভ হয় ইহাতে সংশয় নাই, অতএব জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম যোগের সমাশ্রয় করিবেক। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে গৃহিব্যক্তির পরম পদ লাভ হয়।

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকং।
জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তিঃস্যাৎ প্রবৃত্তি র্ব্বর্ত্ততেঽন্যথা।
নিবৃত্তিং সেবমানস্তু যাতিতৎ পরমং পদং॥

বৈদিক কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপে দ্বিবিধ প্রকার হয়। জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মের নাম নিবৃত্তি, অর্থাৎ ফলাভি সন্ধান ব্যতীত ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করণ, যাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে তাহার নাম নিবৃত্তি। তাহার অন্যথা ভোগেচ্ছু হইয়া ফলাভি সন্ধানে কর্ম্মকরাকে প্রবৃত্তি বলে। অতএব নিবৃত্তিকে সেবা করিলে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে, গৃহীরা সেই পরম পদে গমন করেন। সংসারে সংসারীর মত কর্ম্ম করিবে, সংসারে থাকিয়া না হয় এমত সাধনাই নাই। গৃহস্থ ব্যক্তি কি অন্যাশ্রমীই হউক্ কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে কিছুই হয়না।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বঃ স্মৃতোধর্ম্মঃ শ্রদ্ধামধ্যাস্ত সংস্থিতাঃ।
শ্রদ্ধানিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাস্তু ধর্ম্মাঃশ্রদ্ধৈব কীর্ত্তিতাঃ॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণই শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। বিশ্বাসের মধ্যেই ধর্ম্মের অবস্থান। বিশ্বাসেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মই শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে কহিয়াছেন। বিশ্বাস ব্যতীত শুদ্ধ তর্কদ্বারা ধর্ম্মের মূল উচ্ছিন্ন হয। অতএব গৃহি ব্যক্তিরা সাবধান পূর্ব্বক বিশ্বাস রাখিয়া পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে যে রূপ কর্ম্ম প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, সেই রূপে কর্ম্মের সমাচরণ করিলে, পরম নিঃশ্রেয়স যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যথার্থ ষড়্বিংশতিদোষে পরিমুক্ত ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠগৃহস্থ বলে. সেই সকল লক্ষণ সম্যক কহিতে হইলে বহুকাল ক্ষেপ হইয়া যায়, একারণ তাহাঁর গোটাকয়েক লক্ষণ লিখিয়া জানাইতেছি, ঐ সকল দোষে পরিমুক্ত ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও পরিমুক্ত হয়, সুতরাং কঠিন সাধ্য গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিতে শক্ত না হওন বিধায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ সরল পথে গমন করে, গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করি বলিলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হয় না। ষড়্বিংশতি প্রকার দোষকে বর্জ্জন করিতে পারিলে গৃহস্থ ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহার প্রভেদ পঞ্চাশীতি প্রকার, তন্মধ্যে কতিপয় লক্ষণ কহিতেছি।

ষড়্বিংশতি দোষমহা নরা নরক ভীরবঃ।
বিমুক্তৈব বসেত্তীর্থে গ্রামে বা পত্তনে বসেৎ॥ ইতি।

গৃহস্থ ধর্ম্মে এই ষড়বিংশতি প্রকার মহাদোষ নরক ভীরু মানবেরা এসকলকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে বা গ্রামে কি নগরে যেখানে সেখানে বাস করুক্ সর্ব্বত্রেই জয় লাভ হয়। ইহা উত্তরাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন।

অধমো বিষমশ্চৈব পশুশ্চ পিশুনস্তথা।
পাপিষ্ঠ নষ্ট কষ্টাশ্চ রুষ্টো দুষ্টশ্চ লুব্ধকঃ।
হৃষ্ট কুণ্ঠশ্চ অন্ধশ্চ কাণশ্চৈব তথাপরঃ।
রক্ত খড়্গো গুণাগুণ শ্চণ্ডশ্চৈবা পরস্তথা।
নীচঃ খলশ্চ বাচালঃ কদর্য্য শ্চপলস্তথা।

মলীমসশ্চ স্তেয়শ্চ ষড়্ বিংশতি রমীমতাঃ
প্রস্তাবেচাপি বিপ্রেন্দ্রাঃ পঞ্চাশীতি র্নিগদ্যতে॥

অধম, বিষম, পশু, পিশুন, পাপিষ্ঠ, নষ্ট, কষ্ট, রুষ্ট, দুষ্ট, লুব্ধ। হৃষ্ট, কুণ্ঠ, অন্ধ, কাণ, রক্ত, খড়্গ, গুণাগুণ, চণ্ড, নীচ, খল, বাচাল, কদর্য্য, চপল, মলীমস, স্তেয়, এই ষড়্ বিংশতি প্রকার দোষ উক্ত হইয়াছে, প্রস্তাব ভেদে এই ষড়্ বিংশতি দোষ পঞ্চাশীতি প্রকার হয়।

অধনোত্র দ্বিধাবিদ্যা দ্বিষমস্যাদ্দ্বিধামতঃ।
পশুশ্চতু র্ব্বিধশ্চৈব পিশুনোপিহি বৈদ্বিজাঃ।
ত্রিধাচাপিচ পাপিষ্ঠা নষ্ট সপ্তবিধঃ স্মৃতঃ।
কষ্টস্যাৎ পঞ্চধাজ্ঞেয়াঃ রুষ্টোপিস্যাত্রিধাভবেৎ।
দুষ্টঃস্যাৎ ষড়বিধোজ্ঞেয়ঃ পুষ্টশ্চৈব ভবেত্রিধা।
হৃষ্টশ্চাষ্ট বিধঃপ্রোক্তঃ কুণ্ঠশ্চৈব ত্রিধোদিতঃ।
অন্ধঃকাণশ্চ দ্বৌদ্বৌস্যাৎ রক্তঃখড়্গ গুণাগুণঃ।
দ্বৌচণ্ডৌ চপলশ্চৈব রক্তশ্চৈব দ্বিধাভবেৎ।
দণ্ডপণ্ডৌ তথাজ্ঞেয়ৌ খলনীচৌ চতুর্দ্বয়ং।
বাচালশ্চ কদর্য্যশ্চ ক্রমাত্রিভিরুদাহৃতঃ।
স্তেয়শ্চৈব ত্রিধাজ্ঞেয়ঃ ত্রিবিধস্যান্মলীমসঃ।
দ্বাবেকৌচতুরশ্চৈব স্তেয়ীচৈক বিধোভবেৎ।

পৃথক লক্ষণ মেতেষাং শৃণুধং দ্বিজসত্তমাঃ।
সম্যক্ বস্তুপরিজ্ঞানাৎ নরোদেবত্ব মাপ্নুয়াৎ।

অধম গৃহস্থ দুই প্রকার, এবং দুই প্রকার বিষম গৃহস্থ জানিহ। চতুর্বিধ পশু গৃহস্থ, পিশুন গৃহস্থ চারি প্রকার হয়। পাষিষ্ঠ গৃহী তিন প্রকার নষ্ট গৃহী সপ্ত প্রকার হয়। পঞ্চধা কষ্ট গৃহস্থ, রুষ্ট, তিন প্রকার জানিহ। ছয় প্রকার দুষ্ট গৃহস্থ, তুষ্ট তিন প্রকার হয়, অষ্টবিধ ক্ষুদ্রগৃহী, কুণ্ঠগৃহী তিন প্রকার জানিহ। দুই২ প্রকার অন্ধ ও কাণ গৃহস্থ হয়। রক্ত খঞ্জ গুণাগুণ দুই২ প্রকার হয়। চণ্ড, চপল রণ্ড গৃহস্থও দুই২ প্রকার। দণ্ড ও পণ্ড গৃহস্থ দ্বিবিধ জানিবে। খল এবং নীচ গৃহস্থ চতুর্বিধ প্রকার হয়। বাচাল আর কদর্য্য গৃহী তিন প্রকার উদাহৃত হইযাছে। তিন প্রকার স্তেয়, ও তিন প্রকার মলীমস গৃহী, ইহা দিগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করহ। ইহার লক্ষণ সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মরক্ষা করায় মনুষ্য হইলে ও দেবত্বপ্রাপ্ত হয়।

অধম গৃহস্থ লক্ষণ। ১।

উপানহ ছত্রধাবী গুরুদেবাগ্রতশ্চরন্।
উচ্চাসনং গুরোরগ্রে তীর্থযাত্রাং করোতিযঃ।
যান মারুহ্য বিপ্রেন্দ্রাঃ সোঽপ্যেকোত্রাধমো মতঃ। ১।

চর্ম্ম পাদুকা পরিধান করতঃ ছত্রধারী হইয়া গুরু বা দেবতার অগ্রে যে গমন করে, আর গুরু দেবতার অগ্রে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়। এবং হস্ত্যশ্ব শিবিকা বা রথাধি রুঢ় হইয়া তীর্থে যাত্রা করে, সেই ব্যক্তি এই মতে এক অধম গৃহস্থ হয়। ১।

দ্বিতীয় অধম গৃহস্থ লক্ষণ।

নিমজ্জ্যতীর্থং বিধিবৎ গ্রাম্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়েৎ।
দ্বিতীয়শ্চাধমঃ প্রোক্তঃ নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২।

তীর্থাদিতে স্নান করিয়া, তখনি ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া গ্রাম্য ধর্ম্মে বর্ত্তিত হয়। তাহাকে অতি নিন্দিত দ্বিতীয় অধম গৃহস্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

বিষম গৃহস্থ লক্ষণ।

বাক্‌চৈব মধুরাপেক্ষ্যা হৃদিহালাহলং বিষং।
বদত্যন্যং করোত্যন্যং দ্বাবেতৌ বিষমৌ স্মৃতৌ। ৩।

বাক্য মধুর অপেক্ষাও মিষ্ট কহে, কিন্তু হৃদয়ে হলাহল বিষ, অর্থাৎ যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহাই চিন্তা করে। বাক্যে এক কহে, কার্য্যে অন্য প্রকার করে, এই দুই বিষম গৃহস্থের লক্ষণ হয়। ২।

পশু গৃহস্থের প্রথম লক্ষণ।

মোক্ষচিন্তা মতিক্রম্য যোঽন্যচিন্তা পরিশ্রমঃ।
হরিসেবা বিহীনোযঃ সপশুর্যোনিতঃ পশুঃ। ১।

মোক্ষ চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষয় চিন্তায় পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হয়। এবং যে ব্যক্তি ভগবৎসেবা বিহীন হয়, সে ব্যক্তি মনুষ্য হইলেও পশু যোনিতে উৎপন্ন প্রায় সাক্ষাৎ পশু। ১।

২ দ্বিতীয় পশু গৃহস্থ লক্ষণ।

প্রয়াগে বিদ্যমানেপি যোন্যতঃ স্নানমাচরেৎ।
দৃষ্টদেবং পরিত্যজ্য অদৃষ্টং জতেচরঃ। ২।

প্রয়াগাদি তীর্থ বিদ্যমানে সামান্য জলে স্নান, ও সামান্য জল পানাদি করে, আর প্রত্যক্ষ দেব মূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট দেব কে ভজনা করে, সে ব্যক্তি দ্বিতীয় পশু গৃহস্থ হয়॥ ২ ॥

৩ তৃতীয় পশু গৃহস্থ লক্ষণ।

আয়ুষশ্চ ক্ষয়ার্থায় শাস্ত্রোহয় মৃষি সম্মতঃ।
যোগাভ্যাস স্ততোহিত্বা তৃতীয়শ্চাধম পশুঃ। ৩।

কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া অর্থ ইহাতেই পরামায়ুক্ষয়করবে, শাস্ত্রোক্ত ঋষিদিগের সম্মত যোগাভ্যাস ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জনেই ব্যগ্র হয়, সেই গৃহস্থকে তৃতীয় অধম পশু বলিয়া উক্ত করেন॥ ৩ ॥

চতুর্থ পশু গৃহস্থ লক্ষণ।

বহূনি পুস্তকান্যানি শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
তস্যসারং নজান স্তি সএব জম্বুকঃ পশুঃ। ৪।

অনেক শাস্ত্র ও অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহার সার কি ইহা জানিতে পারেনা, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেনা, সেই গৃহস্থকে চতুর্থ জম্বুক পশু বলিয়া কহিয়াছেন॥ ৪ ॥

প্রথম পিশুন গৃহস্থ লক্ষণ।

বলেন ছলছদ্মেন উপায়েন প্রবন্ধনং।
সোঽ পিস্যাৎ পিশুনঃখ্যাতঃ প্রণয়া দ্বাদ্বিতীয়কঃ। ২

বলদ্বারা কি ছলদ্বারা, কি প্রচ্ছন্নরূপে উপায়দ্বারা পরানিষ্ট করণের কি ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য করিবার চেষ্টাকরে, এই এক প্রকার পিশুন গৃহস্থঃ। অপর প্রণয়াগত্য করিয়া অনিষ্ট করে সেও দ্বিতীয় পিশুন গৃহস্থ বলিয়া খ্যাত। ২।

তৃতীয় পিশুন গৃহস্থ লক্ষণ।

মধুবান্নং প্রতিষ্ঠাপ্য দৈবে পৈত্রেচকর্ম্মণি।
ম্লানং পর্য্যুষিতং চাপি যপ্রচ্ছতি দুর্ম্মতি।
পিশুনং সতু বিজ্ঞেয়োনস্বর্গং নচমোক্ষ ভাক্। ৩।

সুমধুর অন্নাদি আহারীয়দ্রব্য ঘরে রাখিয়া দেবকর্ম্মে বা পিতৃকর্ম্মে কি অতিথি সেবায় ম্লান পুর্য্যুষিত কটুতিক্ত দগ্ধাদি কদন্ন প্রদান করে, সেই ব্যক্তিকে তৃতীয় পিশুন গৃহস্থ বলিয়া জানিহ, তাহার স্বর্গও নাই এবং মোক্ষও নাই।

চতুর্থ পিশুন গৃহস্থ লক্ষণ।

কুদাতাচ মুদাহীনঃ সক্রোধেন যজেত্তু যঃ।
সএব পিশুনঃ খ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ। ৪।

কুদাতা অর্থাৎ অপকৃষ্ট বিষয়ে দান যে করে তাহার নাম কুদাতা, সর্ব্বদা হর্ষ হীন বিষণ্ণচেতা হইয়া ইষ্ট পুজাদি ও দৈব পৈত্র কর্ম্মাদি যাহা করে তাহা ক্রোধের সহিত অবজ্ঞাতেই করে, সেই ব্যক্তিকে চতুর্থ পিশুন গৃহস্থ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, এ ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হয়॥ ৪ ॥

প্রথম পাপিষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ।

অদোষেণ পরিত্যাগী পুত্রভার্য্যা চবিক্রয়ী।
পিতৃ মাতৃ গুরুত্যাগী শৌচাচার বিবর্জ্জিতঃ।
পিত্রোরগ্রে সমশ্নাতি সপাপিষ্ঠতরঃ স্মৃতঃ। ১।

বিনা দোষে পুত্র ভার্য্যা কন্যাদিকে পরিত্যাগ করে অথবা অন্যকে বিক্রয়করিয়া শুল্ক লয়, পিতা মাতা গুরুকে পরিত্যাগ করে, পিতা মাতা অন্নাভাবে কাতর, সে আপনি সকলের অগ্রে ভোজন করে এবং শৌচাচারাদি বর্জ্জিত হয়, সেই গৃহস্থকে সকল পাপিষ্ঠ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিহ।

অথ শিলার্চ্চনচন্দ্রিকা।

অধোক্ষজমূর্ত্তিঃ।

অতিকৃষ্ণো রক্তরেখা বৃহদ্দেহঃ সচক্রকঃ।
কিঞ্চিৎ কপিল সংযুক্তঃ সূক্ষ্মো বা স্থুল এবচ।
অধোক্ষজ ইতিখ্যাতঃ পুজকস্য শুভপ্রদঃ। ১। ইতি।
ব্রাহ্মে।

অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ রেখা বৃহদ্দেহ, অথবা কিঞ্চিৎ পিঙ্গল বর্ণই বা হউক্ রেখাযুক্ত, সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহ, এই সকল চিহ্ন যুক্ত হইলে অধোক্ষজ নামে খ্যাতাত হন, ইনি পূজকের সুখপ্রদ হয়েন ॥ ১ ॥

অচ্যুতমূর্ত্তিঃ।

চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈস্তু বামে দক্ষিণ পার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখেরক্ত কুণ্ডলদ্বয় শোভিতঃ।
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ বাণ কৌমোদকী ধরঃ।
মুশলধ্বজকশ্বেত ছত্র রক্তাঙ্কুশে যুতঃ।
সোঽচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্ল্লভস্তু সদানৃণাং। ১। ইতি।

ব্রহ্মাণ্ডে।

চারিচক্র, এবং বামে দুইচক্র, দক্ষিণ পার্শ্বে দুইচক্র, মুখের দুইপার্শ্বে রক্তবর্ণ কুণ্ডলদ্বয় চিহ্ন, শোভিত, শঙ্খচক্র গদা ধনুর্ব্বাণ কৌমোদকী চিহ্ন ধর, আর মুষল, ধ্বজ, শ্বেত বর্ণ ছত্রচিহ্ন, রক্তবর্ণ অঙ্কুশ চিহ্নযুক্ত অচ্যুত নামে খ্যাতচক্র, এই শিলা মনুষ্য দিগের অতি দুর্ল্লভা। ১।

উপেন্দ্রমূর্ত্তিঃ।

উপেন্দ্রো মণিবর্ণশ্চ লোহচক্রোঽতি শোভনঃ।
শ্যামলঃ কোমলাভশ্চ পার্শ্বচক্রঃ সুপূজিতঃ। ১। ইতি।

ব্রাহ্মে।

মণিবন্যায়বর্ণ, অতিশোভন মনোহর চক্রদ্বয় শোভিত, অতি কোমল দীপ্তি, দুই পার্শ্বে দুইচক্র, শ্যামবর্ণ, অতি সুপূজিত উপেন্দ্র মূর্ত্তি হয় ॥ ১ ॥

অথ জনার্দ্দন মূর্ত্তিঃ।

দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং জনার্দ্দন ইহোচ্যতে।
চক্রদ্বয়ং মধ্যগত চক্রদ্বয়ঞ্চ পৃষ্ঠতঃ। ১। ইতি।

ব্রাহ্মে।

দুই দ্বারে চারিচক্র জনার্দ্দন নামে উক্ত, মধ্যগত দুই চক্র আর পৃষ্ঠ ভাগে দুই চক্র। বর্ত্তুল শ্যামবর্ণ হয়। ১।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা কৌজকারী আদালত সম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত আইন সকল চিতপুর রোডস্থ বটতলার ২৪৩ নং বাটীতে বিদ্যারত্ন যন্ত্রালয়স্থ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে পত্র কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। যথা।

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরকুল্যর অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ১
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য..... ৬ছয়তঙ্কা

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়,

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রিটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

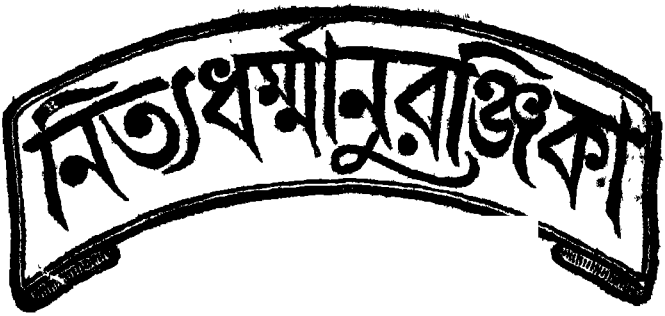

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ কার্ত্তিক।

ভাবি হিমন্ত বর্ণন।

তুলাবসানে হেমন্তাগমনের আশঙ্কায় ক্ষেত্রস্থ শালি সকল, আপনাদিগের চরমাবস্থার অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ কলেবরোপন্যাস করিতে হইবে ইতি বিবেচনায় মোহগ্রস্ত উষাকালে নমিতাগ্র মৌলি হইয়া নীহার নীরবিন্দু নিপাতন চ্ছলে যেন রোদন করিতেছে। যদ্রূপ বাল্যাবস্থায় স্বীয়২ সৌন্দর্য্য মদে মত্ত হইয়া জনসকল নিতান্ত আত্মমৃত্যু বিস্মরণে উদ্ধতরূপে সমস্ত যৌবনকালকে অতিপাত করে, যখন প্রভূত

বয়সে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন আসন্ন মৃত্যুকে অবলোকন করতঃ নিরন্তর চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আপনার পূর্ব্বাবস্থার কর্ম্ম সকলকে অনুস্মরণ করিয়া ভগবদারাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং অকপট চিত্তে দৈব পৈত্রকর্ম্ম ও তীর্থাদি দর্শন স্পর্শন করিতে তখন ব্যগ্রচিত্ত হয়। কিন্তু চতুর্থাবস্থাতে সে চিন্তাও বিফলা হয়, পূর্ব্বে যাহাদিগের প্রতিপালন জন্য অসামান্য কদর্য্য কর্ম্মের সমাচরণ করিয়াছিল, পরিণামে তাহারাই শালি প্রবাল ছেদনবৎ নিয়ত তন্মর্ম্ম কৃন্তন করিতে থাকে। কিবা শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব, অগ্নিও শীত-ভীতিপ্রযুক্ত জননিচয়ের ক্রোড গত হন, এবং প্রভাকর তীব্রাংশু হইয়াও অগ্নিকোণে গিয়া নিত্যোদয় করেন, শীতের প্রবল প্রতাপে দিবাও সঙ্কুচিতা হইয়া লোক সকলকে শীতার্ত্ত করিয়া থাকে। অপর আর কহিব? জন সকল শীত প্রভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেও পটু হইতে পারে না, নিরবধি বহুবস্ত্রাবৃত হইয়া অসদাচারি ম্লেচ্ছের ন্যায় দিবসাতিপাত করে। কোনমতে প্রাতঃ স্নানাদি নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্ম ও সদাচারাদি করিতে পারে না। শীতের এতাদৃক প্রবল প্রতাপ, যে একেবারে জগৎকে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলে, বিশীর্ণ পলবমণ্ডিত ম্রিয়মাণ তরুগণ নিস্পন্দ প্রায় হয়, সুচারু কানন নিকর পুষ্প হীন, নিঃসরোজ সরোবর সকল শুষ্কভাবে পরিণত হয়, উত্তরাগত বাতে কম্পিত কলেবর নীহারনীরে সমস্ত দিবসই প্রায় প্রচ্ছন্ন থাকে, কেবল মধ্যাহ্ন কালে কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব হয়, এবং বিচিত্র চিত্রিত অঙ্গময়ূর কুলকে পুচ্ছ রহিত করিয়া সর্ব্ব শোভাহীন কুক্কুটাঙ্গনার ন্যায় বিগতশ্রী করিয়া তুলে, কোকিল পংক্তি এককালেই মূকত্ব প্রাপ্ত হয়, কেবল উচ্ছিষ্ট গর্ত্তবিহারী বায়সগণেরাই শীতকালে মনোহর লাবণ্য ধারণ করে, যদ্রূপ নিঃসত্ত্ব-কালে যথেষ্টাচারি পাষণ্ডগণেরা সুসৌষ্টবান্বিত কলেবর ধারণ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বলোক স্রষ্টা ভগবানকে ধন্য

ধ্যান করি, যে তাঁহার এই অচিন্তনীয় মহিমা যে জগৎকে একরূপে সৃষ্টি করিয়াও বহু রূপে অন্বিত করিতেছেন, অভাবনীয় কৌশল প্রকাশে পরম কৌশলকারি জগৎ পিতা জগদীশ্বর এই বিস্মপনীয় বিশ্ব কার্য্যের সম্পাদন করিতেছেন।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্। বিগত আশ্বিন মাসে শারদীয়া মহাপূজা সন্দর্শন করিয়া মহা সন্দেহ সন্দোহে পতিত হইয়াছিলাম তজ্জন্য জিজ্ঞাসা এই যে যাহাকে লোকে এবং শাস্ত্রে মহামায়া দুর্গা বলে তাঁহার মহিমা কি? এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া লোকে উপাসনা করে, কেবল এক মহিষাসুর বিনাশ করাই তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মতা পতিপত্তির কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না।?

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস! তোমার এ বিষয়ে ভ্রান্তি না হইবার কারণ নাই, অবশ্যই আপত্তি করিতে পার, যেহেতু বৈদিক জাতি হইয়াও তুমি এতদ্বিষয়ের আলোচনায় বঞ্চিত হইয়াছ, যাঁহারা যথার্থ বৈদিক মতাবলম্বী এবং ভগবত্তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা নিরত করে, কখনং তাহাদিগেরও এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির ভগবানের কোন কার্য্যেই বিশ্বাস জন্মে না, যেমন দুর্গা কালী শিব ব্রহ্মাদির প্রতি অবিশ্বাস, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদিরও প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে স্বামিন্। আপনার বাক্য শ্রবণে স্মৃতিপথে আরো এক আশ্চর্য্য প্রশ্নের কথা উদয় হইল, অগ্রে সেই প্রশ্নকথার উত্তর প্রদান, পূর্ব্বক সন্দেহ নিরাস করতঃ পশ্চাৎ দুর্গাদির প্রস্তাব কহিবেন। এই বিদ্যমান্ শরৎ পৌর্ণমাসীতে ভগবানের রাসোৎসব পর্ব্বে লোকে কৃত্রিম রাসমণ্ডল মধ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে বসাইয়া পূজাদি করে, এবং তৎ তৃপ্তির নিমিত্ত ভাগবতীয় রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে,

আমি কোন এক ভাগ্যবান ব্যক্তির বাটীতে রাস যাত্রা দেখিতে গিয়া ঐ রাস পঞ্চাধ্যায় শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে কতই সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, অতএব সেই সকল সন্দেহ নিরাসার্থে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি।

"সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেতি তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ।
শান্তং শিব মদ্বৈত মিত্যাদি শ্বেতাশ্বতরং॥"

অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধ বচ্চযৎ।
ইত্যাদি কাঠকং।

সর্ব্ব ভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। ইতি।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং। নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ। অখণ্ডং সচ্চিদানন্দ মিত্যাদি বেদান্ত সারং।
সর্ব্বতেজো ময়ংধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ লক্ষণং।
ইত্যাদি কুলার্ণবং।

এইপ্রকার বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা জানাযায় যে পরমাত্মা পরমবস্তু, তিনি আত্মারাম কামক্রোধ লোভ মোহাদি বিকার বর্জ্জিত। তাঁহাকে নির্ব্বিকার চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যাখ্যাকরেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাসাদিলীলা কথা শ্রবণে, তাঁহাতে ইত্যাদি শ্রুতি বিষয়ের সম্যক বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? সংপ্রতি এই সন্দেহ আসিয়া আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

পরমহংসের উত্তর।—অরে জ্ঞানাভিমানিন্! তোমাদিগের যে সন্দেহ সেই সন্দেহই সন্দেহ, তোমরা এক্ষণ কেবল পরমেশ্বর বিষয়েই তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, প্রাকৃত লোকে বলে যে"হেলে ধরিতে পারেনা কেউটে ধরিতে যায়,, যাহারা আত্ম শরীরাদির ভাব বুঝিতে পারে না, এবং সংসার কার্য্য কি রূপে চলিতেছে তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা যে ঈশ্বর বিষয়ে বিতণ্ডা করিয়া ইনি ঈশ্বর, ইনি ঈশ্বর নহেন এইরূপ বাদানুবাদ করে, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? উপরউক্ত শ্রুত্যাদিতে পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে তিনি

অদ্বয় সত্য স্বরূপ, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তিনি অনন্ত হয়েন। পরমাত্মা শান্ত রূপ মঙ্গল স্বরূপ, তিনি অশব্দ, অস্পর্শ অরূপ, অব্যয়, অরস অগন্ধ বিশিষ্ট নিত্য হয়েন। তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, কেবল সাক্ষী স্বরূপ, সম্যক্ গুণ বর্জ্জিত হয়েন।—তিনি মায়া রহিত সর্ব্বক্রিয়াবর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়াতীত, সমস্ত দোষরহিত, শুদ্ধ নিরঞ্জন হয়েন। আত্মা অখণ্ড সৎ-স্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বতেজোময়, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, অর্থাৎ সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ লক্ষণানুসারে আত্মাকে ধ্যান করিবেক। বক্তব্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যে এত-ল্লক্ষণের অতিক্রান্ত, ইহা তুমি কোন অনুমানে উপলব্ধি করিলে, যাহে গোপীদিগের সহিত মহারাসে বিহারাদি করিয়াছিলেন এই পৌরাণিকী বার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয় অবধারণা করিয়াছ যে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা নহেন, তোমাদিগের বুদ্ধির সীমা কত দূর পর্য্যন্ত এবং বুদ্ধিই বা কত দুর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, ইহার নিশ্চয় অবধারণা করিয়া পরে বিষ্ণু মায়ার পর পার যাইতে ইচ্ছাকরিহ। সামান্য বাজীকর দিগের রচিত কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় অস্বরূপ স্বরূ-পাকার প্রতিভাত হইতেছে, অর্থাৎ অন্ধারে দ্বারভ্রান্তি জলেস্থল স্থলেজলভ্রান্তি প্রকৃতিতে পুরুষ পুরুষে প্রকৃতি-ভ্রান্তি, মনুষ্যে পশু পশুতে মনুষ্যভ্রান্তি, ইত্যাদি, যাহারা ইহারই বিতর্কদ্বারা অনুসন্ধান করিতে অক্ষম হয়, তাহারাও যে মহাযোগেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহীয়সী যোগমায়ার কার্য্যানুদর্শন করিয়া তৎপারে গমন করিতে চাহে ইহার-পর বালিশতা আর কি আছে?

তোমারাই কি এই সকল শ্রুতির স্বরূপার্থ নিষ্পাদন করি-য়াছ, তোমারদিগের বুদ্ধিই কি এতসুমার্জ্জিত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন পুরাণ সংহিতাকার বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণে-রা কি এসকল শ্রুতি দেখেন নাই, বা শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, নতুবা বেদবাহ্য, অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে তিরস্কৃত

নিরীশ্বর প্রাকৃত নর গোপ শিশু কৃষ্ণকে পরমেশ্বর পরমাত্মা বলিয়া কেন বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সামান্য লোকের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, যে লম্পট এবং অসৎকার্য্য সম্পাদন কর্ত্তা পুরুষ মহাপাতকী, তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া উপদেশ করা যাইতে পারেনা, এবং পুরাণ প্রচারের সমকালেও বিচক্ষণ লোকসকল বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারাও কি তোমাদিগের মত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে উপর উক্ত প্রমাণ সমূহের বিপর্য্যয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধকরিতে পারেন নাই। তোমরা যে আপত্তি করিয়া থাক সেআপত্তি সামান্য বুদ্ধি লোকের বুদ্ধিতেই উপস্থিত হইতে পারে। এবঞ্চ।—

নৈনংছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ইতি।
অচ্ছেদ্যোয় মদাহ্যোয় মক্লেদ্যোঽ শোষ্য এবচ ইত্যাদি।
নজায়তে ম ম্রিয়তে বা কদাচি ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়ঃ।
ইত্যাদি গীতা।

আদির্নিরাময়ঃ শুদ্ধোজন্মনাশাদিবর্জ্জিতঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি রহিত শ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ।
ইতি ভগবতী গীতা।

গীতাবাক্যে আত্মাকে অস্ত্র ছেদ, অগ্নিদাহ, বায়ুশোষণ করিতে এবং জল পচাইতে পারেনা। অতএব আত্মা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য হয়েন। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কখন হন নাই হইবেন না, তিনি আদি নিরাময় শুদ্ধনির্ম্মল, জন্মনাশাদি বর্জ্জিত, নিত্য মুক্ত স্বভাব, সর্ব্বোপাধিরহিত জ্ঞানাত্মা আনন্দাত্মা হয়েন।

এই সকল প্রমাণ সত্বে ও ঋষিগণেরা কেন মনুষ্যকুলে উৎপন্ন, শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া তাঁহার স্তুতি পূজন বন্দনাদি করিয়াছিলেন। লৌকিক যুক্তিতে সম্যক্ অযুক্ত, পুরুষকে হীন ব্যতীত সম্মনুষ্য বলিয়াও কেহ মান্য করেনা, কিন্তু তোমাদিগের যুক্তিতে সর্ব্বদোষ নিধি শ্রীকৃষ্ণকে সুধী বেদবিৎ গ্রন্থকর্ত্তা মহর্ষিগণেরা কি কারণে পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া গিয়াছেন। যথা।

অয়ং হি ভগবানেকঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ পরঃ।
আগচ্ছত্যধুনাদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ স্বয়ং।
অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান ভূত্বা মুনীন্ দ্রষ্টু মিহাগতঃ।
স্বেচ্ছয়া প্যবতীর্ণোঽসৌ কৃতকৃত্যোপি বিশ্বধৃক্।
চচার স্বাত্মনো মূলং বোধয়ন্ ভাবমৈশ্বরং। ইতি।

কৌর্ম্মং।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালীন বিদ্যা শিক্ষার্থ সান্দীপনির আশ্রমে আগমন করেন, তখন তদাশ্রমস্থিত মুনিগণেরা পরস্পর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লক্ষণোপলব্ধি করিয়া কহিতে লাগিলেন। এই অদ্বয় পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ, ইনি জন্ম মৃত্যু রহিত পুরাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এককর্ত্তা অজ অব্যয় দীপ্ত তেজস্বী স্বপ্রকাশ, স্বীয় ইচ্ছাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অমূর্ত্ত মূর্ত্তিমান হইয়া মুনিগণকে কৃতার্থ করিবার মানসে দর্শন চ্ছলে এখানে আগত হইলেন। ইহাঁর কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই, অর্থাৎ কিছু করেন না অথচ সকলিই করেন, কেবল আপনার স্বরূপ তত্ত্ব যে ঐশ্বরভাব, তাহা ভক্তগণকে বোধ করাইবার কারণ বিচরণ করিতেছেন। ইত্যাদি।

এবং মার্কণ্ডেয় ঋষি দ্বারকা ধামে উপস্থিত হইয়া সপুত্র শ্রীকৃষ্ণ শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন।

কঃ সমারাধ্যতে দেবো ভবতা কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।
ব্রূহিত্বং কর্ম্মভিঃ পূজ্যো যোগিনাং ধ্যেয় এবচ।
ত্বংহি তৎপরমং ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মমলং পরং।
ভারাবতরণার্থায় জাতোবৃষ্ণি কুলে হরিঃ। ইতি।

কৌর্ম্মং।

হে জগদীশ্বর! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ পরব্রহ্ম, নির্ম্মল নির্ব্বাণ পদ পরমেশ্বর। ভারাবতরণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি যোগিদিগের হৃদি চিন্তনীয়, নানা কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মিদিগের পূজ্য, তোমা কর্ত্তৃক আবার কোন দেব আরাধ্য আছেন, যে আপনি তাঁহার আরাধনা

করিতেছ। মার্কণ্ডেয়ের এতদ্বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন। যথা।

তমব্রবীন্মহাতেজাঃ কৃষ্ণব্রহ্ম বিদাম্বরং॥
শৃণ্বতা মেবপুত্রাণাং সর্ব্বেষাং প্রহসন্নিব।
কৃষ্ণ উবাচ। ভবতাকথিতং সর্ব্বং তথ্যমেব নসংশয়ঃ।
তথাপি দেবমীশানং পূজয়ামি সনাতনং।
নমে বিপ্রাস্তি কর্ত্তব্যং নানবাপ্তি কথঞ্চন।
বিপ্রলিঙ্গে হিতায়ৈষাং লোকানাং পূজয়েশিবং।

পুত্রেরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া ঋষিকে কহিতেছেন, হে ঋষে! তুমি যাহা কহিলে, সেসব তথ্য, আমি ভারাবতরণার্থ যদুকুলে অবতার হইয়াছি, ইহাতে সংশয় নাই, আমার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নাই, অথচ সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্য, আমি সকলের কারণ স্বরূপ, আমার প্রাপ্ত্যর্থে প্রার্থনা কি?। তথাপি লোক শিক্ষার্থ মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত, মনুষ্যরূপে অবতার হইয়া মানব ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য পার্থিব লিঙ্গে শিবার্চ্চনা করিতেছি।

এবং জয়ধ্বজ রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করেন, কাহার উপাসনা করিলে জীব মুক্ত হয়? ঋষির উত্তর। পরব্রহ্মের উপাসনায় জীব মোক্ষ লাভ করে। রাজার প্রশ্ন। পরব্রহ্ম কে?। ঋষির উত্তর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে একারণ ব্রহ্ম, রাজার প্রশ্ন। ব্রহ্ম কিমাকার তিনি কোন রূপে উৎপত্তি স্থিতিলয় করেন?

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতা নাং যস্মিন্সর্ব্বং যতোজগৎ।
সবিষ্ণুঃ সর্ব্ব ভূতাত্মা তমাশ্রিত্য বিমুচ্যতে॥
যমক্ষরাৎ পরতরাৎ পরং প্রাহুর্গুহাশয়ঃ।
আনন্দং পরমং ব্যোম সর্ব্বং নারায়ণং স্মৃতং।
ত্রিপাদ মক্ষরং ব্রহ্ম তমাহুর্ব্রহ্ম বাদিনঃ।
বাসুদেবো মহাবাহু র্দ্দেব দেবো জগদগুরুঃ।
বভূব দেবকী পুত্রো দেবৈ রভ্যর্থিতো হরিঃ। ইতি।

কৌর্ম্মং।

রাজা জয়ধ্বজকে বেদবিৎগণের শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ঋষি উত্তর করিতেছেন। হেরাজন্! যাঁহা হইতে উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, যাঁহাতে লয়, তিনিই বিষ্ণু সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পরিমুক্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনাতেই মোক্ষ লাভ হয়। গিরিগহ্বর বাসি যোগিগণেরা যাঁহাকে পরাৎপরতর অক্ষর পরব্রহ্ম কহেন, এবং গগণস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ যিনি হয়েন বেদবাদিরা প্রণবস্বরূপে যাঁহাকে ধ্যান করেন, সেই বাসুদেব পরমাত্মা নারায়ণ সর্ব্বময় দেবগণের প্রার্থনায় বিশ্বরক্ষার্থ দেবকী পুত্র রূপে অবতার হইয়াছেন।

একাংশেন জগৎকৃৎস্নংব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।
চতুর্দ্ধাবস্থিতো ব্যাপী সগুণো নির্গুণোপিবা। ইতি।

ঈশ্বরগীতা।

একাংশে সকল জগৎ ব্যাপিয়া নারায়ণ আছেন। তিনিই চতুর্ভাগে বিভাজিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সগুণ নির্গুণ এক নারায়ণই হয়েন। তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও অনেক রূপ ধারণ করেন। যথা, "স একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধেত্যাদি" শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন।

সোন্তর্যামী সপুরুষঃ সপ্রাণঃ স মহেশ্বরঃ।
সকালাগ্নি স্তুব্যক্তঃ সএবেদমিতিশ্রুতিঃ।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ।
সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধো জরামরঃ। ইতি॥

ঈশ্বরগীতা।

সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ সর্ব্বজীবের প্রাণ তিনিই মহেশ্বর পরমাত্মা তিনিই কালস্বরূপ, অগ্নিস্বরূপ অব্যক্ত প্রকৃতিস্বরূপ, তদ্ব্যতীত বস্তুন্তর মাত্র নাই, সর্ব্বতো মুখ বৈশ্বানরাখ্য অগ্নি, সর্ব্ব জীবের হৃদ্দহরে অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজ, অমর বলিয়া সেই নারায়ণকে সকল শ্রুতিতে অনুশাসন করিয়াছেন। যথা।

তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বোবাচ।
অপিপাস এব সবভুব সোঽন্তবেলায়াং এতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত।
অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণ শংসিতমসীতি ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যঃ আঙ্গিরসঃ। অঙ্গিরসোঽপত্যং ঘোরনামা মহর্ষিঃ স তদেতৎ বক্ষ্যমাণমুবাচ ইত্যর্থঃ। বক্তদোর্নিত্য সম্বন্ধাৎ সইতি তৎশব্দেন যইতি লব্ধত্বাৎ। যঃ আঙ্গিবস ইত্যুক্তং এবঞ্চৈকস্য তচ্ছব্দস্য ফলং দর্শিতং। অন্যস্যাপ্যগ্রে ফলং স্ফুটীভবিষ্যতি। তথাহি। যঃ কশ্চিৎপুমান্ অপিপাস এবানিচ্ছতকামন্ এববভুব, সপুমানন্ত বেলায়া মবসান বেলায়া মক্ষিতমসীত্যাদি এতৎত্রয়ং দৈবকী পুত্রায় কৃষ্ণায়াক্ত্বা প্রপদ্যেত। অস্যায়মর্থঃ কৃষ্ণং সাক্ষাৎ কর্ত্তু মেতৎ ত্রয় প্রতিপত্তিমান্ জ্ঞানবান ভবেদিতি। যে গত্যর্থা স্তে প্রাপ্ত্যর্থা ইতি লিঙ্গাদাক্ত্বা প্রাপ্যেত্যর্থঃ। কৃষ্ণায়েতি তুমর্থে কর্ম্মণি চতুর্থী, যথা স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্যেত্যাদৌ স্বয়ম্ভুব মনুকুল-য়িতু মিত্যর্থঃ। তথাচ কৃষ্ণং সাক্ষাৎকর্ত্তুং তমাক্ত্বা প্রাপ্যেতৎ ত্রয়ংজ্ঞানবান্ ভবেদিত্যর্থঃ। এতদেবো বাচাঙ্গিবস ইতিবোধ্যং। ১।

ভাষ্যং।

অঙ্গিরা বংশজাত ঘোরনামা কোন মহর্ষি অন্তকালে সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্তে পুরুষ যজ্ঞ অক্ষিত মসীত্যাদি মন্ত্রত্রয় আপনাতে প্রতিপন্ন হয। অর্থাৎ অন্তকালে নিস্পৃহ হইলে অক্ষিত মসীত্যাদি মন্ত্রত্রয় প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশায় আঙ্গিরস কৃষ্ণোদ্দেশে ইহাই বলিয়াছিলেন। কেননা মরণকালে আপনাতে ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ জ্ঞান করিবে ॥ ১ ॥ এই শ্রুতির অভি-প্রায়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাসের কালে ঘোররূপ বিশিষ্ট অষ্টাবক্র ঋষি আপনার অন্তকাল উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণান্তিকে আসিয়া বহিয়াছিলেন। যথা।

যদক্ষিতস্তত্ত্বমসি পরমাত্মা নিরাময়ঃ।
অব্যক্তঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়াত্মা প্রাণসংজ্ঞিতঃ॥
অচ্যুতাব্যয় বিশ্বাত্মন্ত্রাহিমাং ভবশঙ্কটাৎ॥ ইতি॥

হে বিশ্বাত্মন্, তুমি অক্ষিত, পরমাত্মা সর্ব্ব জীবের অন্তর্য্যামী অব্যক্তরূপী, সকলের প্রাণস্বরূপ, তুমি অচ্যুত অব্যয় আমাকে ভবসঙ্কট হইতে বিস্তার করহ। এই স্তব করিয়া ঋষি আত্ম কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া গেলেন।

অথ যদিদং ব্রহ্মপুরমিদং হৃৎপুণ্ডরীকং তস্য য আত্মা হেম পুণ্ডরীক মধ্যে তস্মাৎ কারণরূপং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎ প্রকাশো ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদন ইতি। শ্রুতিঃ।

হৃদয়া কাশের নাম হৃৎপুণ্ডরীক, যাহাকে ব্রহ্মপুর বলে, তাহাতে স্বর্ণবর্ণ পদ্ম মধ্যে কারণ রূপ বিজ্ঞান ঘন বিদ্যুৎ দীপ্তির ন্যায় উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ পরব্রহ্ম সর্ব্ব বেদ বেদ্য নারায়ণ, তিনিই দেবকী পুত্র, ব্রহ্মণ্যদেব মধুসূদন।

অরে বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা ইহা বেদ প্রমাণ, এবং শিষ্ট প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন আছে, অতএব, যুক্তি দ্বারা ইহাই বুদ্ধিমান্দিগের বিবেচনীয় যে এ সকল প্রমাণ অমূলক নহে প্রাচীন ঋষিগণেরা পরমেশ্বর লক্ষণের অতিক্রান্ত হইলে কৃষ্ণকে কখনই পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করিতেন না, তবে রাস পঞ্চাধ্যায়ে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বৈচিত্রে বিকার্য্য বোধ হয়, তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে, সেই সকল কারণ না জানিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিরীশ্বর জ্ঞান করায় পরম অকল্যাণ জন্মিতে পারে? বেদান্ত দর্শনেও দৃষ্ট হইতেছে। যথা।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং॥ ইতি বেদান্তং।

আত্মা সর্ব্বগত অনির্ব্বচনীয় নিরীহ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার কিন্তু তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় লীলা করেন। তল্লীলাদি শ্রবণে মোক্ষ হয়। এবং অধ্যাত্ম রামায়ণেও ইহার অভিপ্রায় স্ফুট করিয়া গিয়াছেন। যথা।

মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বেজনা অজ্ঞান সংযুতাঃ।
কথমেষাং তবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ।
কথাং প্রথয়িতুংলোকে সর্ব্বলোক মলাপহাং।
রামায়ণাভিধাং রামোভুত্বা মানুষ চেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে।
তত্তৎকালোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ॥

অজ্ঞানাপন্ন জন সকল মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছে, ইহাদিগের পরমাত্ম তত্ত্ব জানিবার কোন ক্ষমতা নাই, ইহারা কি রূপে মুক্ত হইবে, এই চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর রাম নাম ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যরূপে অবতার হইয়া সর্ব্ব লোকের মানসমল পাপরাশির অপহরণের নিমিত্ত মনুষ্য চেষ্টা দ্বারা নানা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তদভিপ্রায় এই, যে সেই সকল লীলা কথা সংপ্রতি রামায়ণ গ্রন্থ হইবে, তাহার শ্রবণ পঠনে মনুষ্য মাত্রেই মুক্ত হইবে, কাম ক্রোধ মোহাদি যে যে কালে কর্ত্তব্যতা তাহা লোক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্তে তত্তদ্ভাস দ্বারা মায়িক জন সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাম তাহার কোন কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন না, তিনি গগণ সদৃশ নির্লিপ্ত। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও লোক পরিত্রাণার্থ নানা লীলা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও আকাশ বৎ নির্লিপ্ত। এ বিষয়ের যে পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত বোধ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রতি অজ্ঞানিদিগের ভ্রান্তি দূর হইবেক না।

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত মিতি।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

আত্মাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণের আভাস আছে, অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত হয়েন। সুতরাং গুণবৎ কর্ম্মদৃষ্টে তাঁহকে অনাত্মজ্ঞান করা মূর্খের কার্য্য। এই সকল প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মতা সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত নাই রাস ক্রীড়া

প্রসঙ্গে তাঁহার যে বিকারীত্ব সে ভ্রান্ত। এক্ষণে তন্মী মাংসা লিখিতেছি।

অথ মহারাস।

বাহ্যে বৃন্দাবন রাস মণ্ডল, ও গোপীগণ, এ সকলিই অধ্যাত্ম বিষয়াক্ষেপ মাত্র, মনুষ্য শরীরস্থ ভাবতত্ত্ব রাস লীলাখ্যাজে পরমাত্মা বাহ্যে বৃন্দাবন ধাম রূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্য মাএকে উপদেশ করিয়াছেন,আমার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবের সাধ্য নহে, আমার এই মাধুর্য্য লীলা শ্রবণে জীব কৃতার্থ হইবে। ইত্যভিপ্রায়ে স্বীয়া ইচ্ছাশক্তি রাধিকার প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই পরাশক্তি রাধিকাই সকল করেন, ভ্রান্ত লোকে চিন্ময় নিরঞ্জন নির্ব্বিকার নিরীহ শ্রীকৃষ্ণেতে আরোপ করিয়া কহে, যে শ্রীকৃষ্ণই সকল লীলা করিতেছেন, ফলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই তিনি নির্লিপ্ত, অতি স্বচ্ছ নির্ম্মল গোপীদিগের রাগে অনুরাগী হন এই মাত্র, যেমন স্বচ্ছস্ফটিক সন্নিধানে রক্তবর্ণ কোন বস্তু থাকিলে তাহার রক্ততাতে তৎকালে অতি শুদ্ধ স্ফাটিককেও রক্ত বর্ণ বোধ হয়। রাসেও "যোগমায়া মুপাশ্রিত,, কহিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াতে সমাশ্রিত হইয়া রাস করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব নাই কেবল যোগমায়াই অধিকতরা, যেহেতু উপ উপসর্গার্থে অধিক, আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যোগমায়া বিলসিত রাসাদি লীলা প্রকাশিতা হয়। যেমন নট দিগের রঙ্গ ভূমিতে ভেলকী দ্বারা অশ্বরূপে স্বরূপবৎ দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাস স্থলে মহানটী যোগমায়া রঙ্গভূমি সাজাইয়া আপন কৃত লীলা কার্য্য সকল শ্রীকৃষ্ণ করিলেন ইহাই সর্ব্ব লোকে জানাইয়াছিলেন। ঐ যোগমায়া রাধিকা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ,

জীব শরীরে শিরোবস্থিত সহস্রদল পদ্ম গোলোকাখ্য মহদ্ধাম, তাহাতেই নিত্য রাস করিতেছেন, সমস্ত পৌর্ণমাসীতে রাস হয়, ইত্যর্থে ব্রহ্মার রাত্রি পরিমাণ প্রলয় পর্য্যন্ত, যাবৎ প্রলয় না হয় তাবৎ রাস হইতেছে, ইহাতে কোটি২ ব্রহ্মরাত্রি বলাতে, "ভগবান পিতারাত্রীঃ,, বলিয়া ভাগবতে লেখেন, বহু প্রলয়কাল পর্য্যন্ত রাস হয়, অর্থাৎ এক এক জীবের কলেবরোপরতিকে প্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং রাসের ও নিত্যতা থাকিল, আর "ব্রহ্মরাত্রি উপাবৃত্তে,, ইতি শব্দে শক্তিগণের বিদায় করা হইল, অর্থাৎ যে যে দেবশক্তি, সেই সেই দেবে দেহোপরসে হইলেন, কিন্তু অপর জীবের শরীরে রাসের বিরাম নাই। লীলা অতএব প্রাকৃত শৃঙ্গারাদি ক্রিয়াপর যে রাস লীলা বর্ণন প্রাকৃত লোকে কহিয়া থাকে, স্বরূপতঃ তাহা নহে।

নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে গুণবৎ ক্রিয়া যে দেখিতেছ সে ভ্রান্ত, শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না প্রকৃতিই সকল করেন, যথা বেদান্তং। "ঈক্ষিতে র্না শব্দঃ,, তাহার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, অধ্যাত্ম চিন্তকেরা প্রকৃতিই সর্ব্ব কার্য্য কর্ত্রী জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন, এবং প্রকৃতিই সর্ব্ব জীবের বন্ধন মোচনীও হয়েন। একারণ পরমা প্রকৃতি যেমন জীব নিকায়কে সংসার বন্ধে বন্ধন করিয়াছেন, তেমনই সংসার বন্ধন হইতে জীবকে মুক্ত করিবার কারণ বাহে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে মূর্ত্তিমান করিয়া জীব সকলকে উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রূপে সাজাইয়া রাস বিলাসাদি নানা লীলা প্রকাশ করেন, সেই সকল, লীলা কথার শ্রবণ মননে জীবের পরমা গতিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য পুরাণাদিতে শ্রীবৃন্দাবনকে গোলোকের ছায়া বলেন, অর্থাৎ শিরঃস্থিতাধোমুখ সহস্র

দলকমলাখ্য গোলোক মণ্ডল, তৎপ্রতিবিম্বরূপ এই বৃন্দাবন। যথা।

সহস্রপত্রকমলং ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলং। ইতি।
পদ্মপুরাণং।

পত্র কমলাকার এই বৃন্দাবন. মাথুর মণ্ডল হয়। যদ্রূপ শিরসহস্র পত্রের দল সকল অধোমুখ, তদ্রূপ বৃন্দাবনস্থ তরুগণেরও অধোমুখীশাখা, যথা "বৃন্দাবনস্থা স্তরবঃ সর্ব্বে চাধোমুখাঃ স্মৃতাঃ।,, যেমন শিরঃ স্থিতাধোমুখ কমলাভ্যন্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান দ্বাদশদল পদ্মান্তরে, তদ্রূপ বৃন্দাবন মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসন দ্বাদশ বন আছে,।

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ড মণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরসীরুহং ভজে। ইতি
যামলং।

ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল কমলোদরে নিত্যলগ্ন পরম বিষদবর্ণ অত্যদ্ভুত শোভাবিশিষ্ট, কুণ্ডলীশক্তি তাহার বিবরকাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা, সেই দ্বাদশদল পদ্মে আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান হয়। বৃন্দাবনেও সহস্র বনমধ্যে দ্বাদশ বন প্রধান আছে, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান,। যথা।

দ্বাদশৈববনীসংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্তপশ্চিমে।
পূর্ব্বেপঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমং॥ ইতি
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং॥ পাদ্মে।

প্রধান দ্বাদশ বন সংখ্যা হয়, যমুনার পশ্চিমে সপ্ত, পূর্ব্বে পঞ্চবন। অতি গোপনীয় পরমোত্তম তত্ত্ব তাহাতে আছে। অর্থাৎ অতিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান তাহাতে আছে। অন্যৎ যে সকল উপবন তাহাও শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ারসের স্থান। পৌর্ণমাসী দেবী সেই বৃন্দাবনাখ্য পদ্মের মূলকাণ্ড হয়েন। যদ্রূপ শিরঃস্থিতাখ্য বিরজা শংখিনী

নাড়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অকথাদি ত্রিরেখা রূপে সহস্রার মধ্যে, তদ্রূপ বৃন্দাবনে যমুনাও [অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

পরমাত্মা যেমন সর্ব্ব শক্তিমান, অর্থাৎ উরুশক্তিতে পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ উরুশক্তিমান্ বৃন্দাবনে গোপীগণ মণ্ডিত, আত্মা যেমন কোন কার্য্যই করেন না প্রকৃতি হইতেই সকল হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ কিছুই করেন নাই, গোপীরাই সকলকার্য্য করিয়াছেন, শুদ্ধ অজ্ঞ লোকেরাই বলে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতনরবৎ নানা লীলা করিয়াছেন।—শক্তিগণকে গোপিকা এইজন্য বলা যায়,যেগুপধাতুর অর্থ রক্ষণ,সকলকে যে প্রকৃতি রক্ষা করেন, তাহার নাম গোপিকা। নতুবা সামান্য গোপ পত্নী বলিয়া গোপিকা বলা যায় নাই। আত্মার সত্তায় জগৎ রক্ষিত হইয়াছে, এনিমিত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে গোপ বেশে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ জীবশরীরে আত্মার ও শক্তি গণের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত শরীররক্ষা হইতেছে, কান্তি শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধা স্মৃতি বৃত্তি তুষ্টি পুষ্টি সম্বতি প্রভৃতি শরীর গোপিকা গোপীরূপ, আত্মা গোপ। এবং এই সকল শক্তির অধিদেব রূপে আত্মা বহুরূপে শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত, এজন্য ঐ২শক্তির পতিগণকে গোপবলিয়া শক্তিগণকে গোপী নামে উক্ত করিয়াছেন। এনিমিত্ত রাস পঞ্চাধ্যায়ে "যথা শিশু স্ব প্রতিবিম্ব বিভ্রম,, বালক যেমন আত্ম প্রতিবিম্বকে দ্বিতীয় ব্যক্তিভ্রমে ক্রীড়াকরে, এখানেও সেই রূপ জ্ঞান করিতে হইবে। নিত্য সিদ্ধা রাধা শক্তি প্রধানা পরা প্রকৃতি, নিত্য আত্মার সন্নিহিতই আছেন, ইহা জানাইবার জন্য বিহায়ান্যাস্ত্রিয়ো বনে,, সকল প্রকৃতি হইতে অন্তর হইলেও আত্মা পরাপ্রকৃতির নিকট থাকেন, একারণ সকল গোপীর নিকট পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করেন। এবং প্রকৃতি হইতে যে আত্মা বিলক্ষণ,

ইহা দেখাইবার জন্য অনন্তর রাধিকাকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হন, কিন্তু প্রকৃতি নিকটে না থাকিলে যে আত্মার নির্দ্দেশ হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হন, অর্থাৎ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের আর রূপ প্রকাশ ছিলনা। রাধা যে স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন তদভিপ্রায় এই যে, মায়া প্রকৃতি সমীপস্থা আত্মার বশবর্ত্তিনী, কিন্তু তিনি আত্মাকে আক্রমণ করিয়া আত্মবশে কখনই আনিতে পারেন না, অর্থাৎ আত্মাতে মায়ার স্পর্শ হয় না ইহা ভ্রান্তলোক সকলকে দেখাইবার জন্য স্কন্ধে আরোহণ করহ বলিয়া অদর্শন হয়েন, প্রকৃতির পরপরমাত্মা, ইহাই জানাইয়াছেন।

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্ত মখণ্ড মণ্ডলং,, শিবঃ সহস্রাবে পরমাত্মা নির্ম্মল স্ফটিক বৎস্বচ্ছ, উরু শক্তিক, তাঁহার সন্নিহিত রক্তশক্তির আভাতে সমস্ত শরীর অনুভাসিত হওয়াতে ভ্রূদলস্থ সুপূর্ণ শশীমণ্ডলও অরুণাভ হইয়াছে, এবং ভবাটবীও অনুরঞ্জিত হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় এই যে, আপাদতল মস্তকাদি সমস্ত স্থানেই চন্দ্রের কিরণ পাত হইতেছে, চন্দ্র শব্দে এখানে মন, মন প্রকৃতির রাগে অনুরাগী হইয়া সন্তোষের আহরণ করেন। যখন নিবৃত্তিমার্গস্থা পরা প্রকৃতি আত্মরঞ্জিনীর প্রতিভাতে সাধকের সমস্ত শরীর অনুরঞ্জিত হয়, তখনি সাধকের ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত বৃত্তির আত্মাতে রমণ করিতে ইচ্ছা জন্মে, সুতরাং তন্নিমিত্তই "রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং বনঞ্চ তৎকোমল গোভি রঞ্জিতং,, বলিয়া বর্ণন করেন। আত্মাভিলাষবতী প্রকৃতি পরমাত্মা নাদ স্বরূপ মনোহর প্রণবধ্বনিতে সাধকের শরীরস্থাবৃত্তি সকল প্রকৃতি রূপা আত্মার সন্নিকর্ষে আকৃষ্টা হয়। যাহারদিগের মন পর তত্ত্বাভিলাষে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের চিত্তকে নাদ রূপে প্রণব আকর্ষণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ যেমন সুমধুর প্রণব স্বর, তেমন মধুর স্বর আর কি আছে? একপ্রণব শব্দ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। (জগৌকলং বামদৃশাং

মনোহরং) বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। একারণ রাসস্থলে বংশীধ্বনি হইয়াছিল এমত প্রসঙ্গ আছে, এবং বংশীর নাদ অতি সুমধুর ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া থাকে বলিয়া ব্যখ্যা করেন। বিশেষতঃ বংশীধ্বনিই যে প্রণবধ্বনি তাহার তাৎ পর্য্য এই যে ব্রহ্মযজ্ঞে উৎপন্ন বংশে বংশী হয়, ইহা মহাভারতে প্রমাণ আছে। অর্থাৎ প্রণবাধার বংশ, যজ্ঞের উদ্গীত প্রণব, যথা শ্রুতিঃ। "যঃ উদ্গীতঃ সপ্রণবঃ"। একারণ প্রণবকে যজ্ঞরূপ, তৎ ছিদ্রকে যজ্ঞছিদ্র, বেণুরবকে প্রণব ধ্বনি বলিয়াছেন। অর্থাৎ যজ্ঞোৎপন্ন বেণু। প্রণবধ্বনিতে সকল যজ্ঞের অচ্ছিদ্রাবধারণ হয়, যজ্ঞছিদ্রকে অববোধ আত্মাই করেন, এ জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধর বলিয়াছেন। ঐ যজ্ঞ ভোগার্থে সম্পাদিত হইলে ভোগীর ভোগ প্রদান করেন, ভগবৎপ্রাপ্তি কামনায় নিবৃত্তিমার্গে সম্পাদিত হইলে, সেই যজ্ঞ অশ্বন্যায় পরমাত্মার নিকট প্রাপ্ত করায়, যথা "যজ্ঞাদি শ্রুতেবশ্ববৎ ইতি" বেদান্তসূত্রং। সুতরাং ভোগাভিলাষিণী গোপীদিগের সম্বন্ধে ঐ বংশীরব শারীরিক সুখপ্রদ হইয়াছেন, কৃষ্ণাভিলাষিণী নিবৃত্তিপরাবৃত্তিমতী গোপীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণান্তিকে লইয়া গিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রকৃতি গোপীরূপে পরমাত্মা কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণা পরস্পর অলক্ষিতোদ্যমা হইয়া আসিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে যাহার ইচ্ছা জন্মে সে কখন গোপন ব্যতীত প্রকাশরূপে ভজনা করে না। "হাসাবলোক কলগীত" ইত্যাদি প্রয়োগে, পূর্ব্বোক্ত "ঈক্ষিতেনাশব্দ" বেদান্তপ্রমাণে, আত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতি সকল কার্য্য করেন আত্মানির্লিপ্ত। কলগীতশব্দে বেণুধ্বনি ব্যাজে প্রণবধ্বনি ব্যক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ যাহাদিগের চিত্ত পরতত্ত্বান্বেষণে নিবিষ্ট হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে কেহই গ্রাম্যধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়া আর রাখিতে পারে না, তজ্জন্যই সমস্ত বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক অবার্য্যমাণা গোপীদিগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পরস্পর সমস্ত শক্তি এক আত্মাকে সহস্রারে বেষ্টন

করিয়া রমণাভিলাষে অর্থাৎ আত্মাররঞ্জনার্থে আত্মাকে রমণাভিলাষুক ন্যায় প্রতিপন্ন করেন, ফলে আত্মাতে কিছুই স্পর্শ হয় না, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে প্রতিভাসিত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ তাঁহাতে কিছু স্পর্শ হয় নাই। যথা "স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈর্বন্যোন্য বদ্ধবাহুভিঃ। রমেতয়া চাত্মবত আত্মারামোপ্যখণ্ডিতঃ"। কামকর্ম্মাভিলাষিদিগের নিরন্তর দুঃখ, নিষ্কামিদিগের সুখ, আর আত্মতত্ত্ব পরাঙ্মুখী বৃত্তিরূপা প্রকৃতির দুরাত্মতা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরাশক্তি বহু শক্তি প্রকাশে শ্রীরাধানাম্নী গোপী রাস নাট্য প্রভাবে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা পরমাত্মতত্ত্বে পরাংমুখ হইয়া নিয়ত সংসারোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখভোগের চেষ্টা করে, তাহাদিগের নিরন্তর সংসৃতি যন্ত্রণা ভোগ হয়, আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির যে পরম সুখ তাহা তাহাদিগের অনুভব হয় না। যেমন নরশরীরস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল পরমাত্মাতে বৈমুখ হইয়া স্বস্ব অধিষ্ঠাতার বশে থাকিয়া নিরন্তর যন্ত্রণা পায়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীরূপ সকল পতিবশে থাকিয়া কষ্ট পায় মোক্ষ নির্বৃতি যে অখণ্ড সুখ তাহা তাহারদিগের প্রাপ্তি হয় না এই তাহারদিগের দুরাত্মতা লক্ষণ জানাইয়াছেন। "তদর্থে "কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতা মিতি" উক্ত হইয়াছে।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—যদি এই পরাৎপর পরমতত্ত্বই ইহার নিগূঢ় ভাব হয়, তবে ভক্তিরসে না জানাইয়া শৃঙ্গাররসে এপ্রস্তাব উত্থাপনের কারণ কি?।

পরমহংসের উত্তর। এপ্রশ্নতোমার জিজ্ঞাস্যবটে, কিন্তু ইহার কারণ আছে, যে আধারে আত্মাকে প্রকৃতিগণে লইয়াছেন, সেই আধারের অনুসারে পরমাত্ম তত্ত্বের উদ্ঘাটন করেন। "শৃঙ্গার বীর করুণাদ্ভুত হাস্য ভয়ানকা ইত্যাদি" ছয় রস মনুষ্যশরীরাভ্যন্তরেই অবস্থিতি করে, কিন্তুকোন্ স্থানেকোন্ রসের অবস্থান তাহার নির্ণয়। যথা (শৃঙ্গারং শিরসিজ্ঞেয়ং

ক্রোধমাজ্ঞা পূবে তথা। বিশুদ্ধাখ্যেতু করুণাং হৃদিভীষণ মেবচ। মণিপুবেঽদ্ভুতং হাস্যং স্বাধিষ্ঠানে প্রকীর্ত্তিতং। ইত্যাদি) মস্তকে শৃঙ্গাররসস্থান, ভ্রূদলে বীররস, কণ্ঠস্থানে করুণারস, হৃদয়েভযানক রস, নাভিমণ্ডলে অদ্ভুত বস, লিঙ্গ মূলে হাস্যবস, ইত্যাদি। অতএব সহস্রারস্থিত আত্মতত্ত্বকে শৃঙ্গাববসভাবে প্রকাশনাভিপ্রায়ে শৃঙ্গারোদ্দীপন রাস লীলা প্রকাশ হয়, ইহাবই নাম মধুর ভাব, মধুর ভাবেই সকল ভাব সিদ্ধি হয়, যেহেতু আপাদতল পর্য্যন্ত সমস্তাবয়ব এক মস্তকের অধীন, সুতরাং মধুবভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বই শ্রেষ্ঠ হয়। এনিমিত্ত স্ত্রীজন্তনকে যে মধুববস বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে এস্থলে এমত তাৎপর্য্য নহে। আত্মাকে পঞ্চভাবে উপাসনা করিতে হইবে যে অনুশাসন আছে, অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুব, ইহার অনুষ্ঠান জানিতে পারিলেই ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তির শান্তি হয়। শান্তেব অর্থ এক নিষ্ঠা, দাস্যেব অর্থ সেবা করণ, সখ্যেব অর্থ সমতা, সমাধিযোগ, বাৎসল্যের অর্থ স্নেহ, মধুবের অর্থ আত্মনিবেদন। সুতবাং আত্ম শরীব পরমাত্মাতে সমর্পণ করাব নাম শৃঙ্গারভাব, অতএব যে সাধক আত্মাতে আত্ম সমর্পণ কবে, সে তন্ময় হয়, ইহা উপদেশ দিবারনিমিত্ত ভগবচ্ছক্তি শ্রীবাধিকা বাসাবেশে পরতত্ত্বেব প্রকাশ করিয়া গিযাছেন। জ্ঞানশক্তি পরাপ্রকৃতির শাখা, অনসূযা ক্ষমা অহিংসা দযা শান্তি ধৃতি স্মৃতি মেধা ইত্যাদি অষ্ট মাতৃকা প্রভৃতি ষোডশ সহস্র হয়। নিবৃত্তি মার্গস্থা পবাশক্তি রাধিকারও বৃন্দা বিশাখা ললিতা ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদ্যা চিত্রা চম্পকলতা অশোকা ইত্যাদি ষোডশ সহস্র শাখা গোপী। যিনি বৃন্দা তিনিই অনসূয়া অর্থাৎ তাহাঁতে অসূযা নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণ মিলনে সকলের সম্যক্ গুণ বর্ণনাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যিনি বিশাখা তিনিই ক্ষমা, যেহেতু ক্ষমা একা উত্তমা শান্তি, তাঁহার অন্য সহায় নাই, বিশাখাও এ কউভযেব শান্তি বিধান করেন, অন্যা গোপীর সহায়া-

পেক্ষা করেন না। যিনি ললিতা তিনিই অহিংসা, যেহেতু ললিতা গোপীর দ্বেষ পৈশুন্য ছিল না। যিনি ইন্দুরেখা তিনিই দয়া, অর্থাৎ নাদশক্তি চন্দ্রমণ্ডলস্থা সমস্ত জীবে সুধা বর্ষণ করিয়া শীতলতা প্রদান করেন, ইন্দুরেখাও মিষ্টভাষাতে সুধা বর্ষণন্যায় সকলের চিত্তকে শীতল করেন ইত্যাদি।

অপরাশক্তি অবিদ্যা। তাঁহারশাখা—"ঈর্ষা অসূয়া অক্ষমা হিংসা তুষ্টি পুষ্টি সন্নতিরতি" প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র বৃত্তির সহিত অপরাও সহস্রাবস্থ পরমাত্মাকে প্রবৃত্তিমার্গে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে প্রবৃত্তিমার্গস্থা অপরা প্রকৃতি চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপীর প্রধানা অষ্টসখী, চন্দ্রা চন্দ্রবতী চন্দ্রমালা প্রিয়চন্দ্রা মধুমতী চন্দ্রলেখা চন্দ্রমাদনী সুন্দরী ইত্যাদি ইহারাও বিদ্যাঙ্গের বিপরীত বর্ত্তিনী হয়েন, একারণ এক আত্মাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে, উভয়েই পরস্পর বিপরীত পথে গমন করেন। যেমন নিষ্কাম কর্ম্মের অনুগামিনী পরা বিদ্যা নিরন্তর আত্মরসে ক্রীড মানা, অপরা বিদ্যাও সকাম কর্ম্মমার্গে স্থিতি করিয়া কদাচিৎ খণ্ড সুখার্থে আত্মাকে লাভ করেন। যদ্রূপ পরাশক্তি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনাতে অন্তরঙ্গ রসে নিয়ত কৃষ্ণ সন্নিধি বাস করিতেছেন। অপরাশক্তি চন্দ্রাবলীও আত্ম সুখাভিলাষে রাধিকার অনবলোকনে কদাচিৎ কৃষ্ণসম্ভোগও করেন।

দ্বারকাবাসিনী অপরাশক্তি সমাশ্রিতা মহিষীগণেরাও যেশ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রাদি সুখসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার এই ভাব, যে সকাম সাধকগণেরা নানা কর্ম্মের সমাচরণ করিয়া আত্মার প্রসন্নতাতে নানাবিধ সংসারোচিত খণ্ড সুখভোগ করিয়া থাকে, তাহা দেখাইবার কারণ মহিষীগণের প্রেমভক্তিরপ্রমাণ দিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মাভিন্ন অভিলাষ পূর্ণ করিতে কেহই পারেন না, যেহেতু আত্মাকে সর্ব্বকামপূর বলিয়া শ্রুতিসংবাদ করিয়াছেন। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান ইতি" যিনি এক

কিন্তু বহুজনের কামনানুসারে বহুবিধ কামনা পূরণ করেন, অর্থাৎ যে রূপে যে ভাবনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত আত্মাকে কামী বলা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও এক হইয়া অনেকের অনেক কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে কামে লিপ্ত বলা যায় না। এভাবেও শ্রীকৃষ্ণের আত্মতা খণ্ডন হইতে পারে না, কিন্তু তাহাও বলিনা, দ্বারকাদি লীলা যাহা বর্ণিত হইয়াছে এসমস্তই মায়ার কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই।

(ক) কৃৎস্ন। (ণ) আত্মা। সকলের আত্মা যিনি, তিনি কৃষ্ণ।—(রবিকর গৌরাম্বরং দধানং) আত্মার বিশেষণ, তেজঃ স্বরূপ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থান হেতু রবির কিরণ তাঁহাকে আচ্ছাদন করেন, একারণ পীতাম্বর তৎপরিধেয়রূপে বর্ণিত হয়। (আকাশ শরীরী আত্মা) শ্রুতি প্রমাণে আকাশ অতি স্বচ্ছ, কিন্তু নীলবর্ণ দর্শন হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে নীলনীরদ বর্ণ বলে। শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল দোদুল্যমান, সেই কুণ্ডল চ্ছলে সগুণনির্গুণ উভয়প্রতিপাদক শ্রুতি সংকুচিতাহইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সগুণ কি নির্গুণ ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, সুতরাং শ্রুতিবাক্য দোলায়মান হইয়াছে, ইহা জানাইবার কারণকুণ্ডল সঙ্কুচিত হইয়া শ্রুতিমূলে দুলিতেছে, মকরাকৃতি বলাতে রসনাহীন মকর, তাহার যেমন রসজ্ঞানরহিত, এবং বাক্‌শক্তিও রহিত, শ্রুতিও তদ্রূপ ব্রহ্ম বিষয়ে বাগিন্দ্রিয় রহিত, এবং ব্রহ্ম রসের আস্বাদনে বঞ্চিত, তদ্রূপ কৃষ্ণরসানভিজ্ঞা শ্রুতি সকলমকরাকৃতি কুণ্ডলচ্ছলে শ্রুতিমূলে দোলায়মানা হইয়া রহিয়াছেন। ত্রিভঙ্গভঙ্গিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতে ত্রিসর্গভঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাতেই উৎপত্তি, আত্মাতেইস্থিতি, আত্মাতেই ভঙ্গ হইতেছে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিভঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যে মৃদুমৃদু হাস্য, তাহাই জগদুন্মাদকরী মায়া, "সিঞ্চাঙ্গন স্তদধরামৃত পূরকেন হাসাবলোক ইত্যাদি,, ভাগবতে উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তন্মায়াতে আকৃষ্ট কে না হয়, শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমনয়ন বলাতে

সুতরাং ভগবৎ প্রেমকৌটিল্য দর্শন হইতেছে, অর্থাৎ পরমেশ্বরেপ্রেম করিতে হইলেই সংসারের সরল পথকে পরিত্যাগ করিয়া বক্রপথে গমন করিতে হয়। যথা।—(অহেরিব গতি প্রেম্নঃ সদৈব কুটিলাগতিঃ।) ভুজঙ্গের ন্যায় প্রেমের সদাই কুটিলা গতি। আত্মাতে সংগ্রথিত বিশ্ব, বিশ্বকে তদ্বন বলিয়া কেনেষিত উপনিষদে ব্যাখ্যা করেন, বনশব্দে বৃক্ষ সমষ্টিতে ব্যষ্টি এক বন বলা যায়, সুতরাং সমস্ত বিশ্বস্থ বস্তু আত্মসূত্রে গ্রথিত বিধায় শ্রীকৃষ্ণকে বনমালী বলা যায়। নটবর শব্দে, নটী বিশ্বমোহিনীমায়া,নটমায়াবী,অর্থাৎ বাজীকরী বাজীকর,অস্বরূপে স্বরূপ সন্দর্শন করাইয়া থাকে,আত্মা তাহা হইতে অন্তর,একারণ শ্রীকৃষ্ণকে নটোবর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন। অর্থাৎএই বিশ্ব যাঁহার নাট্য তাঁহার নাম নটোবর। লোকেও প্রথিত আছে, যে রাসস্থলে ইন্দ্রজাল খাটাইয়া থাকে, সুতরাং রাসনাট্য যে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি অনন্তাখ্য সঙ্কর্ষণ তিনিই জীব এখানে তাঁহাকে বলরাম বলে, তিনি সখাভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করেন, শ্রীদামাদি অন্যান্য গোপ সকল শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, উদ্ধব অক্রূরাদি অনিমাদি ঐশ্চর্য্যস্বরূপ,আত্মতত্ত্ববিবোধী মহামোহাদি অসুরবৎ কেশী কংস মুর নরকাদি নিকৃতি মায়াত্মজা পুতনা। নন্দকে দ্রোণ বসু বলাতে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপালক অর্থাৎ গুপরক্ষণে গোপ, ধর্ম্ম রক্ষা পরায়ণ নন্দ গোপ, যশোদা ধরা, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় ভূতা, ইত্যর্থে তাঁহাকে নন্দপত্নী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্যক্ রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পর আত্মতত্ত্ব জ্ঞানোদয় হয়, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দালয়ে উদয় হইয়াছিলেন। সকাম সাধন ফলেও কালেক্লেশ পাইয়া আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, তদ্দৃষ্টান্ত এই যে বসুদেব দৈবকীর বহুক্লেশ সহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণলাভ হইয়াছিল। আত্মতত্ত্ব বিদ্বেষ কারীরমণাত্মক ভুজঙ্গ স্বরূপ বলাশন, অর্থাৎ কফ, পিঙ্গলানাড়ীকে আশ্রয় করিয়া বিষবৎ প্রাণায়াম যোগ বিঘ্নদ্বারা পিঙ্গলাকে বিদূষিতা করে,

কিন্তু সাধকের মানস হ্রদে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া সেই বিষবৎ বিঘ্ন স্বরূপ বলাশনকে দীপান্তরে দূরীকৃত করেন, অর্থাৎ রমণকদীপবৎ অসাধক ব্যক্তির হৃদয়কে সেই ভুজঙ্গ আশ্রয় করে। ইহাইজানাইবার কারণ কালীয়দমন প্রস্তাব পুরাণে বর্ণন করিয়াছেন। যোগ বিঘ্নবিষ কফ কালীয় হ্রদয় পিঙ্গলা যমুনা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, রমণকদ্বীপ অসাধু হৃদয় ইত্যাদি স্ফুটীকৃত করিয়াছেন। অতএব রূপকাচ্ছাদনের অপনয়ন করিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা, তাহাতে বিচক্ষণ সাধকের কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

যদিও কেহ এমত আপত্তি করে, যে পরমেশ্বরের রূপাদি মিথ্যা হইলে তদ্রূপের উপাসনাদিও মিথ্যা হয়। উত্তর, তাহা নহে, তদ্রূপাদির উপাসনায় মোক্ষ নির্বৃতি লাভ হইতে পারে। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রান্তি, বস্তুতঃ ভুজঙ্গরূপ মিথ্যা, কিন্তু ব্যালগ্রাহী ভুজঙ্গ বলিয়া ধারণ করিলে, ভুজঙ্গ ভ্রান্তির শান্তি হইলেও সেই সত্য রজ্জু গ্রহণ করা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহামোহে আকৃষ্ট জীবের পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ জানিবার সাধ্য নাই, এপ্রযুক্ত নির্ম্মল পরমাত্মাতে শ্রীকৃষ্ণাদি রূপের সজ্জা করিয়া উপাসনা করিতে বেদে অনুশাসন করিয়াছেন, পরিণামে নামরূপের অন্তর হইলে তদুৎপাদনক পরমাত্মার উপাসনার ব্যাঘাৎ হইতে পারে না, যদি কোন প্রবর্ত্ত সাধকনাম রূপাদি উপাসনা প্রথম না করিয়া একেবারে নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা করিতে যত্ন করে, তবে তাহার উপাসনার সিদ্ধি কখনই হইতে পারে না, পরিণামে বিলক্ষণরূপ একপ্রকার নাস্তিক হইয়া উঠে। অতএব রূপ নাম বিশিষ্ট পরমেশ্বরের উপাসনায় অকুশল নাই। অবশিষ্ট ভাগ আগামী প্রকাশ হইবেক।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

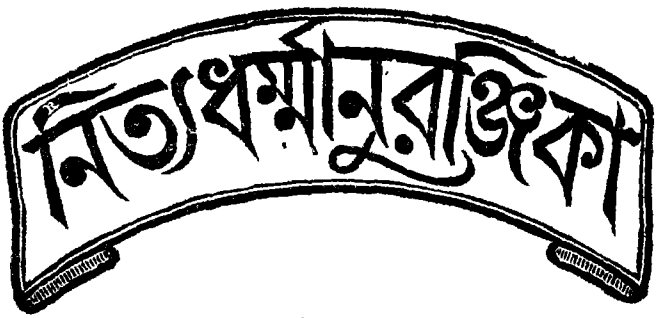

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার ভূষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ।

দেশোপকারক উপদেশ।

এক্ষণে কালেজীয় ছাত্র মাত্রকে স্বজাতীয় ধর্ম্ম এবং রীতি নীতি প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতে দেখাযায় এবং স্বজাতীয় বেশ ভুষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া জানাইয়া বিজাতীয় দিগের সহিত সম ধর্ম্মীরূপে সৌহার্দ্দ করিতে সম্যক্ ইচ্ছাকরে কিন্তু তাহাতে তাঁহারা প্রতি পদেই লি···লি

দিয়া ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি, সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস্। তুই অতি নির্লজ্জ।' এইরূপে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, সেই নির্ব্বোধ দাঁড কাককে তাড়াইয়া দিল।,,

এক্ষণে এদেশের বালকদিগের সেইরূপ অবস্থা কি না? ইহা বিবেচনা করহ। যাহারা পাঠশালে গুরুমুখে এই উপদেশ পায়, তাহারা কি আবার বিজাতীয় বেশভূষা করিয়া বিজাতীয় দলে মিলিতে যায়? না, মিলিতে গেলে তাহাদিগের নিকট তিরস্কৃত হয় না? যাহারা কথায় কথায় হাস্বক বলিয়া স্বজাতীয় গণকে গালা গালি দেয়, তাহারদিগের পঠিত ঐ উপদেশের কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখনা কেন। যদি এইসকল উপদেশ কে যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করে, তবে কদাপিও বিজাতীয় স্বভাবে স্বজাতি দিগকে তিরস্কার করিতে পারে না। ইহাদিগেব বিদ্যা শিক্ষা ও উপদেশ প্রাপ্তি মুদ্ধ কাকভক্ষের ন্যায়, অর্থাৎ কাকে আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া আনিয়া এমত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, যেকার্য্যকালে আপনিই তাহা অন্বেষণা করিয়া পায় না। সেইরূপ কালেজে বা অন্যান্য বিদ্যা লয়ে বালকেরা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কার্য্যকালে বিস্মৃত হইয়া গিয়া স্বজাতীয় ব্যবহারের দেশ করিয়া বিজাতীয় ব্যবহারে লিপ্ত হইয়া স্বদলও পরদল, উভয় দলেই তিরস্কৃত হইতেছে। অতএব এই উপদেশ করি, যে অর্থোপার্জ্জন জন্য নানা জাতীয় শাস্ত্র পাঠ করহ, কিন্তু স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও রীতি প্রীতি প্রভৃতিকে কদাচ বিস্মৃত হইও না।

(গত মাসের শেষ)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

মহারাস বর্ণন।

রাজা পরীক্ষিতকে শুকদেব যে কহিয়াছিলেন "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিদিতি,, এবিষয়েও কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। যেহেতু শুকদেব হইতে তত্ত্বজ্ঞানী কেহই নহেন। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, ক্বচিৎ আচরিত কার্য্যও সত্যহয়। ইহার যেকি অভিপ্রায় তাহা বোধ করিতে হইবে, অধ্যাত্ম তত্ত্বঘটিতা ঈশ্বরদিগের যে লীলা কথা তাহাই সত্য, এই সত্য শব্দে ঈশ্বরলীলা সত্য ফল প্রদায়িনী হয়েন, ঈশ্বরদিগের আচরিত কর্ম্ম সত্য নহে, অর্থাৎ মনুষ্যবৎ যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগের সেসকল আচরণ করা হয় না, ক্বচিৎ পদে, যাহাতে লৌকিক হিতোপদেশ আছে এমত কর্ম্ম আচরিতব্য হয়। যেমনশ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতি পালন জন্য বনে গিয়াছিলেন, ইহাতে পিতৃ ভক্তির উপদেশ আছে, সুতরাং মনুষ্য লোকে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ইত্যাদি। যদি কাহার এমত ভ্রান্তি উপস্থিত হয় যে যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপী শৃঙ্গার রূপ রাসলীলায় পরদারা মর্ষণজ পাপগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা কি রূপে যাইতে পারে? অন্যাপরে কাকথা পরীক্ষিতেরই

এবিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। কথঞ্চিৎ যদিও এবিষয় লৌকিক বিরুদ্ধ বোধ হয়, তথাপি তাহাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতার হানি হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরের পাপ পুণ্য কি? তিনি সকলেই আছেন, তাঁহাতেই সকল আছে, ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের বিচার নাই। প্রাকৃত লোকবৎ সদসৎ আচার দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যেতে যেমন দোষারোপ করা যায়, ঈশ্বরে সেরূপ দোষ বর্ত্তেনা। যথা "বুদ্ধাদ্বৈতস্য তত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি, শূনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কোভেদো শুচি ভক্ষণে ॥ ইতি,। অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান হইলেও যদি যথেষ্টাচরণের বাসনা হয়, তবে অশুচিভুক কুক্কুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর বিশেষ কি থাকিল?। এদৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণাদিতে কোনমতে বর্ত্তিতে পারেনা, এদোষ জ্ঞানসাধক ব্যক্তি বিশেষে সম্ভব হয়। যে পরমাত্মা সর্ব্ব দেহে বিরাজ মান্ তাঁহার শুচাশুচি কি? বিটক্রমি পর্য্যন্তের যিনি অন্তরাত্মা তাহার আবার অশুচি ভক্ষণ বিষয়েব বাধা কি থাকিল? পরমাত্মা সর্ব্বকারণ রূপ, সমস্তকার্য্য রূপ, কর্ত্তাহর্ত্তা মহেশ্বর সর্ব্বঈশান শ্রীকৃষ্ণ, ঐ সকল সামান্য উদাহরণে কি তাঁহার ঈশ্বরতাব হানি হইতে পারে? যেখানে সকল শ্রুতি সকল স্মৃতি সকল সংহিতাতেই শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা কবিয়াছেন সেখানে কি তাঁহাতে এই অনার্য্য কার্য্যের উদাহরণ দেওয়া খাটিতে পারে? যথা।

তস্যোদিতি র্নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত
উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো যএবং বেদ ॥
ইতি ছান্দোগ্য উপনিষৎ

সএষদেবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ পাপ্মনা সহ তৎ-
কার্যেভ্যঃ ইত্যর্থঃ।স্বআত্মা অপহত পাপ্মেত্যাদি
বক্ষ্যতি। উদিত উৎইৎ উদগত ইত্যর্থঃ।

·অতোস্যাবুদ্নামা তমেবং গুণ সম্পন্ন মুন্নামানং যথোক্তেন
প্রকারেণ যোবেদ সোপ্যেব মেবোদে তৃদ্গচ্ছতি
সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো বৈ ইতি। শাস্কবিভাষ্যং।

নতস্য সর্ব্ব পাপ্মোদয় স্তৎকার্য্য ভাক্তৃত্বাদিত্যাশং ক্যাহ।
পাপ্মনেতি আদিত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্ব পাপ্মোদয় সম্ভবতি।
" নবৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ইতিশ্রুতিঃ॥ পরমাত্মা বিষয়
বাক্য শেষইতি। আনন্দ গিরিকৃত ভাষ্যটীকা।

স্বপ্রকাশ দেব পরমাত্মা পরম পুরুষ সকল পাপের সহিত অর্থাৎ পাপকার্য্যের সহিত উদিত হয়েন সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না, যে হেতু তিনি অবিকারী হয়েন। সকল পাপ উদ্গত, অর্থাৎ যাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারেনা। বেদে আত্মাকে " অপহত পাপ্মা " বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তিনি সকল শুভাশুভ কার্য্যের উৎপাদক সংস্থাপক এবং সংহারক হয়েন। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম দৃষ্টে যে সাধক তাঁহাকে নির্লিপ্ত জানে, সেই বেদজ্ঞ। তাঁহাতে কোন পাপই স্পর্শ হয় না, যেমন সূর্য্য দেব সকল শুভাশুভ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত, আত্মাও তদ্রূপ শুভাশুভ কার্য্যে লিপ্তবৎ থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন। ঈশ্বরে পাপোদয় হয় না, তৎকার্য্য ভাক্ত, অর্থাৎ সর্ব্বলোকে আত্মাকে নির্লিপ্ত জানাইবার নিমিত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ রূপে আত্মভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন।

এই অভিপ্রায়ে সর্ব্ব বেদজ্ঞ জ্ঞানীবর শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিয়াছেন। "ঈশ্বরাণাং বচঃসত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিদিতি" ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য কিন্তু আচরণ সত্য নহে, অর্থাৎ ভাক্ত, তবে তাঁহারদিগের কোন কোন আচরণ সত্য যাহাতে লোকের উপকার হয়, তাহাই আচরণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যাবতারে মনুষ্যবৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম যুক্ত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম মনুষ্যের আচরণীয় অধর্ম্ম যুক্ত কর্ম্ম আচরণীয় নহে, এ নিমিত্ত ক্বচিৎ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলিতার্থ শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন। ইহাতে আশঙ্কা মাত্রনাই, বেদে তাঁহাকে অপহত পাপ্মা বলিয়াছেন। পাপের সহিত কার্য্য করিলেও বিকারী মনুষ্যের ন্যায় তৎকার্য্য তাহাতে লিপ্ত হয়না। শ্রীকৃষ্ণ আদিত্যবৎ বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন। দেবপ্রতি পাপ গমন করেনা শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন। যথা।

সূর্য্যো যথা সর্ব্ব লোকৈক চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্য দোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্ব ভুতান্তরাত্মা নলিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।
ইতি কঠোপনিষৎ।

সর্ব্বলোকের এক চক্ষু স্বরূপ সুর্য্যদেব স্বকর বিস্তারে এতজ্জগতেচাক্ষুষ পবিত্রা পবিত্র সকল বস্তু স্পর্শন করিয়াও মনুষ্যবৎ অপবিত্র হয়েন না। তদ্রূপ সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা এক পরমাত্ম পরমেশ্বর শুভাশুভ ভাবৎ কর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন, এতদর্থে রাস পঞ্চা-

ধ্যায়ে পরীক্ষিৎ প্রশ্নে শুকদেব কহেন "ধর্ম্মো ব্যতিক্রমো-হত্র ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং। তেজীয়সাং নদোষায় বহ্নিঃসর্ব্ব-ভুজো যথা" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে কাম কর্ম্মাদিতে লিপ্তবৎ বিকারী বলায় মূর্খতাই প্রকাশ পায়। যিনি মৃতপুত্রানয়নে সান্দীপনিকে সান্ত্বনা করেন,বিশ্ব রূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনের মোহ বিধ্বংশন করেন, যশোদাকে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করান, এবং রাসস্থলে বহু সংখ্যক মূর্ত্তি-ধারণ করেন, এক কৃষ্ণ শত কোটী স্ত্রীর মনোরঞ্জন করেন, তখন কি? তাঁহাকে পাপাত্মা দিগের উক্তিমত কদর্য্যাচারী বলা সম্ভব? না, পরমেশ্বর বলা যাইবেক না? ইহা তুমিই বিচার করিয়া দেখ না কেন।

অরে বৎস! ভাক্ত তত্ত্ব জ্ঞানিন্!—যখন। "নিত্যং সদ সদাত্মকং,, বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব বেদে উক্ত করিয়াছেন, তখন আত্মাতে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম যে গ্রথিত আছে ইহাতে সং-শয় কি? যদি আত্মাতে কেবল শুভ কর্ম্মাচরণের অবস্থিতি কোনমতে অশুভ কর্ম্মের অবস্থান না থাকে, তবে অশুভ কর্ম্ম সকলের কোথায় অবস্থান দেখাইতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের একেবারে অদ্বৈততা খণ্ডন হইয়া যায়, আর পাপকর্ম্মের উৎপাদক রূপে দ্বিতীয় পরমেশ্বরান্তরকেও মান্য করিতে হয়? সুতরাং এবিষয়ে পুণ্যবানের আত্মা স্বতন্ত্র, পাপাত্মার আত্মা স্বতন্ত্র কল্পনা করিতে হয়, নতুবা তোমাদিগের এরূপ পূর্ব্বপক্ষ কোনমতে রক্ষা হইতে পারে না, অর্থাৎ বিটক্রমি ও পবিত্রাচারীর ঈশ্বর স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে যে কত প্রকার বিপ্লুত ভাবের উদয় হয় তাহা বলা যায় না দেখ! এক পরমাত্মাতে অগ্নি নির্ব্বাপক জল ও অগ্নির অবস্থান, অমৃত এবং বিষ, হিংসকতা ও অহিংসকতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অজিতেন্দ্রিয়তাদি শুভাশুভ সকল কর্ম্মই অবস্থিতি করে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত নহেন ইহাই যথার্থরূপ মীমাংসা হয়, ফলিতার্থ উভয়াত্মক ঈশ্বর এই জ্ঞানই মোক্ষের পরম কারণ ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সদসৎ কার্য্য পরিগ্রহ করিয়া লোকে আপনার অখণ্ডতা বোধ করাইয়াছেন।

অরেবৎস!—এবিষয়ে আরো এক উদাহরণ দিতেছি, নিষ্কাম ও সকাম উভয় সাধনার ফলপ্রদ এক আত্মাই হয়েন, ইহাও জানাইবার কারণ ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রকৃতিরূপা শরীর রক্ষাকারিণী, সুতরাং গোপী বলিয়া তাঁহারা বিখ্যাতা হইয়াছেন, যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গস্থিত সাধক কেবল আত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের গোপিকা রূপিণী ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল ধ্বন্যাত্মক প্রণবার লম্বন করিয়া সহস্রারাখ্য বৃন্দাবন রাস মণ্ডলে গমন করেন, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মগ্নীভূতা হইয়া সংসার সম্পর্কে বিমনস্কা হয়েন, অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আত্মার অন্বেষণা করেন তাঁহারা আর কখনই সংসার কার্য্যের অন্বেষণা করেন না, ইহা লোকে জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বলঙ্কৃত বাক্যব্যাজে বেদব্যাস কহিয়া গিয়াছেন। "তদ্ধ্যাত মাচিরং

ঘোষং শুশ্রূষধ্বংপতীন্ সতীঃ। ক্রন্দন্তি বৎসবালাশ্চতান্ পায়য়ত দুহ্যতঃ ,, হে গোপ্যঃ! তোমারা সকল পতিব্রতা স্ত্রী, গৃহে গিয়া পতি সেবাকরহ, এবং বৎস বালক গণ ক্রন্দন করিতেছে তাহাদিগকে স্তন পান ও গাবিদোহন করিযা সান্ত্বনা করহ। এ বাক্যে শুদ্ধ লৌকিক ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ কুটধর্ম্ম সংসারে যাহারা মুগ্ধ হইবে হাতাদিগের তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখনই হইবেক না, যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পুর্ব্বক শুদ্ধ ভগবদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিবে, তাহারাই নৈষ্ঠিকী ভক্তি সহকারে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং গোপ্যুক্তিচ্ছলে পরম দুঃখদ সংসারধর্ম্মের আকাংক্ষার নিবারণ করণ করিবার জন্য এই মাত্র উপদেশ করিযাছেন।

যাঁহারা প্রবৃত্তি মার্গস্থ সকাম সাধক, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয বৃত্তিকে মহিষীরূপে ব্যাখ্যা করিযা নিয়ত ধর্ম্ম কর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন এবং কর্ম্মানুসারে আত্মার অনুকম্পায লোকের আপনং অভিলষিত সুখলাভ যে হয়, ইহা মহিষীদিগের পুত্র পৌত্রাদি সম্পত্তিযুক্তসুখভোগ শ্রীকৃষ্ণহইতে হইযাছিল ইহাই জানাইয়া গিয়াছেন,তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিকার্য্য স্বীকার করা যায না, কেননা এক আত্মা অবিকারী কিন্তু সাধকের সাধনানুসারে বিকারবৎ প্রতিভাত হন, তিনি সর্ব্বকামপুর, আপনি লিপ্ত না হইযা লিপ্তবৎজনেকের অনেক মত কামনার পুরণ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা হর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তাঁহাতে শুভাশুভকর্ম্ম কিছুই লিপ্ত নহে। দৃশ্যজাত বস্তুমাত্রই মায়ারকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে লিপ্ত

নহেন বিবেচনা করিতে হইবেক। নিবৃত্তিধর্ম্মিণী গোপীরূপা বৃত্তিদিগের সহিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে শুদ্ধ পরমার্থোপদেশ, প্রবৃত্তিমার্গস্থা মহিষীদিগের সহিত বিহারোপলক্ষে তিনি সংসার ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন, এই মাত্র পুরাণ বর্ণনার তাৎপর্য্য হয়। ইহাতে যাহার যেমন মন, যেমন বুদ্ধি, যেমন মেধা, আধারানুসারে শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে তাহার সেইরূপই ধারণা হইয়া থাকে।

এতৎ পরমহংসোক্তি শ্রবণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী বিমুগ্ধপ্রায় হইয়া পুনঃ২ প্রণাম করতঃ পরম হংসকে কহিতে লাগিলেন হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ লীলার যে এরূপ নিগূঢ়ভাব তাহা আমরা জানিতে পারিনাই, শ্রীকৃষ্ণোপাসনা করিলে যে পরমাত্মার উপাসনা সিদ্ধ হয় ইহার অন্যথা নাই, ফলে নির্লক্ষ পদার্থের উপাসনা হওয়া কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রূপের উপাসনাই যে স্বরূপ উপাসনা ইহা আমার এক্ষণে নিশ্চয় অবধারণা হইল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ভাক্ততত্ত্ব জ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—হে প্রভো!—ভগবানের রাসলীলার তাৎপর্য্য আপনি যেরূপ বর্ণন করিলেন তাহাতে যথার্থই পরমার্থোপদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু সকলের চিত্তে অবধারণা হওয়া অতি কঠিন, এবিধায় পরিষ্কারার্থ করিয়া আমাদের নিমিত্ত স্পষ্টাক্ষরে মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরহংসের উত্তর। অরে বৎস! ভগবদ্ভাবোদয়ের নিমিত্ত পরাশক্তি, আত্মবৈভবসূচক এই রাসলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় তিনি কিছুই করেন নাই, কেবল প্রকৃতিই সকল কার্য্যের মূলাধার হয়েন। প্রবৃত্তিমার্গস্থ সকাম সাধক ও

নিবৃত্তি মার্গস্থ নিষ্কাম সাধকেরইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে প্রকৃতি-রূপা বলিয়া, তাহাদিগের লোকবৎ চেষ্টা বর্ণনকরিয়াছেন, অর্থাৎ সকামের অভিলাষ পুরণ, নিষ্কামের মোক্ষ প্রদান এক পরমেশ্বরই করেন, যথা "একোবহূনাং যো বিদধাতি কামানিতিশ্রুতিঃ,, এক পরমেশ্বরই কামনানুসারে অনেকের অনেক প্রকার কামনা পুরণ করেন। তাহা দেখাইবারজন্য এক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাদিগকে তন্ময়তা প্রদান ও দ্বারকা বাসিনী মহিষীদিগের ঐহিক মনোরথাভিলাষের পুরণ করিয়াছেন। যদিও বাহ্যে শ্রীকৃষ্ণকে তদাসক্ত জ্ঞানে অজ্ঞলোকে বিতর্ক করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লোকবৎ বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন শুদ্ধ যোগমায়া বিলাস মাত্র। এ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারও যে হয় নাই, কেবল পৌরাণিকী রচনা মাত্র ইহা বলিতে হইবেক না, কৃষ্ণাবতার হওয়া যথার্থ, কিন্তু সেই অবতার বিষয়ের ভাবগ্রহ করিয়া অদ্বিতীয় অব্যয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্লিপ্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই পরিগ্রহ করিতে হইবেক, যদিও পরমাত্মার কোন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য নাই, তথাপি তাঁহার কৃত এই বিশ্ব বলিতে হইবে। যখন বিশ্বকার পরমেশ্বর, বেদে ইহা মান্য করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিশ্বোপকারার্থে অবতারকেও মান্য না করিবার কারণ কি? ফলিতার্থ পরমেশ্বরের স্মৃতিদ্বয়ে আরূঢ় হইয়া দ্বিবিধ সাধকের যে রূপ গতি লাভ হয়, তাহাই রাসলীলা ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়েই গোপীগীতায় কহিয়াছেন। যথা (নখলুগোপিকা নন্দনো ভবা নিখিল দে-

হিনা মন্তরাত্মদৃক্) ইতি। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি গোপিকানন্দন নহ, সমস্ত জীব নিকায়ের এক অন্তরাত্মা হও। অতএব যখন শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকারা জীবান্তরাত্মা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তখন বৃন্দাবনে রাসলীলার ব্যাখ্যা যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, ঘটিতা, তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে? সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ব জীবেরপক্ষে অনায়াস বোধের নিমিত্ত এই রাসলীলা প্রকটিতা হইয়াছে, অর্থাৎ অপ্রকট পরমাত্মতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে।

কেবল ভগবত্তত্ত্ব প্রাপ্ত্যর্থি যেসকল নিষ্কাম সাধক, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি ও তদ্ভিন্ন কান্তিপুষ্টি ধৃতি শান্তিপ্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি সকল এক প্রণবধ্বনিতে আকৃষ্টা হইয়া স্বস্ব স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধব্রজশীলা হইয়া সহস্রারাখ্য পরমাত্মার পরমাসনে গমন করিতে ব্যগ্রা হয়, তাহাদিগকে তদধিষ্ঠাতৃদেবগণে নিবারণ করিয়া রাখিতে কদাচ পারেন না, যাহাদিগের বিপক্ক জ্ঞান হয় নাই, অথচ আত্মসন্নিহিত গমনে উৎসুক হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল তত্তৎ দেব কর্ত্তৃক নিবারিতা হয়, কিন্তু আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির বিঘ্ন বিবেচনায় সেই সকল ব্যক্তি নিয়ত সংসাররূপ বিষয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট পায়, সেই কষ্ট ভোগ করিয়াও পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত না হইয়া যে কোন রূপে দেহোপরতি করিয়া দেহান্তে পরমাত্মতত্ত্বকে লাভ করে, যাহারা অনিবারিত, তাহারা ঐ দেহেই আত্ম সাক্ষাৎকার করিয়া সজীবন পরিমুক্ত হয়। ইহাই রাসের সূক্ষ্মার্থ জানিবে,যে নিষ্কামদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকে গোপীরূপ বর্ণন করিয়া

প্রণবধ্বনিকে বংশীধ্বনি কহিয়া, সহস্রারাখ্য ভূপ্রদেশে বৃন্দাবন গমন বর্ণন করিযাছেন; যাহারদিগের অবিপক্ক সাধন, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকেও গোপী বলিয়া পতিপিত্রাদি কর্ত্তৃক বার্য্যমাণা অন্তর্গৃহরুদ্ধা তদ্ভাবনাযুক্তা বলিয়া গিয়াছেন, সেই অলব্ধ বিনির্গমা বৃত্তিময়ী গোপিকা সকল পরমার্থতত্ত্ব চিন্তা করতঃ গুণময় দেহকে ত্যাগকরিয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধি প্রাপ্তা হন।

নিকটাগতা যে সকল গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ অলঙ্কৃত বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পুনর্ব্রজে গমন করিতে কহিয়াছিলেন, যথা "তদ্যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতী রিত্যাদি" এবং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম হ্যমায়য়া" ইত্যাদি। হে সতী গোপ্যঃ! তোমরা সকলে ব্রজে গমন করতঃ স্বস্বপতি সকলকে ভজনা করহ। নিষ্কপটে পতি শুজ্রষা করা স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম হয়।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থ তত্ত্বান্বেষী পরম হংসগণের স্বচিত্ত বৃত্তি সকল প্রণবধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পরমাত্মার সন্নিকট গমনেউদ্যতা হয়, তাহারা আর কোন ক্রমেই সংসারোচিত ধর্ম্ম কথা শুনেনা, ভর্ত্তাশব্দে ভরণ কর্ত্তা এখানে ধর্ম্মকে ভর্ত্তা কহিয়াছেন, যেহেতু ধর্ম্মই সকলের ভরণ কর্ত্তা, পতি শব্দে প্রতিপালন কর্ত্তা, এখানে ধর্ম্মই সকলের প্রতিপালন কর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষা কর্ত্তা, যাহারা ভগবদন্বেষণ করিবার কারণ পরিব্রজনশীল হয়, তাহারা কখনই সংসারিকধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে আর বাধিত হয়না, সর্ব্বধর্ম্মময় এবং সম্যক্ তপোময়

পরমাত্মাকে জানিয়া একান্তমনে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার নি মিত্ত চেষ্টা করে, সুতরাং তাহাদিগের চিত্তবৃত্ত্যাদি সকল কথ নই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীনতা অঙ্গীকার করেনা ইহা দেখাই বারজন্য শ্রীকৃষ্ণগোপীদিগকে সাংসারিকধর্ম্মোপদেশ করেন। পরমহংসেরা সাংসারিক ধর্ম্ম কর্ম্ম গ্রহণে অঙ্গীকার না করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মময় আত্মাতে আত্ম সমর্পণ করেন। সেইরূপ গোপী-রাও শ্রীকৃষ্ণে আত্ম নিবেদন করিয়া ধর্ম্মেবিতৃষ্ণতা জানাইয়া-উপদেশ করিযাছেন। যথা "অস্ত্যেব মেতদুপদেশ পদেত্বয়ীশে প্রেষ্ঠোভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ইতি,, হেশ্রীকৃষ্ণ তুমি সকল জীবের পরমাত্মাহও যেহেতু উপদেশ পদ অর্থাৎ ধর্ম্মো পদেশ দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম উপদেশ পদ, অতএব উপদেশ পদ তুমি, তোমাতেই তোমার উপ-দেশ থাকুক্। আমরা তৎপ্রাপ্তির উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদে-শ মাত্র গ্রহণের ইচ্ছা করিনা, অর্থাৎ পরমহংসেরা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই এক আত্মাতেই সমর্পণ করেন, গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণে সকল সমর্পণ করিয়া ইহা জানাইয়াছেন, যে অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাধকের এই উপাসনার পথ হয়।

মহাতম, ও তৎসহচারিণী অসুয়া ও হিংসা, ইহারা সর্ব্বদাই বিদ্যার বিদ্বেষ করে, এবং বিদ্যার প্রতি সর্ব্বদা দোষারোপ করিয়া মহাতমোর বশে আনিতে চায়, ও আত্মাকেও অলীক পদার্থ বলিয়া জল্পনা করে। এখানেও বায়াণ, ও জটিলা কুটিলা, ইহারা সদত জ্ঞান শক্তি রাধার প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ছিল, এবং কত প্রকারও কলঙ্কযোজনা করিয়া ঘোষণা দিয়া-

ছে, আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেও অনেক নিন্দা করিয়াছে। মহামায়া বৈষ্ণবীমায়া এক আত্মাকে কতরূপে যে প্রতি ভাস মান করেন, তাহার প্রমাণ নাই। একদা রায়াণের সম্মুখে যোগমায়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপেও প্রতিভাত করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মা নির্ম্মল হইয়াও মায়া সন্নিধানে থাকা প্রযুক্ত, নানারূপে পরিণত হয়েন। মায়াযোগে মান ভানে আত্মাকে পুরুষরূপে দৃষ্ট করিয়া কদাচিৎ মায়া আপনি তাহার আরাধ্যা হন, অর্থাৎ আত্মাকে উপাসক উপাস্য উভয়রূপেই পরিণত করেন, অর্থাৎ মায়া বিশ্বব্যাপী আত্মাই সাধ্য সাধকরূপে প্রতিভাত করেন, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপে আত্মাকে মায়ার সাধনা করাইয়াছেন, কদাচিৎ তন্মানোপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণকে শিব রূপেও দর্শনীয় করিয়াছিলেন। ফলিতার্থ কৃষ্ণ ইহার কোন কার্য্যই করেন নাই শ্রীরাধিকাই সকল নাট্যাবতরণ করিয়াছেন। আত্মাই সজীব অজীব সকল পদার্থ হয়েন, তাঁহাতেই সকল তিনিই সকল বস্তু রূপে খ্যাত, তদ্ভিন্ন বস্তুন্তর নাই শুভাশুভ যাবতীয় কার্য্য তাহা সকলই আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে. ইহা লোকে জানাইবার জন্যে যোগেশ্বরী রাধা এক কৃষ্ণরূপে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকে প্রতিভাত করিয়াছেন এই মাত্র শাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য হয়। কিন্তু এসকল বিষয় অসত্য হইলেও তদ্রূপের উপাসনায় তৎকর্ম্মানুস্মরণ মননে সত্য পরাৎপর পরমার্থ পদ লাভ হইতে পারে। যেমন মনুষ্যদিগের শরীর মিথ্যা কিন্তু ঐ মিথ্যা শরীরে সত্য কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

বেদে আত্মাকে বহু শক্তিমান বলেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণকেও ষোড়শসহস্র গোপীগোষ্ঠীতে পরিবেষ্টিত বলিয়াছেন, ক্রিয়া-পরা শান্তি ক্ষান্তি কান্তি পুষ্ট্যাদি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে পরাপ্রকৃতির সন্নিকট থাকেন, অবশেষে অব্যক্তা প্রকৃতিকেও পরিত্যাগ করিয়া সাধক পরমপুরুষে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম রূপাদি আর ব্যাকৃত থাকে না, ইহার উপদেশার্থে শ্রীকৃষ্ণ একা রাধিকাকে লইয়া সকল গোপীর নিকট হইতে অন্তর্হিত হন, পরিণামে পরাপ্রকৃতি রাধাকেও পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করতঃ অনামরূপে অব্যাকৃত হইয়াছিলেন।

অর্থাৎ যাবৎ প্রলয়াবস্থা তাবৎ মুক্তপুরুষদিগের ঐ ঐ বৃত্তি সকল স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যাবস্থাতে প্রকাশ হইয়া নামরূপে কার্য্যবর্গের সম্পাদন করেন, (তাব-ন্নির্বৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ) ইতি (জোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে) ইতি। তাহাই সেই পরিত্যক্তা গোপিকাবা যাবৎ অন্ধকার তাবৎ নিবৃত্ত থাকিয়া আলোক বিভাবে পুনর্ব্বার কৃষ্ণান্বেষণ পরায়ণা হইয়া তদন্বেষণা করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রলয়ে তমোময় লোক হয় তখন সকল প্রকৃতিই আত্মাতে অব্যক্তরূপে নিশ্চেষ্টাবতী হন, সৃষ্টি প্রকাশে পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্য করেন, ইহাই জানাইয়াছেন।

আত্মা যেমন মায়াযোগে জল সবাবস্থ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় পিণ্ডেঽ বহুরূপে ব্যাকৃত হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী মণ্ডল মধ্যস্থ গোপীসংযোগে অনেক রূপে প্রতি গোপীতে

একং রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিলেন। " ব্যমুহন্খেচর স্ত্রিয় ইতি ,, বিমুগ্ধ হইয়া দেবস্ত্রী সকল রাসস্থলে আসিয়াছিলেন, ইহাতে এই বলা হইয়াছে, যে ইন্দ্রিয়গণ দেবসর্গ তাহাদিগের বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয় স্ত্রী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল বিমুগ্ধ প্রায় হইয়া তাহার মনের সহিত উদ্ধগ সহস্রারে গিয়া নিঃস্তব্ধ হয়; সুতরাং রতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বৃত্তি মানসাখ্য কামের সহিত বিমুগ্ধা হওয়াতে রাস পঞ্চধ্যায়ে কাম জয়াখ্যাপন উক্ত হইয়াছে। " শৃঙ্গারইব মুর্ত্তিমান ,, শৃঙ্গার মূর্ত্তিমান্ ন্যায় বলাতে এই ব্যাখ্যা করা যায়, যে রতি কামের একত্রাবস্থানের নাম শৃঙ্গার, পরমাত্মার পরমাসনে রতিকামের অধিষ্ঠান হওয়াতেই তথায় শৃঙ্গারকে মুর্ত্তিমান কহিতে হয়, একারণ বীরতন্ত্রে " শৃঙ্গারং শিরসিজ্ঞেয়ং ,, বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং শৃঙ্গার ব্যাজে কামজয় করিয়াছেন শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সামান্য লোকবৎ যে শৃঙ্গার করিয়াছেন, এভাব শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। রাজা পরীক্ষিৎ তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ইহা জানিতেন, কেবল লোক বোধানুরোধে প্রশ্নমাত্র করেন, শুকদেবও "তেজীয়সাংনদোষায় ,, বলিয়াছেন, অর্থাৎ তেজঃ পদার্থে কিছু স্পর্শ হয় না মায়াবিলসিত ভাক্ত শৃঙ্গার মাত্র, শ্রীকৃষ্ণে কিছু স্পর্শ হয় নাই। দেখ সামান্য জীবের অন্তরাত্মা মায়া বিলসিত কার্য্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া সর্ব্ব দেহে অবস্থান করেন, এবং তৎ সত্তাতে জীবের ইন্দ্রিয় সকল যে শৃঙ্গারাদি তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে, সেইসকল কার্য্যকে আত্মার তুষ্টির কারণ লোকে

বলে, কিন্তু আত্মার সহিত তাহার স্পর্শ নাই, যদিও শ্রীকৃষ্ণে শৃঙ্গার রসকার্য্য সম্পাদন বোধকর, সে সকল সর্ব্ব মায়াময়ী গোপীর কার্য্য, কৃষ্ণেতে তাহা স্পর্শ হয় নাই ইহাও আমার মত নহে, বস্তুতঃ বৃন্দাবন লীলা ভাস মাত্র এসকল কার্য্যই হয় নাই, শুদ্ধ পরমার্থ উপদেশ করিবার কারণ কারুণ্য গুণযুক্তা ভগবতী জগৎ গোপিকা রাধাই কৃষ্ণেক্ষণবতী হইয়া এই সকল অভাবনীয় বিশ্বমোহন কার্য্যের উদ্ভাবনকরেন, কৃষ্ণ করিলেন বলিয়া অজ্ঞলোকে বিমুগ্ধ হয়।

ভোগেচ্ছু সকাম সাধকদিগের আত্মোদ্দেশে কর্ম্ম না হওয়াপ্রযুক্ত ভগবান তাহাদিগকে ভোগ প্রদানে বিমুগ্ধ করেন, তদুপদেশার্থ তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি বর্গকে দ্বারকা ধামে শ্রীকৃষ্ণ মহিষী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেবল আপনং সাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ঐহিক নানা প্রকার সুখানুভব করিয়াছেন এই মাত্র। কিন্তু এক পরমানন্দ সন্দোহ দোহনী ভগবৎ স্বরূপতা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণ জন্মখণ্ডে প্রভাস যাত্রায় বিলক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। অতএব সাধকের ইন্দ্রিয় বৃত্তি গোপীরূপে নিয়ত কৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষে লগ্না হইয়া সহস্রারাখ্য নিত্য বৃন্দাবনে অস্খলিতরূপে নিত্য রাস করিতেছেন, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠে এই স্বরূপ জ্ঞান যাহার উদয় হয়, সেই সাধক অগ্নিপুত, সূর্য্যপুত, সর্ব্ব তীর্থপূত হয়. সেই তত্ত্বজ্ঞানী সাধকই বিষময় বিষম সংসার যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাইয়া আত্ম তত্ত্ব লাভ করে, ইহলোকে নিরন্তর ব্রহ্মরস পুরিত আনন্দ সাগরে ক্রীড়মাণ হইয়া দেহাবসানে সেই পরাৎপর পরম

বিষ্ণুপদে স্থানপ্রাপ্ত হয়। ইহার অন্যথা নাই। "এতদুপদেশ এষ আদেশ এষা বেদোপনিষৎ, এব নুশাসিতব্যং" ইতি। রাসে এই উপদেশ, রাসে এই আদেশ, ইহাই বেদের অনুশাসন, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনার যোগ্য অতএব শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করা শুদ্ধ নরকের কারণ হয়।

এতৎ পরমহংসোক্তি শ্রবণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন এবং মনেং বিবেচনা করিলেন, যে কি আশ্চর্য্য প্রস্তাব শ্রবণ করিলাম, একাল পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতের মুখেই এরূপ রাসের নিগূঢ় ভাব শ্রবণ করিনাই, এই রাসলীলা সামান্য বিষয় নহে, এতৎ শ্রবণে পঠনে ও ভাবার্থ গ্রহণে কেবল তত্ত্বজ্ঞানই লাভ হয়,যাহা হউক্ আমি কৃতার্থ হইলাম, ইত্যালোচিত ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী, পরমহংসকে বিনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয় আপনার শ্রীমুখ কমল বিগলিত মধুরারা ন্যায় ভগবদ্রাস লীলামৃত পানে পরম পরিতৃপ্ত হইলাম. আমি আপনাকে ভুয়ো ভুয়ো নমস্কার করি।

(গত মাসের শেষ)

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম কথন।

চপল গৃহস্থ।

তৃণচ্ছেদী লোষ্ট্র মর্দ্দী বৃথামাংসাশনাশ্চবঃ।
চপলঃসতু বিজ্ঞেয়ঃ পরভার্য্যা রত স্তথা॥

বৃথাতৃণচ্ছেদকারী, লোষ্ট্রমর্দ্দী, অবৈধ মাংসাশী, আর পরস্ত্রীরত ব্যক্তিকে চপলগৃহস্থ বলিয়া জানিহ॥

মলীমস গৃহস্থ।

স্নেহো দুর্জ্জনহীনো যো গন্ধ চন্দন বর্জ্জিতঃ।
নিত্য ক্রিয়াসু মেধাবী নিত্যং সচ মলীমসঃ॥

বৈধগন্ধ চন্দনাদি বর্জ্জিত, স্নেহহীন দুর্জ্জন ব্যক্তি, আর নিত্যক্রিয়াদি রহিত ব্যক্তিকে মলীমস বলে।

স্তেয়ী গৃহস্থ।

অন্যায়েন গৃহং বিদ্যা মন্যায়েন গৃহং ধনং।
শাস্ত্রাণ্যচ্চ গৃহং মন্ত্রং সস্তেযী ব্রহ্মঘাতকঃ॥

অন্যায় পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, অন্যায় পূর্ব্বকগৃহ-রক্ষা ও ধনোপার্জ্জন করে, শাস্ত্রোদিত বাক্যের অন্যতঃ প্রকারে গৃহ কর্ম্ম করে, এবং শাস্ত্রার্থে বর্জ্জিতমন্ত্র ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি স্তেয়ী, এবং ব্রহ্মঘাতক হয়॥

দেবং পুস্তক মাত্মানং মণিমুক্তাশ্ব মেবচ।
গোভুমি স্বর্ণহরণে সস্তেয়ীহি নিগদ্যতে॥

দেব প্রতিমা, পুস্তক, আত্মা, অর্থাৎ বালক বালিকাদি, মণি, মুক্তা, গো, অশ্ব- ভুমি, স্বর্ণাদি হরণকারি ব্যক্তিকেও স্তেয়ী বলিয়া উক্ত করেন।

দৈবোপি ভাবযেৎ পশ্চাৎ মানুষোপি নসংশয়ঃ।
অন্যোন্য ভাবনা কার্য্যা সস্তেয়ী যো ভাবয়েৎ॥

অগ্রে দৈব পশ্চাৎ পুরুষকার, ভাবনা করিবে, গৃহিব্যক্তিক পরস্পর এই উভয়চিন্তা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যে ব্যক্তির এ উভয় ভাবনা নাই, সেই স্তেয়ী গৃহস্থ।

গুরোঃ প্রসাদাজ্জয়তি পিত্রোশ্চাপি প্রসাদতঃ।
করোতিচ যথাশ্রাচ স স্বর্গেচ মহীয়তে।
ন পোষয়তি দুষ্টাত্মা সস্তেয়ী চাপরঃ স্মৃতঃ॥

আমার এই জন্মগুরুর প্রসাদে হইয়াছে, এবং পিতা মাতার প্রসন্নতাতেই আমার এই সম্পৎ এইশ্রী, এই ঐশ্বর্য্য হইয়াছে ইহা জানিয়া যথাভক্তি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা পরিচর্য্যা করে, সেই মহাত্মা সেই ব্যক্তি স্বর্গলোকে সুখানুভব করে, আর যে দুরাত্মা গুরু পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে এবং তাহাদিগের পোষণ না করে, অথবা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, কিন্তু প্রতি পালন না করে, তাহাকেও স্তেয়ী পুরুষান্তর রূপে জানিহ।

মাতা পিতা গুরুঃ শ্রেয়ান্ জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতামহঃ।
শ্বশুরো মাতুলশ্চৈব তথা মাতামহঃ স্মৃতঃ।
পিতুর্জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা নিজস্বসা।
পিতুঃস্বসা জননাশ্চ এতে গুরুজনাঃ স্মৃতাঃ।
পত্ন্যঃপিতা মহাদীনাং তথৈব গুরবঃ স্মৃতাঃ।
এতেষু হিপিতা শ্রেষ্ঠান্ গুরুরেব মহাগুরুঃ॥

মাতা পিতা গুরু শ্রেষ্ঠ, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতামহ, শ্বশুর, মাতুল, মাতামহ, পিতারজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠভ্রাতা, আপনার জ্যেষ্ঠাভগ্নী, মাতুঃস্বসা, পিতুঃস্বসা, এবং জ্যেষ্ঠাভ্রাতুঃপত্নী, পিতামহী, মাতামহী, মাতুলানী প্রভৃতি গুরুজন রূপে প্রতীত, ইহা হইতে মাতা পিতা বরিষ্ঠ গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা পিতাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুরুরের মহাগুরু হয়েন। অমায়য়া ইহাদিগের প্রতিপালন করা বিধেয় হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অবশ্য পোষ্যবর্গ আছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৲
শিবসংহিতা.....১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরকুল্যর অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাঞ্জনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

১ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ২৯ পৌষ।

উপোদ্ঘাত কথন।

আমরা এই বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিয়া পরমেশ্বরকে রূপবান্ বলিয়া বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়া থাকি, গুণবত্ত্ব কার্য্যের দ্বারা কারণের ও গুণবত্তা স্বীকার করা যায়, যথা "কার্য্য গুণেন কারণ গুণানুৎ পদ্যন্তে, ইতি নিষমানুসারে, ন্যায় শাস্ত্রের এই মত। নির্গুণ পরমেশ্বর হইতে, সগুণ কার্য্য

উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এজন্য স্মৃতিকারেরা স্বীকার করেন, "সিসৃক্ষুরাদৌ ভগবান্ নির্গুণঃ সগুণো ভবেদিতি।" সৃষ্টিকরণেচ্ছু ভগবান্ নির্গুণ হইয়াও প্রথম সগুণ হয়েন। অর্থাৎ যাবৎ সৃষ্টি, তাবৎ সগুণ, ইহা বেদান্তের মতে। গুণ নির্লিপ্ত রূপবান্ পরমেশ্বর, ইহা পৌরাণিক মত। যথা "সর্ব্বাকারাঃ প্রণশ্যন্তি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহং বিনা। ইতি। আকারবান্ সকল বস্তু ও সকল প্রাণীও জীবের বিনাশ আছে, কেবল নিত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রূপের বিনাশ নাই। অতএব তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে পুরুষ, তাঁহাকে লোকে এবং শাস্ত্রে স্বয়ম্ভু বলিয়া উক্ত করেন, তিনিই বিশ্বের আদিপুরুষ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত করে, তিনি জগৎপিতা পিতামহ, তাঁহা হইতে স্ত্রী পুরুষ সংসক্ত এক পুরুষের উৎপত্তি হয়, লোকে তাঁহাকে স্বায়ম্ভুব মনু বলেন। তিনিই বিরাটরূপ, স্বেচ্ছাবশতঃ ঐ বিরাজ পুরুষ মনু, আত্ম শরীরকে দ্বিভাগ করাতে বাম ভাগে স্ত্রী দক্ষিণ ভাগে পুরুষের উৎপত্তি হয়, পুরুষের নাম মনু, স্ত্রীর নাম শতরূপা। অনেক শত স্ত্রী রূপ ধারণ করিবাতেই তাঁহার শতরূপা নামহয়,ঐ শতরূপা যদ্যজ্জাতীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, মনুও তত্তজাতীয় পুরুষ রূপে তাহাতে উপগত হইয়া তত্তৎ জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার প্রমাণ আছে, মনুষ্যাদি আকীট পিপীলিকাদি সকল জীবই মৈথুন সম্ভব হইয়াছে, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে সাবিত্রীর রূপ মাতা, ব্রহ্মার রূপ পিতা, অর্থাৎ প্রজোৎ

পত্তির নিমিত্ত পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষ রূপে আবির্ভাব হয়েন, একারণ পিতা মাতাকে পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী বলিয়া উপাসনা করিলে জীবের সদ্গতি লাভ হয়। এই সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, পরমেশ্বরকে কেবল নির্গুণ বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায়না, অবশ্যই সগুণ মান্য করিতে হইবে ?।

পরমেশ্বরকে কেবল নির্গুণ কহিলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্য ও অজাত কহিতে আর কোন বাধা জন্মে না, যেহেতু নির্গুণের কৃতিত্ব নাই, সাকার মান্য না করিলে সংসারকে সুতরাং অনাদিসিদ্ধ বলিতে হয়। তাহা হইলে জীবের চিত্ত নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় কোন মতেই স্থির করিতে পারে না, পরিণামে বিলক্ষণ রূপ নাস্তিকতা উৎপন্ন হইয়া বিশিষ্ট রূপে বিশ্বকার্য্যের বিশৃঙ্খলা জন্মে। যাঁহারা যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্য বলিয়া মনে স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারা ইহাই কহেন, যে এই ব্রহ্মাণ্ড কখন কোনকালে কাহা হইতে সৃষ্ট হয় নাই, চিরকালই এইরূপ আছে। এই অমূলক যুক্তি অত্যন্ত অসম্ভব, বুদ্ধিমান জনেরা এ অলীক বাদকে কখনই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আপন আপন মার্জ্জিত বুদ্ধিতে এক এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায়, যে এমন গুরুতর কার্য্যের কর্ত্তা না থাকিলে আপনি প্রণালী মত উৎপন্ন হইতে কখনই পারে না। যাঁহারা এবিষয়ের আলোচনা করিতে অলসতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা

কস্মিন কালেও পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণের উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এই গুরুতর বিষয়ে বুদ্ধি সঞ্চালন দ্বারা পরিশ্রম না করিয়া কেবল সামান্য বাগাড়ম্বর মাত্র করতঃ ইতরালাপে কালক্ষেপ করিয়া জন্ম নিষ্ফল ও বুদ্ধিকে হত গৌরব করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের উচিত হয় না। জীবাদির উৎপত্তি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে, বিলক্ষণ বোধ করা যায়, যে কোন প্রকারেই অসৎ পুরুষ দিগের বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে মনঃ কল্পিত পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ বাদ রক্ষা হইতে পারে না। ফলিতার্থ, যে কোন বিষয়কে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে সকল ভাগেই নিত্য বলিতে হয়, তাহার কোন ভাগ অনিত্য, কোন ভাগকে নিত্য বলা কখনই সঙ্গত হয় না। যেমন বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার যাহারা করে, তাহারা কি তাহার কোন অংশ সত্য কোন অংশকে অসত্য বলিতে পারে? অর্থাৎ বেদের নিরাকার প্রতি পাদক শ্রুতি যেমন মান্য, সাকার প্রতি পাদক শ্রুতিও তেমন মান্য হয়, ইহার একতরাবলম্বন করিয়া অন্যতরকে অগ্রাহ্য করিলে বক্তার ধৃষ্টতাই প্রকাশ পায়, এবং সকল লোকেই তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া উপহাস করে। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড কিছু একপদার্থ নহে, নানা পদার্থ সমষ্টিতে একব্রহ্মাণ্ড হয়, যদি ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা কর, তবে যত পদার্থে এক ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, তাহার সকল পদার্থকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং এমতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়কে নিত্য বলিলে অনেক গোল জন্মে,

একারণ এক ব্রহ্মকেই নিত্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিলে ব্রহ্মাণ্ডকে নিত্য ও অজন্য কখনই বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদয় পদার্থকে নিত্য বলা অনেক দূরের কথা তাহার কোন এক পদার্থকেও নিত্য বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। যদি মনুষ্যাদি প্রাণীবর্গের ও উদ্ভিদাদি স্থাবর জীববর্গের উৎপত্তি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে নিশ্চয় অবধারণা হয় যে ব্রহ্মাণ্ড কখন অজন্য নহে, অবশ্যই ইহার কর্ত্তা একজন আছেন, এই বিশ্বকার্য্য তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যখন বিশ্বকার্য্যের এক জনকে কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিতে হয়, তখন সেই কর্ত্তাকে সাকার মান্য না করিলে কোন মতেই বিশ্বোৎপত্তি প্রস্তাবের স্থির করিতে পারা যায় না। যখন দেখিতেছি যে মনুষ্যাদি কোন প্রাণী কি জীব আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, পিতা মাতা হইতে সকলেই উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সেই পুরুষাকার আদি পুরুষ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, তদবধি পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে পৌত্র, তাহা হইতে প্রপৌত্রাদির উৎপত্তি হইয়া ক্রমে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতি পূর্ব্বতন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং অধুনাতন মনুষ্যাদি উৎপত্তি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে বিলক্ষণ রূপ উপলব্ধি হয় যে তদবধি সকল লোকেই পিতা মাতা হইতে ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি উপাসনাদি ক্রিয়া পরম্পরা উপদেশানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এই পথকেই মহাজ

নের পথ বলিয়া বেদে এবং মন্বাদিস্মৃতিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যদি কোন কালে মাতা পিতা ব্যতীত অন্য কারণে মনুষ্য উৎপন্ন হইত, তবে মনুষ্যাদির স্বকপোল কল্পিত যুক্তিমতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করণে দোষ দর্শাইতে পারা যাইত না। যখন আদি কালাবধি একাল পর্য্যন্ত কোন প্রাণীকেই জনক জননী ভিন্ন অন্য কারণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, তখন পরমেশ্বরকে সাকার কহিতে কোন সঙ্কোচ জন্মে না, এবংতদ্বিষয়ে সঙ্কোচ করিলে এবং প্রাচীনমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষানুসারে ধর্ম্ম পদবীতে না চলিলে যথেষ্টাচারী কহিতে হয়। এবং আপন আপন অসতী যুক্তি প্রতি নির্ভর করিলে আপন বুদ্ধিই চরিতার্থ হয় না, অন্য ব্যক্তিকে তাহাতে পরিতৃপ্ত করা যায়? কেবল কতকদিন ঐ ধর্ম্ম বিষয়ের নিরর্থ বাদানুবাদ করা যায় এই মাত্র, পরিণামে আত্মকৃত অসৎ কর্ম্মের অনুস্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষোভিত থাকিতে হয়। অতএব পূর্ব্বোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মে রত থাকিয়া, ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে কারণ কার্য্য জ্ঞানে দেব দেবীর উপাসনা, ও তীর্থ দর্শন যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ দান ধর্ম্মাদির সমনুষ্ঠান করিলেই ইহলোকে চরিতার্থতা ও পরকালীয় কৃতার্থতা লাভ হইতে পারে।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনার উক্তিমত বাস পঞ্চাধ্যায়ের সম্যক্ ফল গ্রহ হইলু, এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুর্গাদেবীর চরিত কথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, দুর্গা যে ব্রহ্মরূপা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয় এবং দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তিই বা কি? আর দুর্গা এই অক্ষর দ্বয়, তাহার বাচ্যই বা কি?।

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস। দুর্গা নাম মহামন্ত্র, দুর্গানাম স্মরণে সমস্ত প্রকার দুর্গতি খণ্ডন হয়, দুর্গা নাম স্মরণ ফলে ইহলোকোচিত সমস্তপ্রকার সুখভোগ করিয়া জীব পরলোকে পরমাত্মার পরম পদে অভিগমন করে। দুর্গাই পরমাত্ম স্বরূপা, দুর্গা ভিন্ন যে অন্য এক জন পরমাত্মা আছেন ইহা ভ্রান্ত লোকেই বলে, যাঁহাকে বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু বলিয়া বেদেব্যাখ্যা করেন, সেই বিষ্ণুই প্রকৃতি রূপে প্রকটিত হইয়া জীবের শ্রেয়ো বিধান করিয়াছেন। "যথা বিষ্ণু স্তথা দুর্গা যথা দুর্গা তথা শিব ইতি।" যে বিষ্ণু সেই দুর্গা, যে, দুর্গা সেই শিব ইত্যাদি প্রমাণে ব্রহ্মাভিন্ন দেবরূপাভিন্ন এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না। যথা দুর্গা নাম ব্যুৎপত্তি। "দুর্গ নামান মসুরং নাশয়তীতি দুর্গা" দুর্গ নাম অসুরকে যিনি নাশ করিয়াছেন, তিনি দুর্গা। দুর্গশব্দে দুঃসাধ্যা অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ যাঁহা হইতে হয়, সেই জ্ঞান স্বরূপা শক্তিকে দুর্গা বলিয়া আখ্যাত করা যায়, অথবা। দুঃ শব্দে দুঃখ সাধ্য তপো যোগাদিদ্বারা যাঁহাকে জানা যায় তাঁহার নাম দুর্গা। এবঞ্চ। (দুর্গ শব্দে দুর্জ্জয়)

আকারে অব্যয় জ্ঞানাত্মা, এনিমিত্ত ব্রহ্ম বিদ্যাকে দুর্গা বলা যায়! অপিচ। যিনি দুর্জ্ঞেয় তাঁহাকে দুর্গা কহে। দুঃশব্দে দুঃখ,। অতএব দুঃখেও যাঁহাকে জানা যায় না তাঁহার নাম দুর্গা। ইত্যর্থে শ্রুতি প্রমাণ। "নৈনং বাচা বদতে মনসা ন মনুতে., আত্মাকে বাক্যে বলা যায় না, মনে অনুমান করা যায় না। কিঞ্চ। "দুর্গ শব্দে সংসার, অ অব্যয়ার্থ আ নিস্তার, যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার দুঃখের নাশ হয়, তাঁহাকে দুর্গা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এবং "দুঃশব্দে উৎকট গ কারে গমন র কারে নরক, আকারে সংসার যাঁহা হইতে সংসাররূপ ঘোর নরক নিবারণ হয় তাঁহার নাম দুর্গা। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মা স্বরূপা তাহাতে সংশয় নাই। আত্মাভিন্ন জগতে বস্তু মাত্র নাই সুতরাং এই সৃষ্টির কারণভূতা দুর্গা, উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্রী দুর্গা। আত্মা আপনি স্বয়ং দুর্গা রূপে সংসারের রীতিনীতি পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ সকল কার্য্যের সম্পাদনোপযোগি উপদেশ করিবার নিমিত্ত দুর্গারূপে প্রকাশ হইয়াছেন। এরূপ প্রকাশের যে কত অভিপ্রায় তাহা বলিতে কে পারে? তন্মধ্যে কতিপয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিব এই মাত্র।

সকল নীতির অপেক্ষা রাজনীতিই প্রধান, সেই রাজনীতির উপদেশ স্বরূপ এই দুর্গারূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা সকল এই ধরণী মণ্ডলকে যে পরাক্রম দ্বারা লাভ করেন তাহার প্রধান উপকরণ, এই যে, বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া পররাজ্য জয়

করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রুবিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন বিধায় রত্ন পেটিকাকে দক্ষিণ হস্তের আয়ত্ত স্থানাদিতে রক্ষা করেন। যুদ্ধকালে হস্ত্যশ্বাদি আরোহী সেনাপতি দুইপার্শ্বে সৈন্যকক্ষাকে রক্ষা করে, পরসৈন্য বন্ধন কারণ পাশাদি বন্ধন রজ্জু প্রস্তুত থাকে, সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া, আত্ম মৃত্যুকে জর্জ্জরীভূত করিয়া বিশিষ্টরূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। এবং ক্ষুদ্র শত্রু যদি নিরস্ত্র হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র জ্ঞানে নিষ্পীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যক, কেবল সুশিক্ষিত একাস্ত্র যুদ্ধে জয় লাভ হয়না এজন্য নানা বিধ অস্ত্র শিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হতপরাক্রম করা উচিত, এবং যুদ্ধকালে রাজাকে বহুদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, যদি এরূপ আয়োজনের ন্যূনতাথাকে,তবে কখনই রাজা সম্যক্ জয়লাভ করিবার পাত্র হইতে পারেন না। লোকে এই উপদেশ দিবার নিমিত্ত, পরমেশ্বর মহিষ মর্দ্দন ছলে দুর্গারূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।

দশভুজা দেবী দশভুজচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ করিয়াছেন, রাজাসকল বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবেন একারণ বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় হয় কিন্তু বহুকালাত্যয় না হয়এবিধায় রত্নপেটিকা দক্ষিণ হস্ত সন্নিধি রাখিবে ইহা দেখাইবার জন্য সর্ব্বরত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে রত্ন পেটিকার ন্যায় দক্ষিণ ভাগে সংস্থাপন করিয়াছেন ;আরোহী সৈন্য নায়ক প্রয়োজন জন্য কার্ত্তিকেয়কে

বামপার্শ্বে, হস্ত্যারোহী সৈন্য নায়করূপে গজানন গণেশ দেবকে দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছেন, শত্রু পক্ষে সিংহ বিক্রমেগতি কবিবে এবিধায় সিংহবাহন দেখাইছেন। সর্ব্ব সমুদ্যোগি রাজা কখন শত্রুকর্ত্তৃক হত হয়েন না, একারণ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যাপনার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশেবদ্ধ করতঃ অস্ত্রক্ষত করিয়া বাখিয়াছেন, নিরস্ত্র শত্রু হইতেও কালে সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার কাবণ মহিষ মুখ হইতে শস্ত্র পাণি পুরুষোত্তব দেখাইয়াছেন, এরূপ সমুদ্যোগি রাজা দশদিককে অধিকার করিয়া এক সাম্রাজ্য লাভ করেন, এজন্য দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিকপতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোককে উপদেশ করিয়াছেন, যে এই সমুদ্র মেখলা ধরণী মণ্ডলের দিকপতি সকল এবম্ভূত রাজার অস্ত্রতলে অবিবাস করে। ত্রিনয়ন ধারণের এই কারণ, রাজা বহু দৃক্ হইবেন অর্থাৎ রাজার ঊর্দ্ধাধঃসর্ব্বদিকেই দৃষ্টি থাকিবে, ত্রিনযন চ্ছলে দুর্গা দেবী তাহাই দেখাইয়াছেন, অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ চ্ছলে সর্ব্বত্র সমান স্নেহের বিরাম অর্থাৎ সাধু পালন অসাধুপীড়ন করা রাজধর্ম্ম হয়। প্রতপ্ত কাঞ্চন বর্ণ চ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী ইহাই জানাইয়াছেন, এই কতিপয় স্থূলাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, পবমেশ্বব সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বকার্য্য সম্পাদনোপযোগি সকল কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমার আর যে সন্দেহ থাকে তাহার প্রশ্নান্তরে জিজ্ঞাসা করহ।

(গত মাসের শেষ)

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম কথন।

পাপিষ্ঠ গৃহস্থ।

জীবৎপিতৃ পরিত্যক্তো মৃতং সেবেত বা ক্বচিৎ।
দ্বিতীয়ঃ সতু পাপিষ্ঠো নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২॥

জীবদ্দশাতে পিতা মাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের মরণান্তর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিদ্বারা যে সেবা করে, সে অতি নিন্দিত দ্বিতীয় পাপিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, অথবা জীবনে বা মরণান্তর কোন অবস্থাতে সেবা না করে সেও ঐ দ্বিতীয় পাপিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত হয়॥ ২॥

সন্ধ্যাবন্দন হীনো বঃ অজপী যাপয়েদ্দিনং।
তৃতীয়ঃ সতু পাপিষ্ঠো হোমলোপী চতুর্থকঃ॥ ৩।৪॥

সন্ধ্যাবন্দনাদি করেনা, এবং অজপী হইয়া পরমায়ুর ক্ষয় করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দন জপ পূজাদি না করিয়া, নিরর্থ জীবনক্ষয় করে সে তৃতীয় পাপিষ্ঠ, আর হোমাদি ক্রিয়া লোপিব্যক্তি চতুর্থ পাপিষ্ঠ হয়॥ ৩॥ ৪॥

নষ্ট গৃহস্থ।

সাধ্বাচারঞ্চ প্রচ্ছাদ্য শঠতাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ।
সনষ্ট ইতি বিজ্ঞেয়ঃ ক্রয়ক্রীতঞ্চ মৈথুনং।
জীবেদ্দেবল বৃত্তিস্যা দ্বার্য্যা বিপণ জীবিকাঃ।
কন্যাশুল্কেন জীবেদ্বা স্ত্রীধনে নচ বা ক্বচিৎ।
যত্তেব নষ্টাঃ শাস্ত্রেচ নরগং নচ মোক্ষভাক্॥ ৬॥

যে ব্যক্তি শঠতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সাধ্বাচার প্রদর্শন করায়, সে ব্যক্তিকে নষ্ট বলিয়া জানিহ। আর যে ব্যক্তি

ধন দিয়া মৈথুন ক্রয় করে, এবং দেবলবৃত্ত্যুপজীবী হয় অর্থাৎ দেবোপজীবী হয়, ও স্ত্রীর উপার্জনে জীবধারণ করে, এবং কন্যা বিক্রয় করিয়া সেই ধনে জীবন যাপন করে, অথবা স্ত্রী ধনেই জীবিকাকরে, শাস্ত্রে এই ছয় প্রকার গৃহস্থকে নষ্ট বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ইহাদিগের স্বর্গও নাই, এবং মোক্ষও নাই ॥ ৬ ॥

কষ্ট গৃহস্থ।

সদাক্রুদ্ধো মনোযস্য হীনং দৃষ্ট্বা প্রকোপবান্।
ভ্রুকুটী কুটিলঃ ক্রুদ্ধো কষ্টঃ পঞ্চ বিধোদিতঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তির সতত ক্রোধিত মন, হীনব্যক্তিকে দেখিলে, প্রকোপিত হয়, আর সর্ব্বদা ভ্রুকুটীবদ্ধ কুটিলমুখ দর্শন করায় নিরন্তর সদসৎ সকল বিষয়েই ক্রোধী হয়, এই পঞ্চ প্রকার গৃহস্থকে কষ্ট বলিয়া উদিত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

দুষ্ট গৃহস্থ।

অকার্য্যে ভ্রমতে নিত্যং ধর্ম্মার্থে ন ব্যবস্থিতঃ।
নিদ্রালু র্ব্যসনা সক্তো মদ্যপঃ স্ত্রীনিষেবকঃ।
দুষ্টৈঃ সহ সদালাপঃ সদুষ্টঃ সপ্তধাস্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদা অকার্য্যে ভ্রমণকরে, অর্থাৎ পরানিষ্ট সাধনে ব্যগ্রচিত্ত হয়। আর ধর্ম্মার্থে ব্যবস্থিত না হয়। সময়াসময় বিবেচনা নাই সর্ব্বদাই নিদ্রা ভজনাকরে, ব্যসনাসক্ত হয়, অর্থাৎ যাহাতে ইহ পরকালে ক্লেশ পাইতে হইবেক সেই কার্য্যে আসক্ত থাকে,। আর মদ্যপানে রত হয়, সর্ব্বদা স্ত্রী বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। যত দুষ্টলোক আছে তাহাদিগেরই

সহিত আলাপকরে, এরূপ ব্যক্তিকে দুষ্ট বলে, কিন্তু ইহাও সপ্তপ্রকার হয়।। ৭ ।।

পুষ্ট গৃহাশ্রম লক্ষণ।

একাকী মিষ্ট মশ্নাতি বঞ্চকঃ সাধুনিন্দকঃ।
যথা শূকর পুষ্টস্যাৎ তথাপুষ্টঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

মিষ্টান্নাদি অভিলষিত ভোক্ষ্য,দ্রব্য একাকীই ভোজন করে অন্য কোন ব্যক্তিকেও কিঞ্চিৎ প্রদান না করে। এবং সর্ব্ব জন বঞ্চক হয়, আর অহ রহঃ সাধুদিগের নিন্দাপরায়ণ হয়, সেই ব্যক্তিকে পুষ্টগৃহস্থ বলে,যেমন শূকর বিষ্ঠা ভোজনেপুষ্ট থাকে, সেব্যক্তিও সেইরূপ পুষ্ট হয়।।

কষ্ট গৃহস্থ লক্ষণ।

নিগমাগম মন্ত্রাণি নাধ্যাপয়তি যোজনঃ।
নশৃণোতি হি পাপাত্মা সকষ্ট ইতি চোচ্যতে।

আগম নিগম অর্থাৎ বেদতন্ত্র ইতিহাস পুরণাদি শাস্ত্র এবং তদুক্ত মন্ত্র সকল জানিতে ইচ্ছা করিলেও শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করায় না, এবং শাস্ত্রাদি জানিতে ও শ্রবণ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করেনা, সে ব্যক্তিকে মহা পাপাত্মা জানিয়া শাস্ত্রে কষ্ট গৃহস্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

কাণ ও অন্ধ গৃহস্থ লক্ষণ।

শ্রুতি স্মৃতিশ্চ সর্ব্বেষাং নয়নে দ্বে বিনির্ম্মিতে।
কাণঃস্যা দেকয়াহীনো দ্বাভ্যা মন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

সর্ব্ব লোকের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয় নির্ম্মল চক্ষুদ্বয় বিনির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার এক হীন হইলে কাণা বলে, ইহার দুই হীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

রণ্ড গৃহস্থ লক্ষণ।

বিবাদঃ সোদরৈঃ সার্দ্ধং পিত্রোরপ্রিয়কৃদ্বদেৎ।
দ্বিজাধমঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সরণ্ডঃ শাস্ত্র নিন্দিতঃ॥

পরস্পর সহোদর ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাদ করে, এবং পিতা মাতার অপ্রিয় বাক্য কহে, ইহাকে অধম ও নিন্দিত রণ্ডগৃহস্থ বলিয়া জানিহ।

পিশুনো বাজগামীচ ম্লেচ্ছ সেবক এব চ।
ম্লেচ্ছ স্পৃষ্টান্ন ভোজীযঃ সতুরণ্ডঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে ব্যক্তিবা জনানিষ্ট সাধনে নিযুক্ত থাকে, এবং রাজগামী অর্থাৎ শুদ্ধ দানজীবী হয় ম্লেচ্ছদিগের নিকট ভূতক গ্রহণ করিয়া তদন্নে জীবিত হয়, আর ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অন্নাদি আহার করে, সে ব্যক্তিও রণ্ড গৃহস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

পক্কান্নং হীন গেহেচ যো ভূঙ্‌ক্তে সকৃদেববা।
পঞ্চরাত্রং নীচগেহে নিবাসী রণ্ড উচ্যতে॥

নীচ লোকেব বাটীতে অন্ন পাক করিয়া যে ব্যক্তি এক বাততোধিক দিন একবার ভোজন কবে, আর পঞ্চরাত্র নীচ গৃহে বাস করে, সেই ব্যক্তিকেও রণ্ড বলিয়া উক্ত করেন।

কুষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ।

অষ্ট কুষ্ঠান্বিতঃ কুষ্ঠী ত্রিবুষ্ঠী শাস্ত্র নিন্দিতঃ॥
এতৈঃ সহ সদালাপী স ভবেৎ তৎসমো দ্বিজঃ॥

শাস্ত্র উক্ত অষ্ট প্রকার কুষ্টবোগ গ্রস্ত, অথবা তিন প্রকাব কুষ্ঠ রোগান্বিত ব্যক্তি শাস্ত্র নিন্দিত কুষ্ঠ গৃহী হয়। এবং এই সকল কুষ্ঠবোগিদিগের সহিত যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আলাপ করে সে ব্যক্তিও তাহাদিগের সমান কুষ্ঠ গৃহস্থ, ইহা বিদ্বানেরা জানিয়াছেন।

পশ্বান্তর কুণ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ।

অবিমুক্তং পরিত্যজ্য যোন্য দেশে বসেচ্চিরং।
সদ্বিধা শূকর পশু র্নিন্দিতঃ সিদ্ধ সম্মতঃ॥

অবিমুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ মুক্তি ক্ষেত্র কাশ্যাদিতীর্থকে পরিত্যাগ করিযা নিস্তীর্থে নিরন্তর বাস কবে, সে ব্যক্তি দ্বিতীয়মত শূকব পশু, অতি নিন্দিত সিদ্ধদিগের সম্মত কুণ্ঠ গৃহস্থ হয়।

ব্রহ্মস্ব হবণং কৃত্বা নৃপাদেব স্বমেববা।
ধনেন তেন পিতবং দেবং বা ব্রাহ্মণানপি।
সন্তর্পযতি যোঽশ্নাতি বঃ প্রবচ্ছতি বা ক্বচিৎ।
সখরশ্চ পশুশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেভ্যশ্চৈব নিন্দিতঃ॥

যে ব্যক্তি আপনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বাদি অপহরণ করে, বা রাজাদ্বারা অপহরণ করায় এবং সেই ধনদ্বাবা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, বা দেবতার অর্চ্চনা কবে, কিম্বা ব্রাহ্মণাদি ভোজন করায়, বা আপনি নানা বিধ ভোগ কবে, কি দান করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ খরপশু, অর্থাৎ গর্দ্দভপশু গৃহস্থ, তাহাকে সকল নিন্দিত হইতে অতিশয় নিন্দিতরূপে কুণ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া জানিহ।

দণ্ডগৃহস্থ লক্ষণ॥

কপোলগ্রন্থি সংযুক্তো ভ্রুকুটী কুটিলাননঃ।
নৃপবদ্দণ্ডয়েদ্যস্তু সদণ্ডঃ সমুদাহৃতঃ॥

যে ব্যক্তির কুঞ্চিত কপোল দেশ চর্ম্মগ্রন্থিযুক্ত, এবং ভ্রুকুটী-বদ্ধ বক্রাস্য হয়, আশ্রিত ব্যক্তিকে বিনা অপরপরাধে রাজার ন্যায় দণ্ড করে, সেই ব্যক্তিকে দণ্ডগৃহস্থ বলিয়া কহিয়াছেন।

নীচ গৃহস্থ লক্ষণ।

বদত্যন্যং করোত্যন্যং গুরুদেবাগ্রতোযতঃ।
সনীচ ইতি বিজ্ঞেযো হ্যনাচাব স্তথাপরঃ॥

সর্ব্বদা অনাচারযুক্ত, এবং গুরুর অগ্রে বা দেবতার অগ্রে বলে অন্য করে অন্য অর্থাৎ যে বাক্যে প্রতিশ্রুত হয় তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নীচগৃহস্থ বলিয়া জানিহ।

খল গ্রহস্থ লক্ষণ।

ষড়্গুণালঙ্কৃতে সাধৌ দোষান্ মৃগযতে খলঃ।
বনেপুষ্প সমাকীর্ণে শলভঃ কুটকানিচঃ॥

ষড়গুণ ভূষিত সাধুদিগেব গুণান্বেষণ না করিয়া কেবল তাহাতে দোষের অনুসন্ধান যে কবে, তাহাকেই খল বলিযা জানিহ। যেমন বনমধ্যে পুষ্পফলান্বিত মনোহব বৃক্ষের সেবা না করিয়া শলভ কীট বিশেষ কণ্টকবৃক্ষের অন্বেষণা করিয়া থাকে। এই ষড্বিংশতি গৃহস্থ লক্ষণ কথিত হইল, অতঃপর, গৃহস্থধর্ম্মের অবশ্য করণীয়তা প্রকাশ করিতেছি।

অনাথাং ভগিনীংকন্যাং পুত্রাদীন্ দাস দাসিকাঃ।
বন্ধূন্ স্বজন সম্বন্ধানবশ্য পোষ্য বান্ধবান্॥

অনাথাভগিনী, অনাথাকন্যা, এবং পুত্রাদি, আদিপদে পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু বান্ধব শ্যাল, বৈবাহিক, পত্নীস্বসা মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা দাস দাসী প্রভৃতি অবশ্য পোষ্যবর্গ হয়। সাধ্যানুসারে ইহাদিগের প্রতিপালন করায় গৃহস্থধর্ম্ম রক্ষা পায়, নতুবা পূর্ব্বোক্ত অধমাদি গৃহস্থের বাচ্যহয়।

গৃহস্থঃ পালয়ে দ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ।। ইতিমনুঃ।।

গৃহস্থব্যক্তি বনিতাদিগকে যত্ন পুর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবে পুত্র দৌহিত্র ভাগিনেয়াদিকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে। স্বজন বন্ধু বান্ধব গণকে প্রতিপালন করিবে। গৃহস্থদিগের এই ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম।

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং।
নরকং পীড়নেচাস্য তস্মাৎ যত্নেনতান্ ভরেৎ।।

পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ প্রশস্তস্বর্গ সাধন কর্ম্ম হয়। এবং তাহাদিগের পীড়নে নরক হয়, একারণ যত্ন পুর্ব্বক তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিবে।

সদ্গৃহস্থ গণেরা অবশ্য পোষ্যবর্গ সহিত এক সংসারে বাস করায় শাস্ত্র সিদ্ধ গৌরবান্বিত হয়েন। ফলতঃ সকল ব্যক্তিই সমান কৃতি হয় না, তাহারা এককৃতিপুরুষের সমাশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। যদি বংশের মধ্যে ঐ কৃতি-পুরুষ আপন পরিশ্রমার্জ্জিত ধনে আপন স্ত্রী পুত্রেরই ভরণ করিব নিবর্থ অন্যের পরিবার প্রতিপালন কেন করিব বলে, তবে ঐ অকৃতি জনেরা নিতান্ত ক্লেশ পাথোধিতে নিমগ্ন হইয়া যায়, যে হেতু তাহারা আত্ম শ্রমোপরি নির্ভর করিয়া আপন আপন কন্যা পুত্র কলত্রাদি প্রতিপালনের উপায় করিতে পারেনা। সুতরাং জগদ্ধাতা সৃষ্ট্যাদৌ অর্থাৎ সৃষ্টি না হইতে হইতেই অগ্রে পোষ্যবর্গ নিরূপণ করিয়া তাহা-দিগের ভরণ পোষণার্থে বেদে আদেশ করিয়া গিয়াছেন,

বেদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা গৃহস্থাশ্রম স্থায়ী হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত অধম গৃহস্থ বলিতে হইবে। বিশেষতঃ বহুগোষ্ঠী প্রতিপালনের যথেষ্ট গৌরব সকলেই করিয়া থাকেন। গৃহস্থ ধর্ম্মে সংস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি পোষ্যবর্গের প্রতিপালন না করে, এবং অভ্যাগত ব্যক্তিকে একমুষ্টি অন্ন যথাকালে প্রদান না করে, ও দীন দুঃখিলোকের প্রতি দয়া প্রকাশ না করে, তবে তাহার অসার্থক জীবন ধারণ করা হয়, সুতরাং তাহার সে জীবনের গৌরব কি?

যো নাত্মনা নচগুরু র্নচ ভৃত্যবর্গে দীনে দয়াং ন কুরুতে নচ বন্ধুবর্গে। কিন্তস্য জীবিত ফলেন মনুষ্যলোকে কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে॥

যে ব্যক্তি আপনারদ্বারা গুরুবর্গের ভরণ পোষণ ও সেবাপরিচর্য্যা, না করে, এবং বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সুহৃৎ বর্গের প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অভ্যাগত দীন দুঃখি লোকের প্রতি দয়া না করে, এই মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার জীবিত থাকার ফল কি? কেবল আত্মোদর পূরণ করিলেই যদি জীবিতের ফল লাভ হয়, তবে কাকও আপনার উদর পূরণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। অতএব এরূপ মনুষ্যে ও কাকে বিশেষ কি?।

মজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যোবিজ্ঞান বিক্রম যশোভি রভজ্যমান। তন্নাম জীবিত মিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। কাকোপি জীবতিক চিবায় বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তেক্ত॥

যে ব্যক্তি মনুষ্যলোকে মনুষ্যকর্ত্তৃক গৌরব লাভ করিয়া বি-

খ্যাতরূপে বিক্রম যশ বিস্তার করতঃ এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ক্ষণকাল মাত্র জীবিত থাকে, তন্মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণেরা তাহাকেই ইহসংসারে জীবিত কহিয়া থাকেন। নচেৎ অগৌরব অযশ ঘোষিতব্যক্তি কেবল আত্মোদর পূরণ করিয়া জীবিত থাকিলেই বা তাহার জীবিতের ফল কি? যেহেতু কাকেও আত্মোদর পূরণকরিয়া চিরকালের নিমিত্ত জীবিত রহিয়াছে। অতএব গৃহস্থ বলিলেই গৃহস্থ হয়না,কেবল আপন আপন স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ করিলেই গৃহাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, বড় সাবধানে গৃহস্থ ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয়, গৃহস্থ ব্যক্তিকে সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে হয়, যথা বিধানে সাধ্যানুসারে অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিকে অন্নদান করিতে হয়, অমায়য়া পিতৃকৃত্য দেবকৃত্য রক্ষা করিতে হয়, কাহারও মানের হানি করিতে হয় না, যথাসাধ্য পরোপকারার্থ যত্নপর হইতে হয়, প্রতিবাসিদিগের সহিত প্রণয়াগত্য ও সদ্ব্যবহার করিতে হয়, উত্তমাধম বিবেচনায় যে ব্যক্তি যেমন তাহার সহিত সেইরূপ সৌহার্দ্দ করিতে হয়, কাহার মর্য্যাদাহানি বা মর্য্যাদাহানিকর বাক্য প্রয়োগ বা কাহার জীবিকার হানি করা গৃহস্থ ধর্ম্মের বিপরীত হয়, গ্রাম্যধর্ম্মে নীচ ব্যক্তিকেও যথা সম্পর্ক বিচার করিয়া তদ্রূপ সম্বোধন পূর্ব্বক তাহার মান করা বিহিত হয়, কোন ব্যক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক সম্ভাষণা কর কর্ত্তব্য নহে।

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

অধোক্ষজ চক্র।

অতিকৃষ্ণো রক্তরেখা বৃত দেহঃ সচক্রকঃ।
কিঞ্চিৎ কপিল সংযুক্তঃ সুক্ষ্মোবা স্থুল এবচ।
অধোক্ষজ ইতিখ্যাতঃ পূজকস্য শুভপ্রদঃ॥ ১॥

ইতি ব্রহ্ম পুরাণং।

অতি কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বগাত্রে রক্তবর্ণ রেখা চিহ্ন, অতিস্থুল অথবা সুক্ষ্ম শরীর, কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ, সংযুক্ত চক্রদ্বয়, ইহার নাম অধোক্ষজ চক্র, এই চক্রের অর্চ্চনা করিলে পূজকের অত্যন্ত শুভ প্রদান করেন॥ ১॥

অচ্যুত চক্র।

চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈস্তু বামে দক্ষিণ পার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখেরক্ত কুণ্ডলদ্বয় শোভিতঃ।
শংখচক্র গদা শার্ঙ্গ বাণ কৌমোদকী ধবঃ।
মুষলধ্বজক শ্বেত ছত্র রক্তাঙ্কুশৈ র্যুতঃ।
সোচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্লভস্তু সদানৃণাং॥ ১॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

বাম পার্শ্বে চক্রদ্বয়, ও দক্ষিণ পার্শ্বে চক্রদ্বয়, এই চারি চক্র বিশিষ্ট, মুখে রক্তবর্ণ চিহ্ন, দুই পার্শ্বে দুই কুণ্ডল শোভিত, এবং শংখ চক্র গদা ধনু বাণ চিহ্নান্বিত, মুষল, ধ্বজ শ্বেতবর্ণ ছত্র, রক্তবর্ণ অঙ্কুশ চিহ্ন যুক্ত, ইহাকে অচ্যুত বলিয়া উক্ত করেন, এচক্র মর্ত্তালোকে মনুষ্যদিগের অতি দুর্ল্লভ।১

উপেন্দ্র চক্র।

উপেন্দ্রো মণিবর্ণশ্চ মোহ চক্রোতি শোভনঃ।
শ্যামলঃ কোমলাভশ্চ পার্শ্বচক্রঃ সুপূজিতঃ॥ ১॥

মণির ন্যায় চিক্কণ মনোহর চক্রদ্বয় শোভিত, অতি স্নিগ্ধ

শ্যামল রূপ, পার্শ্বভাগে চক্র, ইহার নাম উপেন্দ্র মূর্ত্তি, ইনি সর্ব্বলোকের পূজিত হন্ ॥ ১ ॥

জনার্দ্দন চক্র।

দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং জনার্দ্দন ইহোচ্যতে।
চক্রদ্বয়ং মধ্যগতং দ্বয়ং চক্রন্তু পৃষ্ঠতঃ ॥ ১ ॥
ইতি ব্রাহ্মে।

এক দ্বার, চারি চক্র অর্থাৎ মধ্যভাগে দুই চক্র, পৃষ্ঠভাগে দুই চক্র এ শিলার নাম জনার্দ্দন মূর্ত্তি ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব ভাগৈক বদনঃ পশ্চাদেকাস্য সংযুতঃ।
জনার্দ্দন শ্চতুচক্রঃ শ্রীপ্রদো রিপু নাশনঃ ॥ ২ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

সম্মুখভাগে এক মুখ পশ্চাৎভাগে এক মুখ সংযুক্ত, দুই দ্বারে চারিচক্র ইহারও নাম জনার্দ্দন মূর্ত্তি, ইনি সর্ব্ব শত্রু বিনাশকারী, পূজকের শ্রীপ্রদহন্ ॥ ২ ॥

এক দ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন নীরদোপমং।
লক্ষ্মী জনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বন মালয়া ॥ ৩ ॥
ইতি প্রকৃতি খণ্ডং।

এক দ্বার চারিচক্র নবীন নীল নীরদ ন্যায় শ্যামবর্ণ, অতি বর্ত্তুল, বনমালা রহিত ইহাঁর নাম লক্ষ্মী জনার্দ্দন, বনমালা থাকিলে ইহাঁকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া উক্ত করা যায়। ৩।

হরি মূর্ত্তি চক্র।

ঊর্দ্ধেমুখং বিজানীয়াৎ স্যামাভং বর্ত্তুলং শুভং।
অধোবিন্দু সমাযুক্তং সর্ব্বকামার্থ সাধকং ॥ ১ ॥
ইতি ব্রাহ্মে।

অতি বর্ত্তুল শ্যামবর্ণ ঊর্দ্ধেমুখ, দুইচক্র, অধোভাগে স্বর্ণ

বিন্দু চিহ্ন বিশিষ্ট, সাধকের সর্ব্ব কামার্থ সাধক হরি মূর্ত্তি বলিয়া ইহাঁকে জানিবে॥ ১॥

অন্যে দ্বার সমোপেতা হরিমূর্ত্তি রুদাহৃতা॥ ১॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

এবং অন্যদিকে দ্বারবিশিষ্ট হইলেও যদি উপর উক্ত চিহ্ন থাকে, তথাপি হরিমূর্ত্তি বলা যাইবেক॥ ২॥

অনন্ত চক্র।

অনন্তো নাগ ভোগাঙ্কো নৈকচক্রাঙ্ক মূর্ত্তিমান্॥ ১॥
ইতি আগ্নেয়ে।

বহু চক্র স্থূল মূর্ত্তি, মনোহর কৃষ্ণবর্ণ, বহু নাগ শরীর চিহ্ন বিশিষ্ট অনন্তাখ্য শিলা হয়েন॥ ১॥

অনেক চক্রো বহুভিশ্ছিদ্রৈ রপ্যুপলক্ষিতঃ।
অনন্তঃসতু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজা ফলপ্রদঃ॥ ২॥
ইতি পাদ্মে।

অতি বৃহৎ বহুদ্বার, অনেক চক্র বিশিষ্ট, যে চক্র, তাঁহাকে ও অনন্ত চক্র বলিয়া জানিহ. এই অনন্ত মূর্ত্তির পূজা করিলে সর্ব্ব পূজার ফল প্রদান করেন॥ ২॥

নানা বর্ণোঽনন্তঃ স্যা ন্নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেক মুখ সংযুক্তঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ॥ ৩॥
ইতি পুরাণ সংগ্রহে।

নানা প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট, বর্ত্তুলাকার অনেক মুখ অনেক চক্র সংযুক্ত হইলেও অনন্ত মূর্ত্তি হয়, তদর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত ফল প্রদান করেন॥ ৩॥

চতুর্দ্দশ দ্বার প্রভৃতি বিংশত্যা চক্র লোহিতঃ।
নানা বর্ণোঽনন্তা খ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ॥ ৪।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

চতুর্দ্দশ মুখ, চতুর্দ্দশ চক্র, কিম্বা চতুর্দ্দশাদি গণনায় ক্রমশঃ বিংশতি দ্বার ও বিংশতি চক্র লোহিত বর্ণ, অথবা নানাবর্ণ বিশিষ্ট সর্পাকার চিহ্ন সংযুক্ত হইলেও অনন্তাখ্য শিলা বলা যায় ।। ৪ ।।

অনন্ত চক্রো বহুভিশ্চিহ্নৈ রপ্যুপলক্ষিতঃ।
অনন্তঃ সতুবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজা ফলপ্রদঃ ।। ৫ ।।

ইতি ব্রাহ্মে।

অতি স্থূল গোলাকার বহুদ্বার বহুচক্র বিশিষ্ট চিহ্ন, ইহাকেও অনন্ত মূর্ত্তি বলিয়া জানিহ, এই শিলাকে পূজা করিলে, পূজকের সর্ব্ব দেব পূজার ফল প্রদান করেন ।। ৫ ।।

দ্বিসপ্ত চক্রং স্থূলঞ্চ নবীন নীরদোপমং।
অনন্তাখ্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চতুবর্গ ফলপ্রদং ।। ৬ ।।

ইতি প্রকৃতি খণ্ডে।

নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অতিস্থূল একদ্বার চতুর্দ্দশ চক্র বিশিষ্ট শিলাকেও অনন্ত বলিয়া জানিহ, ইহাঁর পূজা করিলে, পূজকের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল প্রদ হয়েন ।। ৬ ।।

যোগেশ্বর চক্র।

দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রাম সমুদ্ভবং।
অস্য যোগেশ্বরোনাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ।। ১ ।।

ইতি ব্রাহ্মে।

গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রাম, একদ্বার, যাহার মস্তকোপরি চক্র চিহ্ন, তাঁহার নাম যোগেশ্বর চক্র, তদর্চ্চনাতে ব্রহ্মহত্যা পাপে পরিত্রাণ পায় ।। ১ ।।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ.....৮৲
শিবসংহিতা.....১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত .....১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়আনা।

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরকুল্যার অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ২৯ মাঘ।

নীতি উপদেশ।

এক্ষণে আমাদিগের দেশজাত মানব দিগের যেকারণ দিন দিন দুরবস্থার ঘটনা হইতেছে, তাহার কারণ নীতিগর্ভ এক আখ্যায়িকা প্রকাশ করিতেছি, যাহা ইংরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত করিয়া প্রতি বিদ্যালয়ে বালকদিগকে অধ্যয়ন করান যায়। আমরা সেই আখ্যায়িকার অভিপ্রায়

স্ফুট করিয়া সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিয়া কহিতেছি। যথা॥

কোন মৃগযুর জালে এক গোমায়ু পতিত হইয়া ছিল, কোন প্রকারে উপায় দ্বারা জাল বন্ধনে নিস্তীর্ণ হইতে না পারিয়া পরিশেষে জীবন বিয়োগাশঙ্কায় সুকাতর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল, শিকারি তাহার রোদন ধ্বনি শ্রবণে সম্ভব তৎসন্নিধানে সমাগত হইয়া দেখিল, যে ধূর্ত্ত শৃগাল পাতিত জালে আবদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছে, তদ্দৃষ্টে ব্যাধের কিঞ্চিৎ করুণোদয় হইল, অতএব শৃগালকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া তাহার লাঙ্গূল ছেদন করতঃ জাল বন্ধন হইতে পরিমুক্ত করিয়া দিল। জালমুক্ত লাঙ্গূল হীন শৃগাল জ্বালায় দন্দহ্যমান হইয়া তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিল, কিছু দিন লুক্কায়িত হইয়া রহিল, পুচ্ছ মূলস্থ ক্ষত পীড়া আরোগ্য হইলে পর স্বজাতীয় দলে উপস্থিত হইয়া মিলিল। কিন্তু সকল শৃগালে যৎকালে পুচ্ছক্ষীত করিয়া চিৎকার করে, তখন পুচ্ছহীন শৃগালকে ম্লান হইয়া ডাকিতে হয়, এই রূপ কিছুদিন ম্লানাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ আত্মপ্রসন্নতা জানাইবার কারণ মনে মনে এক উপায় সর্জ্জন করিল, যে যদিস্যাৎ আর২ দুই চারি জন শৃগালকে কুমন্ত্রণা দিয়া পুচ্ছহীন করিতে পারি, তবে আমি এক জন পুচ্ছহীন শৃগাল দলের দলপতি হইয়া অন্যান্য লাঙ্গূলবান্ শৃগাল গণের প্রতি স্পর্দ্ধা করতঃ প্রসন্নরূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিব, এই আলোচনা করিয়া ঐ ধূর্ত্ত জম্বূক জম্বূকগণ প্রতি

একদিন কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতাগণ! আমি এতদিন নিরর্থ পুচ্ছ বহন পূর্ব্বক মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিলাম, লাঙ্গূল পরিত্যাগ করিলে যে কত আরাম হয় ও কি রূপ স্বচ্ছন্দে আনন্দসন্দোহে বিচরণ করিয়া কত সুখ লাভ হয়, এক্ষণে লাঙ্গূল হীন হইয়া আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি, তোমরা যদি পুচ্ছহীনতার সুখানুভব করিতে তবে কখনই লাঙ্গূল ভার বহনের ক্লেশ ভোগ করিতে বাধিত হইতে না। যদি আমার মত সুখভোগ করিতে ইচ্ছা থাকে তবে এক্ষণে তোমার অসভ্য শার্গালি প্রথাকে দূরীকৃত করিয়া পুচ্ছ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মতে পরিণত হও, কেন নিরর্থ অলীক মত রক্ষার্থে ব্যলীকতা প্রকাশ করিয়া কষ্ট পাও। ঐ ধূর্ত্তের প্ররোচনায় দুই চারিটি নির্ব্বোধ শৃগাল সম্মতি করিল, অনন্তর কতকগুলি প্রাচীন শৃগাল পুচ্ছহীন শৃগালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভ্রাত? আমরা অবধারণা করিয়াছি অদৃষ্ট বশতঃ তুমিলাঙ্গূল বিহীন হইয়াছ, একারণ আপনার মত অন্যেকেও করিতে তোমার বাঞ্ছা জন্মিয়াছে, যদি ছিন্ন লাঙ্গূল যোড়া দিবার তোমার সম্ভাবনা থাকিত, তবে কখনই তুমি এ রূপ কথা আমাদিগকে বলিতে ইচ্ছুক হইতে না। লোম লাঙ্গূলবিশিষ্ট পশু জাতিকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন,যদি স্যাৎ লাঙ্গূলদ্বারা শরীরের হিত সাধন না হইয়া পশু জাতির কেবল অসুখ জন্মিত, তবে পরমেশ্বর কখনই পশুজাতিকে লাঙ্গূলবিশিষ্ট করিতেন না। যাহাদিগের প্রতি পরমেশ্বরের কোপ জন্মে, তাহাদিগেরই প্রতি লাঙ্গলাদি কর্ত্তন রূপ দণ্ড

প্রদান করিয়া থাকেন। লাঙ্গূল যে আমাদিগের হিতকারী সে বিষয়ে আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক করে না। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিলে এক্ষণকার কালেশিক্ষোত্তীর্ণ বালক বৃন্দকে প্রায়ই লাঙ্গূলহীন শৃগাল ধর্ম্মী কহিতে সঙ্কোচ জন্মেনা।

একালে বিজাতীয় প্রবঞ্চকদিগের প্রবঞ্চনা জালে যাহারা আবদ্ধ এবং তাহা হইতে পরিমুক্তির উপায় কি, এরূপ ব্যগ্রধী ব্যক্তিরমধ্যে কেহ কেহপরিমুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মের পুচ্ছ স্বরূপ বর্ণাশ্রমাচার, এককালে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, তাহারাই ইতস্তত যথেষ্টাচার মার্গে মনুজ বৃন্দকে আনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গূলহীন শৃগালের ন্যায় প্ররোচনা দিয়া থাকে, অহে! হিন্দুবালকেরা? আমি এত দিন অলীক বর্ণাশ্রমধর্ম্মচাবে আবদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ছিলাম, সে আচারকে ত্যাগ করিলে যে এত সুখ হয় অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত পান ভোজনাদি দ্বারা সুখ লাভ করা যায়, এক্ষণে সেই অলীক বর্ণাশ্রমাচারাদি পরিত্যাগে আমি তাহার বিলক্ষণ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি। যদি তোমরা যথেষ্টাচারের সুখানুভব করিতে তবে কখনই অসভ্য কাণ্ড এই বর্ণশ্রমচারাদিতে আবদ্ধ থাকিতে বাঞ্ছা করিতে না। এখনও বলি যদি আমার মত স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সুখ ভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে ঐ অভ্য প্রথাকে দূরীকৃত করতঃ আমার মত বর্ণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেষ্টাচারে পরিণত হও। কেন অ-

লোক মত রক্ষার্থে ব্যলীকতা প্রকাশ করিয়া নিরর্থ কষ্ট পাও। পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গুলহীন ধূর্ত্ত শৃগালের প্রবঞ্চনা বাক্যে যেমন দুই একটী শৃগাল মত করিয়া ছিল, এখনও প্রবঞ্চক বর্ণ ধর্ম্মত্যাগী ধূর্ত্তের বাক্যে দুই এক জন হিন্দু সন্তান ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মীলোকেরা তাহাকে তিরস্কার ব্যতীত কখনই পুরস্কার করিবার যত্ন করেন না। অতএব বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, যে এই শার্গালী আখ্যায়িকার বিষয় নব্য সভ্যদিগের পক্ষে সাপক্ষ হয় কি না?।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! মহামায়া দুর্গার মহিমা যে রূপ বর্ণন করিলেন, তাহাতে কেবল রাজনীতির উপদেশ ব্যতীত ব্রহ্মতা প্রসঙ্গমাত্র নাই, অতএব তদ্বিষয় ঘটিত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া উপদেশ করুন্?

পরম হংসের উত্তর। অরে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্। পরমাত্মা স্বরূপা দুর্গা, তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা হয়েন, এবং নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাবা, সকলের সন্তজনীয়া, স্বরূপ লক্ষণদ্বারা তত্তত্ত্ব জানিতে পারিলে, অসংশয় জীবের ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হয়, মহিষা সুরাদি বধ প্রসঙ্গে প্রাণীগণকে অধ্যাত্ম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে বাল যুবা জরা বস্থা, ও প্র-

কৃতি পুরুষ রূপে শ্রুতি ব্যাখ্যা করেন। যথা "উতত্বং বালঃ উতত্বং যুবা, উতত্বং বৃদ্ধঃ, স্ত্রীপুমাংস্ত্ব মিত্যাদি"। আত্মাকে বালবৃদ্ধ যুবা প্রকৃতি পুরুষ রূপ বলিয়া বেদে অনুশাসন করেন। যে হেতু আত্মা সর্ব্ব রূপ হয়েন। মূঢ়লোকে তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে অনিপুণ এ বিধায় আত্মা আপনি স্বয়ং আপনাকে নানারূপে প্রতিভাত করিয়া উপদেশ করেন, অর্থাৎ বিমুগ্ধ লোকেরা সেই সকল রূপের মধ্যে যে কোন রূপের সমাশ্রয় করুক্ না কেন, তাহাতেই তাহার পরমতত্ত্ব লাভ হইতে পারে, ঐ সকল ঐশ্বর রূপকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে পরিচ্ছিন্ন বোধ হয় সে নহে, সকল রূপই এক আত্মার হয়, যে হেতু আত্মাকে অখণ্ড অপরিমিত পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লেখ করেন। কেবল সাধকেরা তদ্রূপাশ্রয় করিয়া সংসার পাথোধি নিস্তীর্ণ হইবে এই অভিপ্রায়ে ভগবান এক এক বিস্মাপনীয় রূপ ধারণ করতঃ এক এক অভাবনীয় কার্য্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সেই লীলা কার্য্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে নিরতিশয় মোক্ষ লাভ হয়। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মার রূপ, তাহা তোমাকে বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ।

মহিষা সুর সামান্য মহিষ নহে, ইহা অধ্যাত্ম চিন্তকেরা জানেন, সকলের মৃত্যুকে এখানে মহিষা সুর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ যমের নাম মৃত্যু, সেই যমের বাহন মহিষ, সুতরাং বাহ্য বাহকের অভেদাঙ্গীকারে মহিষ যে মৃত্যু তাহার অন্যথা নাই, যথা। দুর্গোৎসব পদ্ধতিতে মহিষোৎ সর্গ

বিধি। "মহিষস্ত্বং মহাবীরো ধর্ম্মরাজস্য বাহন ইত্যাদি,, হে মহিষ। হে মহাবীর। তুমি ধর্ম্মরাজ যমের বাহন। অতএব মহিষ মৃত্যুর স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপা শক্তি,। অতএব জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে "মৃত্যোর্মৃত্যুঃ পরাৎপরঃ,, বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যখন দুর্গাকে মহিষ মর্দ্দিনী বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপা বলিতে আর কি সঙ্কোচ আছে?

আত্মাজ্ঞান, ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, রোগাদিদলবল সহিত মৃত্যু মহিষাসুর, জগৎ শব্দে জীবের দেহ, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচারশীল অসুর উদ্ধতরূপ, সুতরাং রোগাদিকে অসুর বল বলাযায়,কেননা শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার পর প্রাণীর রোগোৎপত্তি হয় না। ইহ লোকে দেবাসুর রূপে দুইমত প্রাণীশাস্ত্রে উক্ত করেন। যথা বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ। "দ্বয়াহ দেবাশ্চাসুরাশ্চ ইতি,, দেবতা ও অসুর এই দুই রূপ মনুষ্য বেদাজ্ঞা করেন। জ্ঞানের অনবলোকনে মৃত্যু হইতে ইন্দ্রিয় গণেরা আক্রান্ত হইয়া আপন আপন অধিকার হইতে নিরস্ত হয়, জ্ঞানবান যোগী পুরুষেরা জ্ঞান বলে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া স্বস্ব ইন্দ্রিয়গণকে যথা স্থানে অধীশ্বর করিয়া রাখেন, এইতত্ত্ব জানাইবার কারণ পুরাণাদিতে দেবাসুর সংগ্রাম প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন। সেই প্রস্তাব রূপক, অর্থাৎ রূপত্বকে আচ্ছন্ন আছে, আমি এই রূপকাচ্ছাদন কে অন্তর করিয়া কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে অবশ্যই তোমার ভ্রান্তি দূর হইতে পারিবে।

"দেবাসুর মভূৎযুদ্ধং পূর্ণ মব্দশতং পুরা।
মহিষে সুরানা মধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে। ।
তত্রাসুরৈ র্মহাবীর্য্যৈ র্দৈব সৈন্যং পরাজিতং।
জিত্বাচ সকলান্ দেবানিন্দ্রোভূন্মহিষাসুরঃ॥ ইতি

পুরা পূর্ব্বকালে পূর্ণএক শত বৎসর পরিমিত কাল দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, মহিষাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিপাত হওয়াতে, মহাবীর্য্যবন্ত অসুর সৈন্য কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হয়। ইন্দ্রাদি সকল দেবতাদিগকে জয় করিয়া স্বয়ং মহিষাসুর আপনি ইন্দ্র হইয়াছিল।

এই প্রস্তাব ভূতকাল ঘটিত বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে ত্রৈকালিক উপদেশ এক ভূতকাল উপলক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ এই দেবাসুর যুদ্ধ পদে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ঘটিতা বার্ত্তা, উল্লিখিত মৃত্যুরূপ মহিষাসুর দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রিয় রূপ দেবগণের সহিত সংপূর্ণ পরমায়ুকাল বিরোধ করিয়া পরে জিত হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে।

দেহীদিগের দেহই ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যস্থ দেবরূপ ইন্দ্রিয়গণ, অসৎপ্রবৃত্তিরূপ মৃত্যুর সৈন্য অসুর বল, সৎপ্রবৃত্তিরূপ জীবাকাশ রূপ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া, মৃত্যু আকাশ বৎ সর্ব্ব ব্যাপী হয়। দেব রূপ ইন্দ্রিয় বর্গ নিঃস্তেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, এই ভূত কাল উপলক্ষণ মাত্র, ফলে মৃত্যু কর্ত্তৃক সুবৃত্তিক ইন্দ্রিয়গণ আদিসর্গে পরাজিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে পরাজিত হইতেছে, ভবিষ্যৎ কালেও পরাজিত হইবে, ইহাই জানাইয়াছেন। অনন্তর জীবের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে যে

প্রকারে জ্ঞান শক্তি প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়া সাধক মৃত্যুঞ্জয় হয়, সেই প্রকার এই দেবাসুর যুদ্ধ ঘটিত মহিষাসুর বধ প্রস্তাবে স্ফুটীকৃত করিয়া কহিতেছি, বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করহ।

কর্ম্মী ও বিকর্ম্মী উভয় কৃতির ইন্দ্রিয়াদিকে পরাজয় করিয়া মৃত্যু সকলের উপর অধীশ্বর হইয়া একসাম্রাজ্য করিতেছে, অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে কেহই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন না। কেবল তত্ত্ববিৎ সাধকেরাই জ্ঞানশক্তি দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন, দেবাসুর যুদ্ধ ব্যাজে ভগবান বেদব্যাস আচার্য্য পুরাণাদিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের অধিদেব ইন্দ্র, আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর অধিষ্ঠাতা পবন, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেব রুদ্র, অগ্নিরগুণ রূপ, জলের অধিদেব বরুণ, জলের গুণ রস, পৃথিবী মৃত্তিকার অধিষ্ঠাত্রী, মৃত্তিকারগুণ গন্ধ, ইত্যাদি সমস্ত ভূত এক আকাশে আছে, আকাশ হইতে উৎপন্নবিধায় আকাশকেই তাহারদিগের অধীশ্বর বলা যায়। এতদ্ব্যতীত বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণ ইত্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, । আকাশের রজ অংশে বাক্য, বায়ুর রজ অংশে হস্ত, অগ্নির রজ অংশে পাদদ্বয়, জলের রজ অংশে অণ্ডকোষ, পৃথিবীর রজ অংশে উপস্থ। আকাশের সত্ত্ব অংশে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্ব অংশে চর্ম্ম, অগ্নির সত্ত্ব অংশে জিহ্বা, পৃথিবীর সত্ত্ব অংশে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ফলিতার্থ এ সমস্তই আকাশে

আছে, এবং আকাশই সকলের কারণ। মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র ঐ মন চারিভাগে বিভাজিত। যথা বুদ্ধি/ মন চিত্ত অহঙ্কার, কার্য্যদর্শনে এক মনের চারি সংজ্ঞা হয়। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি। সংকল্প বিকাল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত। অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম অহঙ্কার। বাক্যের কথন শক্তি, হস্তের গ্রহণ শক্তি, পাদের গমন শক্তি, অণ্ডের শুক্রাধানতাবীর্য্য শক্তি, উপস্থের আনন্দয়িতব্য প্রজনন শক্তি। কর্ণের শ্রবণ শক্তি, চর্ম্মের স্পর্শন শক্তি, চক্ষুর আলোক দর্শন শক্তি, জিহ্বার রস গ্রহণ শক্তি, নাসিকার গন্ধ গ্রহণ শক্তি। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাণী, হস্তের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, পাদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, অণ্ডের অধিষ্ঠাতা সোম, উপস্থের অধিষ্ঠাতা কামদেব, কর্ণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রের অপরা মূর্ত্তি দিক্, চর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বায়ুর মূর্ত্তিবিশেষ, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি অগ্নি, জিহ্বার অধিষ্ঠাতা বরুণের অপরা মূর্ত্তি রস,নাসিকার অধিষ্ঠাতা পৃথিবীর অপরামূর্ত্তি গন্ধ। ইত্যাদি সবৃত্তিক ইন্দ্রিয় সকল দেবসর্গ,এ সকলের ক্ষমতাকে জয় করিয়া মৃত্যু সর্ব্বোপরি স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়ছেন, সুতরাং দেবগণ মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন, বাহ্যউপদেশ দিবার নিমিত্ত মৃত্যুই মহিষরূপে আবির্ভাব হইয়া দেবগণকে জয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিয়াছিল। অধ্যাত্মতত্ত্ব ঘটিত প্রস্তাব মাত্র কহিয়া বাহে যে মহিষা-

সুরের যুদ্ধ হয় নাই ইহাও বলিতে হইবে না, যেহেতু বাহ্য বস্তুর সহিত মানব শরীরের বিস্তর সম্বন্ধ আছে,। যথা (ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃসন্তি তে বসন্তি কলেবরে) ইত্যাদি। বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে যে সকক বস্তু' আছে, মানব কলেবরেও সে সকল বস্তু আছে, ইহা বলিয়া অধ্যাত্মচিন্তায় আন্তরিক বিস্ময় ভাবিয়া বাহ্যে যে সে সকল বস্তু নাই ইহা বিবেচনা করা যাইবেক না। মানব দেহে রবি সোম অগ্নি জলাদির অবস্থান নিশ্চয় করিলেয় বাহ্যে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জলাদির সংস্থান বিষয়ের ব্যাঘাৎ নাই,যেহেতু ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে,তদ্রূপ বাহ্যে মহিষাসুরাদির যুদ্ধকেও যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কেননা এখনও তদ্যুদ্ধের স্থানের নির্দ্দেশ আছে, সুতরাং আন্তরিক ভাগ উদ্ধার করিয়া নরশরীরস্থ তত্ত্বের অন্বেষণা করা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির বৈচক্ষণ্যের এক প্রধান কারণ হয়।

গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্য মোক্ষপদবীতে আরোহণ করিবার যোগ্য হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ লোকে অপক্ষপাতে দেবদেবীকে স্তুতিবন্দনাদি করিবে, সকল কার্য্যেই দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে, এবং যেমন ইষ্টদেবতা সেই রূপ সকলদেবতাকেই মান্য করিবে,। যথা।

শিবপূজাং বিষ্ণুপূজাং দুর্গাপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
যঃ করোতি নরোদেবি সভবেৎ পুরুষোত্তমঃ॥

যে গৃহস্থ নিত্য শিবপূজা, ও বিষ্ণুপূজা, এবং দেবী দুর্গার অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষ হয়।

নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণং
দেবতাদর্শনং পীঠ দর্শনং তীর্থদর্শনং।
গুরো রাজ্ঞা পালনঞ্চ দেবতা নিত্য পূজনং।
যঃ করোতি গৃহেতিষ্ঠন্ মহাসিদ্ধিং লভেতসঃ॥

যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়া নিত্য শ্রাদ্ধও সন্ধ্যাবন্দনাদি, ও পিতৃপর্পণ এবং দেবদর্শন ও তীর্থ দর্শনাদি করে। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে, অর্থাৎ পিতা মাতাদির আজ্ঞা হেলন না করে, ও দেবতাদিগের পূজা পরায়ণ হয়, সেই ব্যক্তি মহাসিদ্ধিকে লাভ করে অর্থাৎ গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হয়।

বিদ্যাকাংক্ষী ধনাকাংক্ষী বস্ত্রা কাংক্ষীচ যো নরঃ।
অবশ্যং পূজয়েৎ সোপি তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা লাভের, কি ধন লাভের, অথবা রত্ন লাভের অভিলাষী হয়, সেই ব্যক্তি অবশ্যই তত্তৎ বস্তুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের পূজা করিবেক।

নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনং।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ॥

নিত্য স্নান, নিত্য দান করিবে, এবং ত্রিসন্ধ্যা জপ পূজাদি করিবে, নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করিবে, কোন মতে মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেক না।

বেদার্থচিন্তনং নিত্যং বেদপাঠধ্বনি প্রিয়ং।
সর্ব্বনিন্দা বিরহিতং হিংসালস্য বিবর্জ্জিতং।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদমাৎসর্য্য বর্জ্জিতং॥

নিত্য বেদার্থ চিন্তা করিবে, এবং বেদধ্বনি শ্রবণপ্রিয় হইবে, সাধু জনের নিন্দায় বিরত হইবে, হিংসা ও আলস্য ত্যাগ করিবে, লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য বর্জ্জিত হইবে।

বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌদেবে তথৈবচ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃ দেবার্চ্চনং তথা॥

বেদে এবং শাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞান করিবে, গুরুতে ও দেবতাতেও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে, মন্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও পিতৃকৃত্যে ও দেব পূজাতে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ হইবে।

বলিবশ্যং তথাশ্রাদ্ধং নিত্যং কার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্ত্বং মহেশ্বরি॥

নিত্য শ্রাদ্ধ ও বলিবশ্য কার্য্য করিবে, শত্রুকেও মিত্র সম জ্ঞানে ক্ষুধিতকালে আহার করাইবে, হে পবিত্রহাসিনি! গৃহস্থ ধর্ম্ম এই রূপ প্রকারে রক্ষা করিলে, সেই গৃহস্থ গৃহে থাকিয়াও পরিমুক্ত হয়॥

অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং তদ্বিধানাং ভোক্তব্যং দোষবর্জ্জিতং॥

হে মহেশ্বরি? যার তার সকলের অন্ন ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে, এবং গুরুতর কি গুরু সদৃশব্যক্তি, ও দোষ রহিত আত্মীয় স্বজনের অন্ন গৃহস্থের ভোক্তব্য হয়।

কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নৈষ্ঠুর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ।
দেবতা নিন্দকং দৃষ্ট্বা লালা পঞ্চ সমাচরেৎ॥

লোকশাস্ত্র বিদ্বিষ্টকদর্য্য কার্য্য ও নিষ্ঠুরতা গৃহস্থ ব্যক্তি

পরিত্যাগ করিবে, এবং দেবতা নিন্দক ব্যক্তিকে দেখিলে পঞ্চকুণ্ডে স্নান করিবে।

সত্যঞ্চ কথয়ে নিত্যং নমিথ্যাচ কদাচন।
গুরো রারাধনং দেবি প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ॥

নিত্য সত্যবাক্য কহিবে, কদাচ মিথ্যাকথা কহিবে না। সুবুদ্ধিমান্ গৃহস্থ প্রতিদিন গুরুর আরাধনার চিন্তা করিবেক।

সর্ব্বঞ্চ দেবতারূপং পরমেষ্ঠি স্বরূপকং।
এক গ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদগুরুং॥

গুরুকে সমস্ত দেবরূপ ও পরমেষ্ঠিস্বরূপ জ্ঞান করিবে, যদি এক গ্রামে বাস হয়, তবে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায়গুরুকে প্রণাম বন্দনাদি করিবে।

গুরুতুল্যাং তৎ সুতাদীন নমস্কুর্য্যাৎ বরাননে।
স্ত্রীণাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবদ্ভাবয়েৎ সদা॥

গুরুর পুত্র পৌত্রাদিকে গুরুতুল্য জ্ঞানে নমস্কারাদি করিবে, এবং গুরু পত্নীদিগের চরণতল দর্শনে সর্ব্বদাই গুরুবৎ ভাবনা করিবে।

শ্রীখণ্ড পঙ্ককধিরং ভূষিতং সু মনোহরং।
শরীরং কায়য়েদ্দেবি গন্ধর্ব্ব দেব মুত্তমং॥

গৃহস্থ ব্যক্তি দেবোচ্ছিষ্ট সুগন্ধচন্দনে শরীর ভূষিত করিবে, এবং ইষ্টদেবানুসারে লোহিত চন্দনও ধারণ করিবেক তাহাতে বাধা নাই, যাহাতে শরীরকে মনোহর দেখায় এমত বেশভূষা করিবে, অর্থাৎ দেববৎ ও গন্ধর্ব্ববৎ উত্তম পরিচ্ছিন্ন থাকিবে।

ত্রিপুণ্ড্র মূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বা তিলকং হরিমন্দিরং।
ভস্মনা চন্দনেনাপি হরিচন্দন কেনবা।
তীর্থমৃত্তিকয়া কুর্য্যাৎ গোপীচন্দনকেনবা॥

ত্রিপুণ্ড্র অথবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কিম্বা হরিমন্দির তিলক করিবে, ভস্মে বা চন্দনে কি রক্তচন্দনে, কিম্বা গঙ্গাদিতীর্থমৃত্তিকায় অথবা গোপী চন্দনদ্বারা ললাটফলকে তিলক করিবে।

বিল্বামলক রুদ্রাক্ষ পদ্মাক্ষ তুলসীভবৈঃ।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষণং মাল্যৈঃ কার্য্যং রাজ্যসুখ প্রদে॥

হে রাজ্যসুখপ্রদায়িনি দুর্গে! বিল্বকাষ্ঠ কি আমলকী কাষ্ঠ কি পদ্মবীজ বা তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গকে ভূষিত করিবে।

মন্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিশ্চ অনিশ্বাস গুরৌসদা।
শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি র্ভেদকো দৈবতে পুনঃ।
গঙ্গায়াঞ্চ তোয়বুদ্ধি র্নাপি কুর্য্যাৎ কথঞ্চন॥

মন্ত্রে অক্ষরজ্ঞান, গুরুতে অবিশ্বাস, শালগ্রামে প্রস্তর জ্ঞান, দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গঙ্গাজলে জলজ্ঞান কখন করিবেক না।

সর্ব্বেষাঞ্চৈব নিন্দাঞ্চ মনসাপি বিবর্জ্জয়েৎ।
যঃ কুর্য্যাৎ সোঽধমঃ পাপো নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পরনিন্দা পরাঙ্মুখ হইবে, মুখে নিন্দা করা থাকুক্ সকলের নিন্দা মনেও করিবেক না। যে ব্যক্তি করে সে অতি অধম পাপ বুদ্ধি, তাহাকে নিন্দিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন।

ঋতুকালং বিনা দেবি রমণং পরিবর্জ্জয়েৎ।
মাংসাদিকং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যৎ বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়ম তৎপরঃ॥

হে পরমেশ্বরি? ঋতুকাল ব্যতীত রমণ বর্জ্জন করিবে। এবং পঞ্চ পর্ব্বে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পৌর্ণমাসী অষ্টমী ও রবিসংক্রান্তিতে মৎস্য মাংসাদি আহার ত্যাগ করিবে॥ এতদ্ভিন্ন বেদ বিহিত যে সকল কার্য্য, তাহা নিয়ম তৎপর হইয়া সম্পাদন করিবেক।

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

পুণ্ডরীকাক্ষ চক্র।

পার্শ্বে বামে চ পৃষ্ঠেবা চামর দ্বয় সংযুতা।
পুণ্ডরীকাক্ষ মূর্ত্তিঃস্যাৎ সর্ব্বলোক বশঙ্করী॥ ১॥
ইতি কমলদ্বয় সংযুতা ইতি পাঠান্তরং॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং।

বর্ত্তুল চক্রদ্বয় বিশিষ্ট, বাম পার্শ্বে কি পৃষ্ঠদেশে চামর দ্বয় চিহ্ন অথবা পদ্মদ্বয় চিহ্ন থাকিলে পুণ্ডরীকাক্ষ চক্র হয়, এই মূর্ত্তির অর্চ্চনাতে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়॥ ১॥

চতুর্ম্মুখ চক্র।

চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্ব সমীপতঃ।
দেবচক্রে মধ্যদেশেচ সাশিলাস্যা চ্চতুর্ম্মুখঃ॥ ১॥

ইতি ব্রাহ্মে।

পার্শ্বভাগের নিকট চারিটি রেখা দেখা যায়, এবং বৃত্ত-

লাকার কৃষ্ণবর্ণ মধ্যদেশে দুই চক্র,এমন শিলা নাম চতুর্ম্মুখ চক্র। ইহাঁরও অর্চ্চনাতে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।। ১।।

যজ্ঞমূর্ত্তি লক্ষণ।

যজ্ঞমূর্ত্তি স্তু ভযথা পীতরক্ত বিমিশ্রিতঃ।
দ্বারং ক্রস্ব মধশ্চক্রং তথৈব দক্ষিণেপিচ।। ১।।

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

যজ্ঞমূর্ত্তি যে শিলা, তিনি বর্ত্তুল,কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু উভয় পার্শ্বে পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণ মিশ্রিত চিহ্নবিশিষ্ট, দ্বারদেশ অতি খাট, অধোভাগে চক্রদ্বয়, অথবা দক্ষিণভাগে চক্র থাকে।। ১।।

দত্তাত্রেয় চক্র।

সিতারুণা সিতাভশ্চ পৃষ্ঠদেশে যদাভবেৎ।
অক্ষমালা কৃতিঃ পৃষ্ঠে দত্তাত্রেয়ঃ শুভপ্রদঃ।। ১।। ইতি
কৃষ্ণায়তশ্চ পীতশ্চ দত্তাত্রেয়া ভিদোভবে দিতি পাঠঃ।।

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

শ্বেত রক্তবর্ণ মিশ্র পাটলবর্ণ, অথবা শ্বেত কি কৃষ্ণ, কিম্বা সিতাসিত মিশ্র ধূম্রবর্ণ চিহ্ন পৃষ্ঠদেশে যদি হয়, এবং অক্ষমালাকৃতি চিহ্ন থাকে,তবে এই শুভপ্রদ চক্রকে দত্তাত্রেয় বলা যায়। এবং আয়ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ হইলেও দত্তাত্রেয় নামে উক্ত করা যায়।। ১।।

শিশুমার চক্র।

শিশুমারো দীর্ঘকায়ো বিলেশায়া নিগহ্বরঃ।
পুরতঃ পৃষ্ঠভাগেতু চক্রেণৈকেন সংযুতঃ।
পুরতশ্চক্রদ্বয়ং পৃষ্ঠভাগে এক চক্র মিতি।। ১।। ইতি

শিশুমার মূর্ত্তি দীর্ঘাকার বিশিষ্টা, সর্পেরন্যায় কুণ্ডলযুক্ত, পশ্চাৎ এক চক্র, অগ্রে দুই চক্র, এই চক্রত্রয় সমন্বিত শিশুমার চক্র ॥ ১ ॥

হংসমূর্ত্তি লক্ষণ।

হংসস্য ধনুরাকারো নীল শ্বেত বিমিশ্রিতঃ।
চক্রপদ্ম সমোপেতঃ কেবলো মোক্ষদো ভবেৎ ॥ ১ ॥

ইতি রাহ্মে।

ধনুরন্যায় আকার নীল শ্বেত মিশ্রিতবর্ণ, চক্রদ্বয় বিশিষ্ট, কিন্তু পদ্মেরন্যায় শোভন চক্র, কেবল সাধকের মোক্ষপ্রদ হংসমূর্ত্তি জানিবে ॥ ১ ॥

পরমহংসমূর্ত্তি লক্ষণ।

পরহংসঃ খগেশান ময়ূর গল সন্নিভঃ।
স্নিগ্ধশ্চাতপদণ্ডশ্চ বর্ত্তুলো দ্বার সংযুতঃ।
বিলমধ্যে তথাচক্রে দৃশ্যতে ত্বতিশোভনে।
চক্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে ভ্রাজমানো ভাস্করো ভবেৎ।
বরাহরেখে দৃশ্যেতে যত্র বৈ বিনতা সুত।
মূর্ত্তিস্যাৎ পরহংসাখ্যা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা ॥ ১ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

ময়ূরের গলারন্যায় চিক্কন নীলবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, ছত্রদণ্ড চিহ্ন বিশিষ্ট, অতি বর্ত্তুল দ্বারসংযুক্ত, গর্ত্তমধ্যে অতি শোভন চক্রদ্বয়, চক্রের দক্ষিণপার্শ্বে দীপ্তিবান সূর্য্যমণ্ডল চিহ্ন, এবং বরাহ খুরাকার চিহ্ন সমন্বিত, ইহাঁর নাম পরমহংস চক্র, ইনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ হয়েন ॥ ১ ॥

লক্ষ্মীপতি চক্র।

মুখে বা পার্শ্বতো বাপি ময়ূর গল সন্নিভঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ সূক্ষ্মচক্রঃ পৃথুলাস্যোঽসমপ্রভঃ॥
লক্ষ্মীপতি বিতিখ্যাতো লক্ষ্মী সম্পত্তিদায়কঃ। ১। ইতি।

মুখে বা পার্শ্বভাগে ময়ূর গলার ন্যায় নীলবর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট, অতিকৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্মচক্র, বিস্তীর্ণমুখ, অসমান চক্র, ইহাঁর নাম লক্ষ্মীপতি, ইনি লক্ষ্মী সম্পত্তি প্রদান করেন। ১।

গরুড়ধ্বজ লক্ষ্মীপতি চক্র।

কণশৃঙ্গ খুরঃসৌম্যো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধ কেশবঃ।
চক্র মধ্যে গতঃ স্নিগ্ধ কৃষ্ণরেখা সমন্বিতঃ।
লক্ষ্মীপতি র্বৈনতেয় গরুড়ধ্বজ সংজ্ঞিতঃ। ১। ইতি।

সুবর্ণের শৃঙ্গবিশিষ্ট, গোখুর চিহ্ন, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোলাকার, অতিসিগ্ধ বরাহ রোমাকার কেশর চিহ্ন সংযুক্ত, দুইচক্র, চক্রের মধ্য স্থানে সুস্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ রেখার চিহ্ন সমন্বিত, ইহাঁর নাম গরুড় ধ্বজ লক্ষ্মীপতি। ১।

বটপত্রশায়ী চক্র লক্ষণ।

বটপত্রশায়ী ভগবান্ বর্ত্তুলোপেত শোভনঃ।
ক্ষীরতাক্ষ্য শ্বেতনীল বিমিশ্রিত স্ববর্ণকঃ।
চক্রস্যবামতঃ শংখো দক্ষিণে পদ্ম মেবচ।
বদনৈকে মধ্যদেশে চতুশ্চক্র স্ত্রিবিন্দুকঃ। ১। ইতি।

ভগবানের বটপত্রশায়ী শালগ্রাম চক্র, অতিবর্ত্তুল শোভনীয় বর্ণবিশিষ্ট, ক্ষীরের ন্যায় শ্বেতবর্ণে নীলবর্ণ মিশ্রিত বর্ণ বিশিষ্ট, এক মুখে চারিচক্র, চক্রের বামে শংখ চিহ্ন,

দক্ষিণে পদ্ম চিহ্ন হয়, এবং তিনটি স্বর্ণ বিন্দু চিহ্ন সংযুক্ত, বটপত্রশায়ী চক্র হয়েন। ১।

বিশ্বম্ভর চক্র লক্ষণ।

চক্রাণাং বিংশকতযাযুক্তো বিশ্বম্ভরঃ শুভঃ। ১। ইতি।

বিংশতি চক্র সংযুক্ত মূর্ত্তিকে শুভপ্রদ বিশ্বম্ভর চক্র বলে, যদি পূর্ব্বোক্ত বটপত্রশায়ী ভগন্মূর্ত্তির সমান চিহ্ন হয়। ১।

বিশ্বরূপ মূর্ত্তির লক্ষণ।

বিশ্বরূপোঽপি ভগবান্ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বরূপোঽবিঃ সাক্ষাৎ দ্বারাযত পরোত্তমঃ।
বহুচক্রাঙ্কিতোঽনেক মূর্ত্তিরূপ সমন্বিতঃ।
পঞ্চচক্রঃ স্থূলতরঃ পুরুষো বহুচক্রকঃ।
বিশ্বরূপোঽনন্তোবা পুত্র পৌত্রাদিক প্রদঃ। ১। ইতি।

ভগবানের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি শালগ্রাম চক্র দুই প্রকার হয়, এক, অতি আযত দ্বার বহু চক্রবিশিষ্ট, উত্তম কৃষ্ণবর্ণ, চক্র অনেক কিন্তু সকল চক্রই ভিন্ন ভিন্ন গঠন, বর্ত্তুলাকার স্থূল মূর্ত্তি হয়েন। অপর অতি স্থূল কলেবর কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চচক্র অথবা বহু চক্রবিশিষ্ট, ইহাঁকে কেহ বিশ্বরূপ, কেহবা অনন্ত মূর্ত্তি বলেন, ইনি পুত্র পৌত্রাদি প্রদান করেন। ১।

পীতাম্বর চক্র লক্ষণ।

স্ত্রিযাগোস্থ স্তনাকারঃ সচক্রো বর্ত্তুলস্তথা।
পীতাম্বর ধরোদেবঃ সৌখ্যদঃ ফলদঃ সদা। ১। ইতি।

গাবির স্তনের ন্যায় আকার, অতি বর্ত্তুল চক্রাকার চক্রদয় বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পীতাম্বর ধর মূর্ত্তি, ইনি সমস্ত প্রকার সৌখ্য ফল প্রদ হয়েন। ১।

সপ্তবীর শ্রবচক্র লক্ষণ।

সুবর্ত্তুলো হ্রস্বচক্রঃ সর্ব্বাঙ্গে হেম বিন্দবঃ।
সপ্তবীরশ্রবঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধনঃ। ১। ইতি।

অতিশোভন বর্ত্তুলাকার কৃষ্ণবর্ণ, অতিহ্রস্বচক্র, সর্ব্বাঙ্গে, বহুসংখ্যক স্বর্ণবিন্দু চিহ্ন বিশিষ্ট, এই শিলাকে সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধন সপ্তবীর শ্রবচক্র বলিয়া উক্ত করেন। ১।

চক্রপাণি চক্র লক্ষণ।

অমৃতাহরণোদেবো লোলস্তন সমপ্রভঃ।
বর্ত্তুলো বহুচিহ্নশ্চ হ্রস্বচক্রোতি কোমলঃ। ১। ইতি।

চক্রপাণি মূর্ত্তি কমলার কুচসন্নিভ, অর্থাৎ দুই ভাগ বর্ত্তুলাকার, গাত্রে বহুচিহ্ন, অথবা আলম্বিত স্তন মণ্ডলের সর্ব্বগাত্রের চিহ্নের ন্যায় বহু চিহ্ন বিশিষ্ট, হ্রস্বচক্র, কৃষ্ণবর্ণ কোমল, স্পর্শ অতিপিচ্ছল, ইহার নাম চক্রপাণি, কেহবা অমৃতাহরণ দেবমূর্ত্তি বলেন। ১।

বহুরূপী চক্র লক্ষণ।

অভ্যন্তরে শংঙ্খ চক্রে বহুলাস্য সমন্বিতঃ।
বহুরূপী সমখ্যাতঃ পূজিতো মোক্ষদায়কঃ॥ ১॥ ইতি
ব্রহ্মাণ্ডে।

শিলা গহ্বর মধ্যে শঙ্খ চক্র চিহ্ন, অতি বিস্তার বদন, এবং অনেক মুখাকার চিহ্ন সমন্বিত হইলে বহুরূপী চক্র বলিয়া খ্যাত করা যায়। ইনি পূজিত হইলে পূজকের মোক্ষ প্রদায়ক হয়েন॥ ১॥

জগদ্যোনি চক্র।

দ্বার চক্রো রক্তবর্ণো জগদ্যোনিঃ শুভঃ প্রদঃ॥ ১॥ ইতি

দ্বারে চক্র, শিলা রক্তবর্ণ এশিলার নাম জগদ্যোনি চক্র, পূজকের সর্ব্ব শুভ প্রদহয়েন ॥ ১ ॥

হরিহর চক্র।

চতুস্ত্রয় সমন্তাদা চক্রদ্বয় যুতোঽপিবা।
শিবনাভি যুতো মুর্দ্ধি পৃষ্ঠেবাপি তথৈবচ।
এতদ্ধারি হরং বিদ্যাৎ সুখসৌভাগ্য দায়কং ॥১॥ ইতি।

তিন বা চারিচক্র অথবা দুই চক্র শরীরের দিকের নিরূপণ নাই যে দিকে থাকুক্ এবং পৃষ্ঠে বা মস্তকোপরি শ্বেতবর্ণ রেখা অথবা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ ভাগ দিয়া এক শ্বেতবর্ণ রেখা থাকে, কিম্বা দক্ষিণ ভাগ কৃষ্ণবর্ণ বাম ভাগ কিঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণ হয়, ইহার নাম হরিহর চক্র, অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চকের সুখ সৌভাগ্য প্রদান করেন ॥ ১ ॥

শিবনারায়ণ চক্র।

চতুশ্চক্রো হরিহরো দ্বিনুখো দ্বিমুখোপ্যধঃ।
বিনশ্যতি গৃহস্থানাং ধনং ক্ষেত্রং কুলং ক্রমাৎ ॥ ॥ ১ ॥ ইতি।

শিব নারায়ণ চক্র উল্লিখিত হরিহর রূপ, কিন্তু দুইমুখ উর্দ্ধ দুই মুখ অধোভাগে হয়, ইহার পূজা করিলে ক্রমে গৃহস্থদিগের ধন ক্ষেত্র কুল বিনাশ করেন ॥ ১ ॥

স্বয়ম্ভু চক্র লক্ষণ ॥

মূর্ত্তি বর্ত্তুল রেখাখি বাবৃতো নীলবর্ণ বান।
দির্শ্বাস্যঃ পৃথু বক্ত্রস্তু স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ।
কেবলং মোক্ষফলদো ভক্তানান্তু নসংশয়ঃ ॥ ১ ॥ ইতি।

স্বয়ম্ভু চক্র অতি বর্ত্তুলাকার, অতি নীলবর্ণ, অনেক রেখাতে

বেষ্টিত কলেবর, অতিদীর্ঘাস্য অথচ গহ্বর অসংশয় ভক্ত দিগের কেবল মোক্ষফল মাত্র প্রদান করেন ॥ ১ ॥

শঙ্কর নারায়ণ চক্র।

শিবনাভি যুতঃ পার্শ্বে বামে বা দক্ষিণে পিবা।
এষঃ শঙ্কর পূর্ব্বাখ্যো নারায়ণ ইতীরিতঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত হরিহর চক্রের ন্যায় শ্বেত রেখাতে বিভাজিত, সেই রেখা সম্মুখ না হইয়া বাম পার্শ্বে বা দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবে, দ্বিচক্র কি চক্রত্রয় বা চতুশ্চক্র হইলে শঙ্কর নারায়ণ নামে খ্যাত করা যায় ॥ ১ ॥

পিতামহ চক্র লক্ষণ।

পিতামহ শ্চতুশ্চক্র শ্চতুর্ব্বক্ত্র সমন্বিতঃ ॥ ১ ॥ ইতি

বর্ত্তুল কৃষ্ণবর্ণ চারি মুখ চারি চক্র যুক্ত পিতামহ চক্র জানিহ ॥ ১ ॥

নব মূর্ত্তি শিলা।

নব মূর্ত্তিস্তু ভগবান অতসী কুসুম প্রভঃ।
এক নাভি সমোপেতো ব্রহ্ম সূত্রৈক পার্শ্বকঃ ॥ ১ ॥

নর মূর্ত্তি শালগ্রাম মসিনা পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বাম দিক হইতে পার্শ্ব বেষ্টন রূপ শ্বেত ব্রহ্মসূত্রে বেষ্টিত হয়েন ॥ ১ ॥

শেষ মূর্ত্তি লক্ষণ।

নাগবৎ কুণ্ডলী ভূত্বা রেখা পংক্তিঃ সশেষকঃ ॥ ১ ॥ ইতি।
পাদ্মে।

বর্ত্তুল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সর্পের ন্যায় কুণ্ডলী রেখা পঞ্চ বিশিষ্ট শেষ সংজ্ঞক চক্র হয়েন ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরকুলর অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

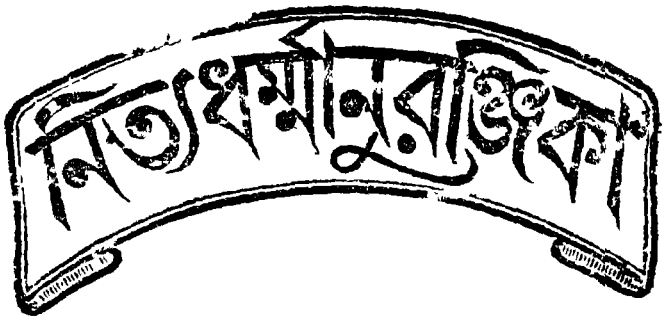

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ংস্বরূপঃ।

১ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং শ্মের বক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ ফাল্গুন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানির প্রশ্ন।

হে মহাত্মন! —অধ্যাত্ম তত্ত্বঘটিত ব্যাখ্যা শ্রবণে যেমন চিত্তের আনন্দ জন্মে তেমন আর কোনমত ব্যাখ্যায় হর্ষ জন্মে না, অতএব মহিষাসুর বধ বিষয়ক প্রস্তাব অধ্যাত্ম বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া আমার চিত্তের সংশয় ছেদন করুন!

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস? আত্মা উৎকৃষ্টশক্তিমান, হস্ত পদ নাসা কর্ণ চক্ষু জিহ্বাত্মক উপস্থপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়

গণ দেবরূপ এক জীবাখ্য ইন্দ্রের পরিবার হয়, এ সকলের শক্তি এক জ্ঞানশক্তিতে সমতা পায়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্ম শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণেরা পৃথক্ পৃথক্ এক এক শক্তিমান্ হইয়া সেই শক্তির প্রভাবে স্বাধিকারিক কার্য্যের সম্পাদন করেন। যথা হস্তের গ্রহণ শক্তি পাদের গমন শক্তি, নাসিকার ঘ্রাণ শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, চক্ষুর দর্শন শক্তি, রসনার রসগ্রহণ শক্তি, চর্ম্মের স্পর্শন শক্তি, উপস্থের প্রজনন শক্তি, ইত্যাদি। কিন্তু সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাস্বরূপা জ্ঞানশক্তির সত্তা ব্যতিরিক্ত ইহাদিগের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং আত্মাতে সমাশ্রিত সর্ব্বশক্তি এবিধায় তাঁহাকে উরু শক্তিমান্ বলিয়া বেদে সংবাদ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদাঙ্গীকারে মহিষাসুর সংগ্রামের স্থলে মৃত্যু জয় ক্ষাপনার্থ পরমাত্মাস্বরূপা জ্ঞানশক্তি দুর্গার মহিমা পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ দুর্গাই পরব্রহ্ম, তাঁহাতেই জগৎ, তিনিই জগন্ময়ী, তদ্ভিন্ন বস্তুর মাত্র নাই, তৎ সমাশ্রয় ব্যতীত মৃত্যুকে জয় করিয়া কোনমতেই অমরণ ধর্ম্মলাভকরা যায়না। অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত দেবরাজ ইন্দ্রের আখ্যান পুরাণে বর্ণন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমী ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি হইলেও মৃত্যুবশে গমন করিতে হয়, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী যোগীগণেরাই পর তত্ত্ব সমাশ্রয়ে জ্ঞানশক্তি প্রভাবে সেই অনিবার্য্য মৃত্যুকে পরাজয় করেন, এই জন্য সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে

জ্ঞানস্বরূপা আনন্দময়ী দুর্গা বলিয়া তৎকর্ত্তৃক পরিপীড়িত মহিষাসুরের আখ্যান শাস্ত্রে উপবর্ণিত হইয়াছে। দুর্গাই যে সর্ব্ব শক্তিময়ী জ্ঞানস্বরূপা ইহা জানাইবার জন্য সর্ব্ব দেবতার তেজে উদ্ভবা হইয়াছেন বলিয়া সপ্ত শতী স্তোত্রে বর্ণন করেন। অর্থাৎ ঘটে ঘটে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মার অবস্থিতি সেই সমস্ত তেজঃ সমষ্টিতে এক পরমাত্মা হয়েন। এখানে তেজঃ শব্দে শক্তি অর্থাৎ ক্ষমতা, সকল ক্ষমতা যাঁহাতে আছে তিনিই পরমেশ্বরী, শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক, একারণ শক্তি বিশেষণে এক বিশেষ্য আত্মাকে স্ত্রীরূপে বর্ণন করিয়া মহিষাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গ শাস্ত্রে উল্লেখ করেন। অতএব যোগবিৎ তত্ত্বজ্ঞানীজনের যে রূপে মৃত্যুজয় হইয়া থাকে, তাহা এই মহিষাসুর জয়েই সুব্যক্ত আছে। ইন্দ্রাদি দেবগণেরা মহিষাসুর সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পদ্ম যোনি ব্রহ্মাকে অগ্রতঃ করিয়া হরিহর সন্নিধানে গমন করেন যথা।

"পদ্মযোনিং প্রজাপতিং। পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ গরুড়ধ্বজৌ। ইত্যাদি।"

পদ্মযোনি প্রজাপতিকে অগ্রে করতঃ দেবগণেরা সেই স্থানে গমন করিলেন যে স্থানে মহাদেব ও গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ আছেন। ইত্যর্থে জীবসহিত ইন্দ্রিয়গণেরা মৃত্যুর নিকটে পরাজিত হইয়া অনন্তর মৃত্যুকে জয় করিবার মানসে জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ঈশ্বর দ্বয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য, এই যে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন যে সকল যোগীর ইন্দ্রিয়-

গণেরা প্রাণায়াম প্রভাবে শির স্থিত সহস্রদল কমলাভ্যন্তরে পরমাত্মার সান্নিকট গমন করিয়া থাকে, সে সকল যোগীরা সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়ী জ্ঞানশক্তি প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব অধিকারে সংস্থাপন করতঃ আকল্প পর্য্যন্ত দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্রীড়মান হইয়া ত্রিলোক সাম্রাজ্য ভোগ করিতে থাকে।

সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি এক জ্ঞানশক্তির বিভূতিরূপ,ফলে জ্ঞান-শক্তির প্রভাবেই তাহারা স্বস্ব ক্ষমতা প্রকাশ করে, জ্ঞানের অভাবে সমস্তই জড়রূপ থাকে,। হস্তের গ্রহণ শক্তি বটে কিন্তু গ্রাহ্য গ্রাহ্য বোধিকা শক্তির অনালোকনে গ্রহণ করিতে পারেনা,স্পৃশ্যজ্ঞান না থাকিলে চর্ম্মে স্পর্শ বোধ হয়না ইত্যাদি। এই সকল বিষয় জানাইবার জন্য এই যুদ্ধে সমস্ত দেব তেজে উদ্ভূতা বলিয়া জ্ঞানশক্তি দুর্গার মহিমানুবর্ণন করেন যথা (ততোঽতিকোপ পূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ। নিশ্চক্রামো মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্যচ। অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ। নির্গতং সুমহত্তেজঃ তচ্চৈক্যং সমগচ্ছতঃ। অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজং। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ত্বিষা। ইতি) অনন্তর কোপ পূর্ণ চক্রির মুখপদ্ম হইতে মহত্তেজ নির্গত হয় এবং ব্রহ্মা ও শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও সুমহত্তেজের আবির্ভাব হইয়া একত্রে ঐক্য হওয়াতে সর্ব্বদেব শরীরজ তেজে এক স্ত্রীরূপের আবির্ভাব হয়, এবং তাঁহার জ্যোতিতে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এতাদৃ লোক ব্যাপ্ত

হইয়াছিল, ইত্যর্থে বলা হইল যে মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত ইন্দ্রিয়-গণের তেজ অর্থাৎ শক্তি, সেই সকল শক্তি এক জ্ঞান-শক্তিতে মিলিত হওয়াতে সেই ব্রহ্ম তেজে প্রভাতে আপাদতল মস্তকাদি ভুবনত্রয় উদ্দীপ্ত হয়, ইহাই জানাইয়াছেন, জ্ঞানশক্তি প্রভাবে যোগীদিগের সমস্ত শরীর প্রতিভাসিত হয়, শাস্ত্রে মানবদেহকে তিন খণ্ডে ব্যক্ত করাতে লোকত্রয় বলিয়া কল্পনা করা যায়। যথা। (ভূর্লোকঃ কল্পিত পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিত মূর্দ্ধ্নি ইতি লোক ময়ঃ পুমান্।) পুরুষের নাভির অধঃ পাদদ্বয় পর্য্যন্ত ভূর্লোক, নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভুবর্লোক। কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বর্লোক হয়, অতএব ঐ জ্ঞানশক্তি সমস্ত শরীরকে সেইরূপ ভাসিত করেন যদ্রূপ সর্ব্বদেব শরীরজ তেজোরাশিতে উৎপন্না দুর্গাদেবীর দীপ্তিতে ভূ ভূর্ব, স্বঃ এই তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দুর্গাদেবী যে সমস্ত তেজোময়ী তাহা দেবতাদিগের নিজ নিজাস্ত্র প্রদানেই সপ্রমাণ হইয়াছে. অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যে ক্ষমতা সেই দৈবী ক্ষমতাই দুর্গা দেবীর এক এক অঙ্গ রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ক্ষমতানুসারিক তত্তৎ দেবতার অস্ত্র তাঁহার মহিষ বধের উপাকরণ হয়। যথা।

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজ স্তেনা জায়ত তন্মুখং।

যাম্যেন চাভবন্‌কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা। ইত্যাদি।

শম্ভু মহাদেবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণু তেজে বাহু সকল, চন্দ্রের তেজে স্তন যুগল, ইন্দ্র তেজে

মধ্য দেশ, বরুণ তেজে জঙ্ঘাদ্বয় ও উরুদেশ, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পাদদ্বয়, সূর্য্য তেজে পদাঙ্গুলী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যর্থে সর্ব্ব তেজোময়ী অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তিময়ী দেবী দুর্গা, ফলিতার্থ যেমন আত্মা পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতারূপে বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করেন, পুনঃ কার্য্যান্তরে একীভূত হয়েন, সেই তত্ত্ব জানাইবার কারণ পরমাত্মা শক্তিরূপে আবির্ভাব হইয়া তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে পর তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্যে দুর্গারূপের চিন্তা করিলে পর সাধকের চিত্তে পর তত্ত্বের উদয় হইতে পারিবে, পরতত্ত্বোদয় হইলেই সহসা অমরণ ধর্ম্ম লাভ হইবেক, শরীরস্থ যত ইন্দ্রিয় সে সকলই বাহ্যে দেবরূপ তাঁহারা বিরুদ্ধ পক্ষীয় দনুজগণকে জয় করিয়া আপনং অধিকার রক্ষা করেন, এবং দিক্‌পতিরূপে ও খ্যাত হন, তাঁহাদিগের যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র সকল, শুদ্ধ এক চৈতন্য শক্তির মহিমা অর্থাৎ উক্ত শক্তিময়ীর ক্ষমতারূপ বিভূত সকলকে দেবাস্ত্র বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, পরমাত্মশক্তিই যে উদ্ধার দশদিক্ ব্যাপ্তময়ী আছেন তাহা ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব আত্মশক্তি হইতেই যে সমস্ত কার্য্য শক্তির উদ্ভাবন হয় ইহাও দেবগণ কর্ত্তৃক অস্ত্র প্রদানেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা

শূলাচ্ছূলং বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃৎ।
চক্রং চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥ ইত্যাদি।

পিনাকী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে অপর শূল উৎপাদন

করতঃ দেবী দুর্গাকে ত্রিশূল প্রদান করেন, এবং নারায়ণ বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া চক্র প্রদান করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বজ্র, অগ্নিশক্তি, যম দণ্ড, নৈঋর্ত খড়্গ, বরুণ নাগপাশ, পবন অঙ্কুশ, কুবের গদা ঈশান শূল, অনন্ত নাগহার, ব্রহ্মা পদ্ম, কমণ্ডলু অক্ষমালা, ইত্যাদি। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, " দিশোভুজ সহস্রেণ সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতং ॥ ইতি " দশদিক দেবীর ভুজসহস্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ আত্ম শক্তিতেই সকল দিক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ইহা জানাইয়াছেন।

এইমাত্র মহিষাসুর বধের ভাব অর্থাৎ ভগবতী দুর্গার মহীয়সী কীর্ত্তি, যে ব্যক্তি তৎশরণাপন্ন হইয়া মহিষাসুর বধাখ্যানের তাৎপর্য্য নিয়ত পর্য্যালোচনা করে, তাহার নিসংশয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তৎপ্রভাবে অনায়াসে মৃত্যুকে জয় করিয়া তদ্বিষ্ণুর পরম পদে অভিগমন করে।

গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।

মাতরং পিতরংচৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
সদাগৃহী নিষেবেত সর্ব্বতঃ সুপ্রযত্নতঃ ॥

সাক্ষাৎ দেবতারূপে মাতা পিতাকে গৃহিব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ প্রকারে সুন্দর যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে।

তুষ্টেচ মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তবপ্রীতি র্ভবেদ্দেবি পরংব্রহ্ম প্রগীয়তি ॥

হে শিবে! মাতার তুষ্টি জন্মিলে তাহারপ্রতি তোমার

প্রীতি জন্মে। আর পিতার তুষ্টিতে পরব্রহ্ম প্রসন্ন হয়েন। অতএব মাতা পিতার সেবা করা অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক হয়॥

ত্বমাদ্যে জগতাংমাতা পিতাব্রহ্ম পরাৎপরং।
যুবয়োরদিপ্রীতিঃস্যাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ॥

হে আদ্যে পরমেশ্বরি! তুমি সমস্ত জগতের মাতা ও পরাৎপর পরব্রহ্ম জগতের পিতা হয়েন। অতএব তোমাদিগের তৃপ্তি যাহাতে জন্মে তাহাহইতে গৃহিদিগের আর অন্য তপস্যার অধিকতা কি আছে? অর্থাৎ পিতা ও মাতার সেবাই গৃহিব্যক্তির পরম তপস্যা হয়॥

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজন মেবচ।
তত্তৎ সময় মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ॥

বসিবার কালে আসন, আহার করিবার কালে অপুর্ব্ব ভোজনীয় বস্তু, পানীয় সময়ে সুশীতল জলাদি, পরিধান সময়ে অপুর্ব্ব বস্ত্র, শয়ন করিবার কালে মৃদু স্পর্শশয্যা প্রস্তুত করিয়া, মাতা পিতার আজ্ঞা মত তাঁহাদিগকে তত্তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিবেক।

শ্রাবয়েন্ন তুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয় মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানু সারীস্যাৎ সপুত্র কুলপাবনঃ॥

সর্ব্বদা পিতাকে ও মাতাকে নম্রবাক্য শ্রবণ করাইবে কদাচ রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিবেক না। এবং সর্ব্বদা পিতা মাতার প্রিয়কার্য্যের সমাচারণ করিবে। সর্ব্বতঃ প্রকারে পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, এরূপ শীলবান যে পুত্র, সেই পুত্রই কুল পবিত্রের কারণ হয়॥

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ চাপল্যং বহুভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥

পিতা মাতার নিকট ঔদ্ধত রূপ প্রকাশ করিবে না, ও পরিহাস এবং চাপল্য পরিবর্জ্জন করিবে, পিতা মাতার অগ্রে মিথ্যাঘটিত বহু ভাষা প্রয়োগে নিরস্ত থাকিবে, অর্থাৎ সজ্জীকৃত করিয়া অসৎ বা মিথ্যা বাক্যের আবৃত্তি করিবেনা যদি আপনার হিতান্বেষী হয়।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ স সংভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥

মাতা বা পিতাকে দর্শন মাত্রে সংভ্রমের সহিত ভূমিগত শিরা হইয়া প্রণাম করণপূর্ব্বক উঠিয়া দণ্ডায়মান্ থাকিবে। তাঁহাদিগের আজ্ঞা বিনা উপবেশন করিবে না। এবং নিয়ত পিতার শাসনেই পুত্র সংস্থিত হইবেক।

বিদ্যাধন মদোন্মত্ত যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃ হেলনং।
সজাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যামদে বা ধনমদে উন্মত্ত হইয়া পিতাকে এবং মাতাকে অবহেলা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত রূপে নরকে যায়।

মাতরং পিতরং পুত্র দারান তিথি সোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥

মাতা ও পিতা ও পুত্রকন্যা, এবং পত্নী ও অতিথি আর সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নী, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ অর্থাৎ ভক্তাচ্ছাদন প্রদান না করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও আপনি ভোজন করিবেক না॥

বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যোভুঙ্‌ক্তে সোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥

গুরুগণকে এবং বন্ধুবান্ধবগণকে বঞ্চনা করিয়া কেবল আত্ম উদরম্ভর হইয়া আপনি মাত্র ভোজন করে, সেব্যক্তি ইহলোকে অতিশয় নিন্দিতরূপে অবস্থিতি করিয়া দেহাবসানে পরলোকে নরকভোগ মাত্র করে॥

গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যা মভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

গৃহস্থব্যক্তি পরম যত্নে পত্নীগণকে রক্ষা করিবে, এবং পুত্রগণকে বিদ্যা অভ্যাস করাইবে, আর স্বজন বন্ধুবান্ধব গণের ভরণ পোষণ করিবে, এই ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম হয়॥

জনন্যা সংধৃতো দেহো জনকেন প্রবর্দ্ধিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোধমো যো নতান্ ভবেৎ॥

মাতা কর্ত্তৃক সন্ধ্যার্য্য দেহ, ভূমিগত হইলে মাতা তাহার প্রতিপালন করেন, পিতা কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধিত হয়, স্বজনগণ কর্ত্তৃক হিত নীতিগুণাদি শিক্ষিত হয়, যে ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগের ভরণ পোষণ না করে, সেই অধম পুরুষরূপে খ্যাত হয়॥

এষামর্থে মহেশানি কৃত্বাকষ্টং শতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং যস্তু ধর্ম্মোহ্যেষ সনাতনঃ॥

হে মহেশ্বরি! এই সকল বন্ধুবান্ধব স্বজনগণের ভরণ পোষণার্থ শত শত প্রকার কষ্ট করিয়াও সর্ব্বদা তাহাদিগের

পরিপালন যে করে সেই ধার্ম্মিক, তাহারি এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়॥

সধন্যঃ পুরুষো লোকে সকৃতী পরমার্থ বিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যোভবে তান্ হি মানবঃ॥

সেই ধন্য পুরুষ, ইহলোকে সেই কৃতীপুরুষ, সেই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, সেই সত্যশীল, মানবরূপে পরিচিত হয়, যে ব্যক্তি উপরিউক্ত অবশ্য পোষ্যগণের নিয়ত পরিপালন করে॥

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎপালয়েৎ সদা।
নত্যজেদ্যোন বষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥

কদাপি পত্নীকে তাড়না করিবেক না, এবং মাতার ন্যায় সর্ব্বদা পরিপালন করিবেক, ঘোর কষ্টে থাকিলেও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবেক না, যদি সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যা হয় তবে নচেৎ নহে॥

স্থিতেষ্বস্বীয় দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং নসংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ ন্যথা নারকী ভবেৎ॥

স্বস্ত্রী বিদ্যমানা থাকাতে অন্যাস্ত্রীকে স্পর্শ মাত্রও করিবেক না, এবং দুষ্ট চিত্তে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ করিবেনা, যদি করে তবে নারকী হয়।

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়া মৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্ভার্য্যাং নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥

ধনদ্বারা, ও বস্ত্রদ্বারা, ও প্রেম ভাবদ্বারা, এবং শ্রদ্ধা সহকারে মিষ্ট ভাষণদ্বারা সর্ব্বদা পত্নিকে পরিতুষ্ট রাখিবে, কদাপি তাহাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিবেক না।

উৎসবে লোক যাত্রায়াং তীর্থেষন্য নিকেতনে।
নপত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রাদ্যাত্য বিবর্জ্জিতা ॥

লোক যাত্রার উপলক্ষে মহোৎসবে, এবং তীর্থযাত্রায় আর কুটুম্বতা রক্ষার্থ পরের বাটীতে পুত্র কি ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে না দিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একাকিনী স্ত্রীকে পাঠাইবেক না।

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টাভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বং ধর্ম্মং কৃতংতেন ভবতী প্রিয এবসঃ ॥

হে মহেশ্বরি? যে ব্যক্তির প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী পরিতুষ্টা থাকে, সেই ব্যক্তির সকল ধর্ম্মযাজন করা সিদ্ধ হয়, এবং সেই মনুষ্য তোমার ও অতিশয় প্রিয় হয়॥

বিজনে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণংচৈব স্ত্রিয়ৈশ্বর্য্যং নদর্শয়েৎ ॥

পরস্ত্রীর সহিত পণ্ডিতব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও বাস পরিত্যাগ করিবেক। এবং পরস্ত্রী সমক্ষে অযুক্ত বাক্য কহিবেক না, আর পর ভার্য্যাকে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইবেক না, যেহেতু তদ্দৃষ্টে তাহার দরিদ্র পতিপ্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া তাহার প্রতি মনের বেগ হইতে পারিবে, অর্থাৎ তাহাতে তাহার এবং আপনার উভয়েরই ধর্ম্ম নষ্ট হয় এই তাৎপর্য্য।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥

চারি বৎসর বয়স অবধি পুত্রদিগকে পিতা লালনপালন ক-

বিবে, অনন্তর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, তাড়নাদ্বারা গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা করাইবে, ॥

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরযেদ্গৃহ কর্ম্মসু।
ততস্তান্ তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥

বিংশতি বৎসরের অধিক বয়স হইলে পিতা পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্ম করণে প্রেরণ করিবেন, অনন্তর আত্মতুল্য জ্ঞানে আত্ম স্নেহ তাহাকে প্রদর্শন করাইবেন। যদি বশীভূত হয় নচেৎ নহে ॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনবস্ত্র সমন্বিতা ॥

কন্যাগণেরাও এই রূপ পালনীয়া, এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষণীয়া হয়, বিদ্বান বরপাত্র দেখিয়া ধনবস্ত্র সহিত প্রদান দান করিবে।

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস ভ্রাতৃ সুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাদি ভৃত্যাংশ্চ পালযেৎ তোষযেদ্গৃহী ॥

এ ঐরূপ ক্রমদ্বারা ভ্রাতৃগণ, ও ভগ্নীপুত্র কন্যাগণ ও জ্ঞাতীগণ এবং মিত্রগণ আর চিরভৃত্যগণকেও গৃহিব্যক্তি পরিপালনদ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবেক ॥

ততঃ স্বধর্ম্ম নিরতা নেকগ্রাম নিবাসিনঃ।
অভ্যাগতান্ দানীনান্ গৃহস্থঃ চরিপালযেৎ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া এক গ্রাম নিবাসি ব্যক্তি সকলকে দান মান পুরস্কারে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট রাখিবে, অর্থাৎ যথাযোগ্য সম্বন্ধানুসারে সম্ভাষণাদি করিবে। এবং

অভ্যাগত উদাসীন ব্যক্তিদিগকে অন্নপান স্থানাদি দানে পরিপালন করিবে, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না।

যদ্যেবং নাচরেল্লোকে গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপাপী লোক গর্হিতঃ॥

ইহলোকে বিভব সত্বে অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ যদি এরূপ আচরণ না করে, তবে সেই গৃহস্থকে পশু বলিয়া জানিও, সে সর্ব্বলোকে পাপী হয়, এবং সকলে তাহাকে নিন্দিত পুরুষ বলিয়া উক্ত করে।

নিদ্রালস্য দেহযত্নং কেশ বিন্যাস মেবচ।
আসক্তি মশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥

সদ্‌গৃহস্থ ব্যক্তি অতিশয় নিদ্রার বশ হইবে না, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধ্যর্থ অতিশয় যত্ন করিবে না। ও নিয়ত কেশ বিশ বিধান জন্য অতিশয় আগ্রহ হইবে না, এবং অতিশয় আহারে আসক্ত হইবে না, ও বসনাদির জন্য অতিরিক্ত যত্ন করিবে না।

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিত বাঙ্মিত মৈথুনঃ।
স্বচ্ছোনম্য শুচির্দ্দক্ষো যুক্তস্যাৎ সর্ব্ব কর্ম্মসু॥

লোক শাস্ত্র প্রশস্থ আহার করিবে, যথাবিহিত সময়ে নিদ্রা যাইবে, যথা যোগ্য বিধানানুসারে কার্য্যবিষয়ে বাক্য কহিবে অপরিমিত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। বিহি তানুসারে মৈথুনকার্য্য সম্পাদন করিবে, অবিহিত মৈথুন করিবে না, এবং সরল স্বভাব হইবে, ও নম্রশীল হইবে, সর্ব্বদা শুচি শৌচার বিশিষ্ট হইবে, এবং সকল কার্য্যেতে

নিপুণ হইবে। এরূপ গৃহস্থকে কেহ অবসন্ন করিতে পারে না।

স্থূরঃ শত্রৌ বিনীতস্স্যাদ্বান্ধবে গুরু সন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ন মন্যেত নাব মন্যেত মানিনঃ।।

শক্রর নিকট শূরতা প্রকাশ করিবে, বান্ধব সন্নিধানে এবং গুরুতর ব্যক্তি-সন্নিধানে বিনীতভাব প্রকাশ করিবে। নিন্দিত-ব্যক্তিমাত্রকে অবজ্ঞা করিবে, মানি-ব্যক্তিসকলকে সমাদর করিবে, কদাপি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।।

সৌহৃদং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ।।

গৃহি ব্যক্তিকে অতি সাবধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মনুষ্যদিগের মনোগতভাব, ও কিরূপ কাহার ব্যবহার, এবং কাহার কিপ্রবৃত্তি আর কাহার কিরূপ স্বভাব, ইহা তাহার সহিত সহবাস করিয়া তর্কবিতর্ক দ্বারা অগ্রে জানিবে পরে তাহাকে বিশ্বাস করিবে।

এবং দ্বেষ্টুঃ পরি ক্ষুদ্রাৎ স্বসময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়ে দাত্ম ভাবাংস্নৈব ধৈর্য্যং বিণং ঘয়েৎ।।

লঘুশক্র যদ্যপি আপনার উপর শক্রতা করে, তথাপি সহসা তাহাতে কোপিত হইবে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার সময়কে অবলোকন করিয়া, আপনার ভাব প্রকাশ করিবে, কিন্তু ধৈর্য্যসেতুর লঙ্ঘ করিবে না।

স্বীয়ংবাবশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতংশ্চয়ৎ।
কৃতং যদুপ কারয়ে ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।।

ধার্ম্মিক গৃহস্থব্যক্তি আপনার যশ ও আত্মপৌরুষ আপন সমুখে প্রকাশ করিবে না, আর গুপ্তকথা ও পরোপকারার্থ কৃতকার্য্য লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া কহিবে না, তাহাতে পরকালে ফল পায় না, ইহলোকেও জনসন্নিধানে অযশস্বী হয়, এবং যাহার উপকার করিয়াছে সেও কুণ্ঠিত হয় অর্থাৎ গুপ্তকথা ব্যতিরিক্ত এ সকল পরমুখে ব্যক্ত হওয়াই ভাল।

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্র মৈথুন ভৌষধং।
তপোদানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

আপনার পরমায়ু, ও আপনার ধন সঙ্খ্যা, ও গৃহের গুপ্ত দোষাশ্রিতা কথা, ও মন্ত্র, এবং মৈথুনক্রিয়া, ও ঔষধ, ও তপস্যা, ও দান, এবং আপনার অপমান, এই নয়কর্ম্মকে বুদ্ধিমান গৃহস্থ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। প্রকাশ হইলে অনেক হানি হয়।

অর্থাৎ আপনার পরমায়ু এত হইয়াছে, আমি অমুকসালে অমুক মাসে, অমুক দিনে, অমুকবারে, অমুক তিথিতে অমুক নক্ষত্রে জন্মিয়াছি ইহা বিশ্বাসি জন ব্যতীত সকলের নিকট গোপন করিবে, প্রকাশ হইলে নষ্টলোকে তাহার প্রতি অনেক প্রকার বিষয় ঘটিত কৃত্রিম কার্য্যাদির উদ্ভাবন করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন, অনিষ্টকারি-ব্যক্তিরা মারণোচ্চাটনাদি অভিচার কর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং আত্মপরমায়ু গোপ্তব্য হয়। আপনার ধন ইয়ৎসঙ্খ্যা আপনি লোকের নিকট প্রকাশ করিলে অনেক উৎপাত ঘটে: যদি ধন সঙ্খ্যা অধিক হয়, তবে তাহার প্রতি রাজার

এবং তস্করদিগের দৃষ্টি পড়ে, এবং প্রতিবাসী নষ্টলোকদি গের ঈর্ষা জন্মে, তাহারা তাহাকে হতশ্রী করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ চেষ্টা পায়, যদি অল্প সঞ্চয়ধন প্রকাশ হয়, তবে বাণিজ্যাদি কার্য্যে সম্মান রক্ষা পায় না, লোকে অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি তাহাকে দিতে সাহস পায় না, এবং প্রতিবাসি স্বল্প ধনী ও তাহার প্রতি স্পর্দ্ধা করে, অতএব আত্মধন গোপন করিবে, আপনার ঘরের দোষ আপনি প্রকাশ করিলে লোকের নিকট সর্ব্বদা অপমানিত হইতে হয়, মন্ত্র প্রকাশ করিলে বীর্য্যহানি হয়, তাহাতে মন্ত্রোক্ত ফল লাভ হয় না। মৈথুন-ক্রিয়া প্রকাশ হইলে লোকের নিকট গৌরব থাকে না ধৃষ্ট বলিয়া সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। ঔষধ প্রকাশ করিলে তাহাতে গুণ দর্শেনা, অর্থাৎ ঔষধমাত্রই পায় সামান্য বৃক্ষো দ্ভব, সুতরাং প্রকাশে লোকে তাচ্ছিল্য করে, অতএব আদরের অভাবে অবজ্ঞা জন্মে, অবজ্ঞায় ফল দর্শে না, বিশেষতঃ বৈদ্য ব্যক্তির জীবিকার ব্যাঘাৎ ও অসম্মান হয়, অন্যে শিক্ষা করিলে তাহাকে ডাকে না, আর অল্প মূল্যের বস্তু জানিতে পারিলে প্রভূত মূল্য দিতে সম্মত হয় না, দিলেও বিরক্ত হইয়া বৈদ্যকে প্রবঞ্চক বলে, সুতরাং ঔষধ গোপনীয় বস্তু হয়। তপস্যা করিয়া আপন মুখে প্রকাশ করিলে বিফল হয়, অর্থাৎ তাহার ফল ক্ষয় হইয়া যায়, এবং লোকেও ভণ্ড বলিয়া অনাদর করে, একারণ তপস্যাকে গোপন করিয়া রাখিবে, দান প্রকাশ করিয়া আপনি কহিলে দানের ফল নাশ পায়। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র দাতা বলিয়া খ্যাতি হইলে অ

নেক অর্থীরা সমাগত হইয়া নিয়ত বিরক্ত করে। তাহাতে সকলকে দিতে না পারিলে পরিণামে বদান্যতার বিশেষ হানি হইয়া যায়। কোন স্থানে অপমান হইলে অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে, সেই অপমান তাহার নিরন্তর জাগরূক থাকে, অতএব অপমানের কথা প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন।

জুগুপ্সিত প্রবৃত্তৌচ লিখিতোপি পরাজয়ঃ।
শ্রেষ্ঠো লঘুনা বাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥

নিন্দিত প্রবৃত্তিতে যদি কোন কুকার্য্য করা হয়, তাহাতে লিখিতানুসারে যদি পরাজয় হয়, শ্রেষ্ঠব্যক্তি সেই পরাজয় অপকৃষ্ট ব্যক্তি দ্বারা হইলেও যশস্বী ব্যক্তি আর তাহার সহিত বিবাদ করিবেক না।

বিদ্যাধন যশোধর্ম্মান যত্র মান মুপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চ সতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥

বিদ্যা আর ধন এবং ধর্ম্ম যেখানে মান বৃদ্ধি হয় সেই স্থানেই উপার্জ্জন করিবে, অপমানিত হইয়া উপার্জ্জন করিবে না। চিত্তের উদ্বেগ, ও অসৎসঙ্গ এবং নিরর্থ পরদ্রোহ পরিত্যাগ করিবে। ইহাই গৃহস্থাশ্রমে সংসাধনীয়, নতুবা অপদস্থ হইতে হয়॥

অবস্থানুগতাচেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তির স্বীয় অবস্থানুসারে চেষ্টা করিলেই সফল হয়, এবং সময়ানুসারে ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, যেহেতু চেষ্টা আর ক্রিয়া এই দুই অবস্থার ও সময়ের অনুগতা হয়, একা-

রণ অগ্রে আপনার অবস্থা ও সময়কে অবলোকন করিয়া কর্ম্ম সমাচরণ করিবে। দেখুন, হীনাবস্থার কালে প্রবীন কর্ম্মের চেষ্টা করিলে অপচয় ভিন্ন উপচয় হয় না, আপনার সম্পন্ন সময় ভিন্ন ক্রিয়াদি বাহুল্যরূপে সম্পাদন করিতে গেলে ঋণী হইতে হয়, সেই ঋণ জন্য অত্যন্ত আক্রান্ত ও অপমানিত হইতে হয়।

যোগক্ষেম বতোদক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্মিত হাস্যঃ স্যাম্মানাগ্রেষু বিশেষতঃ॥

সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ হইবে, এবং নিয়ত কর্ম্মে রত থাকিবে, ধার্ম্মিক ও বন্ধু বান্ধবের প্রিয় হইবে। বিশেষতঃ মান্য লোকের সম্মুখে পরিমিত হাস্য করিবে, এবং পরিমিত বাক্য কহিবে, উদ্ধতরূপে কথা কহা বা হাস্য কদাচ করিবে না॥

সত্যং মৃদুপ্রিয়ং ধীরো বাক্যংহিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথানিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সত্য অথচ প্রিয় এবং মৃদু ও হিতকর বাক্য কহিবে, সর্ব্বত্র ধীরতা প্রকাশ করিবে, আপনার প্রশংসা ও পরের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে।

জলাশয়শ্চ বৃক্ষশ্চ বিশ্রাম গৃহ মধ্বনি।
সেতু প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যে গৃহস্থ নিরূপক স্থানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে, এবং বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, ও পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রাম হেতু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় ও নদ নদী সন্তরণার্থে সেতু বন্ধন করে, সেই গৃহস্থ ব্যক্তি লোকত্রয় জিত হয়, অর্থাৎ গৃহধর্ম্মে এই সকল

কর্ম্মই কর্ত্তব্য, সাধ্যানুসারে না করায় হীনতা ব্যতীত উত্তমতা লাভ হইতে পারে না।

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশোলোকা স্তস্য লোকত্রয়ং জিতং॥

যাহার পিতা ও মাতা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং আত্মীয় পরিবারাদি সুহৃৎজনগণেরা অনুরক্ত থাকে, সর্ব্বলোকে যাহার যশোগান করে, তৎকর্ম্ম দ্বারা সেই গৃহস্থের ত্রিলোক জয় হয়।

সত্য মেবব্রতং যস্য দয়াদীনেষু সর্ব্বদা।
কাম ক্রোধৌ যস্য বশ্যৌ তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যে গৃহস্থ সত্যব্রত হয় অর্থাৎ সত্যবাদী হয় দীন ব্যক্তিতে নিয়ত দয়া থাকে, এবং কাম ক্রোধ এই ইন্দ্রিয়দ্বয় যাহার বশীভূত হয়, সেই গৃহস্থ তৎকর্ম্ম দ্বারা ত্রিলোক জিত হয়।

নমিথ্যাভাষণং নান্যং নচাসাধ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথি পূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি কোন মতে মিথ্যা কথা কহিবে না, যথাবিধি বিধানের ও অনুসারে প্রয়োজনমত মিথ্যা কহিতে পারে, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি, এবং সাধ্যাতিরিক্ত কোন কর্ম্মই মনুষ্যের করণীয় নহে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই পিতৃ দেবার্চ্চন ও অতিথি সেবায় গৃহস্থ ব্যক্তি রত থাকিবেক।

উৎসবে ব্যসনেচৈব বিত্তার্থে প্রাণ সঙ্কটে।
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থেচ না নৃতংস্যাৎ জুগুপ্সিতং॥ মনু॥

বিবাহাদি উৎসব কালে, এবং দুঃখাপন্ন সময়ে, নিরর্থ

আত্মধন নাশ সময়ে, প্রাণসঙ্কট উপস্থিতকালে ও ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে ও গো রক্ষার্থে কদাচিৎ মিথ্যা কহিলে তাদৃক্ নিন্দনীয় হয় না। অর্থাৎ এ সকল কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে করণীয়তা আছে, সুতরাং এ মিথ্যাকে মিথ্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই।

কারণ, প্রাজাপত্য কর্ম্ম বিবাহ, তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ বর কৌলিন্যাদি কোন দোষ থাকে যথার্থ কহিলে সে বিবাহ ভঙ্গ হয়, অতএব অযথার্থ প্রশংসা করিবে, যে হেতু বিবাহ কর্ম্ম এস্থলে গুরুতর হয়, আপনার শত্রু কর্ত্তৃক বিপৎকাল উপস্থিতে আক্ষেপ পূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য কহিয়া শত্রু নিবারণ করায় মিথ্যাবাদী হয় না। আত্মধন বঞ্চনা করিয়া লইতে যদি কেহ উপায় করে, তবে তাহার সেই উপায় ভঙ্গ জন্য যদি মিথ্যা কহে, তবে তাহার মিথ্যা বাক্য কথন জন্য দোষ স্পর্শ হয় না, কিন্তু সে যদি অন্যায়পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় না করিয়া থাকে। আত্ম প্রাণ বিযোগ ব্যাপার উপস্থিতে মিথ্যা কহিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার উপায় থাকিলে মিথ্যা কহিবে, যে হেতু এস্থলে প্রাণ রক্ষা করাই গুরুতর কর্ম্ম হয়, আর্থাৎ দেহ রক্ষা না হইলে আর কোন ধর্ম্মই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে ও গোরক্ষার্থে মিথ্যা কহিবে, কেন না এই দুই কর্ম্ম গুরুতর, সুতরাং এস্থলে মিথ্যাবাক্যও সত্যের ন্যায় ফলপ্রদ হয়।—যেমন "মাহিংসী সর্ব্বভূতানীতি" বেদবাক্যে হিংসার বর্জ্জন করিবেঃ কিন্তু বিনাহিংসায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য যজ্ঞাদির প্রয়োজন বিধায়হিংসা করিতেও বেদের আজ্ঞা আছে।

যথা (যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।,
অতস্তাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনার্থে পশু সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব পশুকে ঘাতন করিবে, সেই বধ অবধের ন্যায় হয়, সুতরাং এপ্রমাণে হিংসা করিয়াও অহিংসাধর্ম্ম রক্ষা পায়। যজ্ঞ অনেক বিধ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি, সুতরাং দেবপূজায় পিতৃ পূজায়, মানব ভোজনার্থে হিংসা করিতে পারে, এবং যাজ্ঞবল্ক্যও কহিয়াছেন যথা "দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন মাংসং ন দোষ ভাক্ ইতি, দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিয়া মাংস ভোজনে দোষভাগী হয় না। সেইরূপ প্রয়োজনমতে মিথ্যা কহিলেও সে মিথ্যা মিথ্যা নহে। গৃহস্থধর্ম্মে যেমন দেবপূজার ও পিতৃ পূজার আবশ্যক, তেমনি অতিথিসেবার গৌরব আছে, অতিথিসেবা সাধ্যানুসারে করিবে, না করিলে মহানরক হয়, এবং ইহলোকেও কৃপণ বলিয়া সর্ব্বজনে ঘৃণা করিয়া থাকে, এ বিধায় গৃহস্থ ব্যক্তি সকলকে অতিথিকে অন্ন দেওয়া বিধেয় হয়।

অতিথিঃ পূজিতোযেন বিশ্বঞ্চতেন পূজিতং।
অতিথি র্যস্য তুষ্টোহি তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ং॥

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিথি পূজিত হয়, তৎকর্ত্তৃক এই বিশ্বই পরিপূজিত হইল জানিবে। যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হয়, তাহার প্রতি স্বয়ং নারায়ণ পরিতুষ্ট হয়েন, অতএব সর্ব্বতোভাবে অতিথির সেবা করা গৃহস্থের উচিত কর্ম্ম হয়, বিশেষতঃ ইহার পর ধর্ম্মও আর নাই।

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

প্রলম্বঘ্ন মূর্ত্তি।

অথবা কুণ্ডলী ভূত মৃত্যুমাঙ্গ সমন্বিতঃ।
শেষ মূর্ত্তিস্তু ভগবান্ রক্তবর্ণ সমন্বিতঃ।
প্রলম্বঘ্ন ইতিখ্যাতঃ পূজিতো মৃত্যু দায়কঃ ॥ ১ ॥ ইতি।
ব্রহ্মাণ্ডে।

অথবা যে চক্রের মস্তকে কুণ্ডলী ভূত চিহ্ন থাকে শেষ মূর্ত্তি হন, যদি এই শেষ মূর্ত্তি রক্ত বর্ণ সমন্বিত হন, তবে তাঁহাকে প্রলম্বঘ্ন মূর্ত্তি বলা যাইবেক, ইনি পূজিত হইয়া পূজকের মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু রক্তবর্ণ না হইলে, শেষ মূর্ত্তি বলাযায়-তদর্চ্চনে দুষ্টফলের উদয় হয় না ॥ ১ ॥

সূর্য্যমূর্ত্তি শিলা।

বাহ্যে বা ভ্যন্তরে বাপি চক্র দ্বাদশ সংযুতা।
সূর্য্যমূর্ত্তি রিতি খ্যাতা সর্ব্বব্যাধি বিনাশিনী ॥ ১ ॥

বাহিরে বা গহ্বরমধ্যে যদি দ্বাদশ চক্র সংযুক্ত হয়, তবে সেই শিলাকে সূর্য্যমূর্ত্তি শিলা বলিয়া খ্যাত করা যায়, এই শিলাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়, যেহেতু ইহার নাম সর্ব্বব্যাধি বিনাশিনী হয় ॥ ১ ॥

বিষ্ণু পঞ্জর শিলা।

বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পংক্তীভূতাশ্চ সর্ব্বতঃ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণু পঞ্জর সংজ্ঞিতা ॥ ১ ॥

বজ্রকীট কর্ত্তৃক কল্পিত রেখা পাঁতি যে শালগ্রামশিলাতে থাকে, দুইচক্র বর্ত্তুল কৃষ্ণবর্ণ, সে শিলার বিষ্ণু পঞ্জর সংজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সমকুলার অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ংস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৬ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৪৮ সংখ্যা. শকাব্দা ১৭৮৩ সন ১২৬৮ সাল ৩০ চৈত্র।

পরিভাবনীয় বিষয়।

মনুজ বর্গের সর্ব্বদাই চিন্তাকরা উচিত, যে জগদীশ্বর আমাদিগকে বিশ্বরাজ্যের প্রজারূপে সৃজন করিয়াছেন, অতএব সেই অনাদি নিধন জগৎপিতাকে নিরন্তর হৃদয়মন্দিরে জাগরূক রূপে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করা আমাদেরউচিত হয়, তিনি আমাদিগকে হস্ত পাদ শির নাসিকা চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়

সম্পদ প্রদানে সর্ব্বপ্রকার সৌষ্টবান্বিত করিয়াছেন। আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রাজরূপ বহুরক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং ভক্ষ্যোপযোগি শালি গোধূম যবব্রীহী প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্যোৎপাদন করিয়াছেন। সেই কমনীয় পরমপুরুষের এই সংশোচনীয় রমণীয় কার্য্যের কারণজ্ঞ হইতে পারিলে মনুষ্যদিগের চিত্ত নিরন্তর তাঁহারি অপরিসীম করুণা বরুণালয় সলিলে ভাসমান হয়, যদি ও তিনি ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ব্যাহ্যোপকরণ সহায় বিনা ও ইচ্ছামাত্র বিশ্বকার্য্যের সম্পাদন করিতে পারেন, তথাপি তাহা না করিয়া বহু গৌরব দ্বারা এই বিশ্বসর্জ্জন কার্য্যের সম্পাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বশক্তি প্রবেশন দ্বারা পরস্পর জীবনিকায়কে এক এক বিষয়ে সর্জ্জন কর্ত্তা করিয়াছেন ইহার নাম প্রতিসর্গ। অন্যান্য জীবের কথা সকলের অনুধাবন হয় কি না বলিতে পারি না? কিন্তু মানবজীবের উৎপত্তি বিষয়ের আলোচনা করিলে সেই বিচিত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বরকে যাবজ্জীবন ধন্যবাদ দিতে ক্ষান্ত থাকা যায় না। জগজ্জনক জগদীশ্বর শোণিত শুক্রাত্মক দেহের উৎপাদক তিনিই বটেন, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনার্থ কর্ম্মের বিস্তর গৌরব রাখিয়াছেন, "যথা মাতাকর্ম্ম পিতাকর্ম্ম কর্ম্ম হি পরমো গুরু রিতি।" জীবের কর্ম্মই, মাতা কর্ম্মই পিতা, কর্ম্মই পরম গুরু হয়েন। সুতরাং কর্ম্মায়ত্ত দেহ, দ্রষ্টামাত্র পরমেশ্বর, কর্ম্মক্ষয়েই মুক্তি, কিন্তু ভোগ বিনা কর্ম্ম না হয় না, এবং কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে নরক হয়, অর্থাৎ কর্ম্মফলে উদ্ভিদাদি জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, যথা তত্ত্বসারে।

দেবত্ব মথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।
ক্রমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়ন্তেচ স্বকর্ম্মভিঃ ॥

মনুষ্য মাত্র কর্ম্মের বশ; সদসৎ কর্ম্মের সম্পাদন করিতে কেবল মনুষ্যমাত্রেই সক্ষম, অন্য জীবের প্রতি সে ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, অর্থাৎ গোমহিষ বরাহ শৃগাল কুক্কুরাদির প্রতি এরূপ বিধি নাই যে তাহারা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণ, সন্ধ্যা বন্দন যাগ যজ্ঞ ব্রত উপাস করিবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য হবিষ্যাহার তীর্থ দর্শনাদি বৈধ কর্ম্মের বিধি, পশু পক্ষ্যাদির প্রতি কি আছে? কেবল মনুষ্যেরাই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মফলে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব, পক্ষিত্ব, তথা ক্রমিত্ব, স্থাবরত্ব প্রাপ্তি হয়, কর্ম্মের কি অপরিমিত ক্ষমতা? কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, কর্ম্মের কি অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্ম্মের কি মনোহর লাবণ্য, শুদ্ধ কর্ম্মগুণে জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। আদৌ সদসৎ কর্ম্মের মধ্যে অসৎ কর্ম্ম সম্পাদনীয় অসৎফলে অসৎযোনি অর্থাৎ স্থাবরত্ব প্রাপ্তির বিষয় লিখিতেছি। যথা

পাপাত্মা পিতৃদৌহিত্র মাতৃদ্বেষীচ যূথিকা।
পুত্রদ্বেষীতু বরুণং কন্যাদ্বেষীচ বাসকঃ ॥

যে পাপাত্মা পিতা মাতা ও দৌহিত্র দ্বেষকরে, সে যূথিকা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়। আর পুত্র বিদ্বেষকারী বরুণ বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করে, এবং কন্যাদ্বেষী ব্যক্তি বাসক বৃক্ষ হয়।

ভূহর্ত্তা কোদ্রবোজাত স্ত্রীথ দ্বেষীচ চম্পকঃ।
ভার্য্যায়াঃ কেশ নির্দ্দাপে দূর্ব্বাভবতি ভূতলে ॥

ভূমি হরণ করিলে কোদ্রব নামে বিশেষ তৃণজন্ম হয়। তীর্থ দ্বেষ করিলে চম্পক তরু হয়, নির্দ্দোষে স্বভার্য্যার কেশ মুণ্ডন করিয়া দিলে পৃথিবীতে দূর্ব্বাতৃণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে।

গোলোম দাহী তু কৃশো ব্রহ্মদ্বেষীবকোভবেৎ।
ভার্য্যাদ্বেষী কুরুবকো মিষ্টভুক্ তিন্তিড়ী ভবেৎ॥

গোলোম দাহ কৃৎ মনুষ্য দেহাবসানে কৃশ নামক বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিলে বক বৃক্ষ, স্বভার্য্যা দ্বেষে কুরুবক, ও সকলকে বঞ্চনা করিয়া একা মিষ্টান্ন ভোজন করিলে তিন্তিড়ী বৃক্ষ হয়॥

তাম্রহর্ত্তাতু পনসো মহীহর্ত্তা তথার্জ্জুনঃ।
পবস্ত্রী হরণেচৈব বহুলো ভবতি ধ্রুবং॥

তাম্র চৌর্য্য করণে, পনসতরু, ভূমিহরণে অর্জ্জুনতরু, পরস্ত্রী হরণে বহুলতরু, অর্থাৎ বৌলবৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়॥

গুরুদ্বেষী সামতকঃ শ্বশ্রূদ্বেষী জয়ন্তিকা।
মাতুঃ কলহ সংযুক্ত শ্চোর বৃক্ষঃ প্রজায়তে॥

গুরু বিদ্বেষে সোমাখ্য বৃক্ষ, শাশুড়ীর প্রতিদ্বেষ করিলে জয়ন্তী বৃক্ষ, মাতার সহিত সর্ব্বদা কলহে সংযুক্ত হইলে চোর বৃক্ষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

স্বামিনা কলহে নারী ব্রহ্মাখ্যো জায়তে তরুঃ।
দ্বিভার্য্য শ্চৈক দ্বেষী স্যাৎ চণ্ডালো জায়তে হিসঃ॥

স্বামীর সহিত কলহ কারিণী কামিনী দেহান্তে ব্রাহ্মণহাটী বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তির দুই অবধি অনেক ভার্য্যা থাকে, তাহার মধ্যে একের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া অন্যের সহিত বিদ্বেষ ভাব প্রকাশকরে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল

বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই চণ্ডাল বৃক্ষ পদে বনচাঁড়ালী খ্যাত বৃক্ষ বিশেষঃ।

ভার্য্যায়া বঞ্চকশ্চৈব জায়তে করমর্দ্দকঃ।
বিভক্ত ধনহারীত্বং সনীপো ভবতি ধ্রুবং॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীকে বঞ্চনা করে, সে করমর্দ্দক অর্থাৎ পাণি আমলা বৃক্ষ হইয়া জন্মে। বিভাগের ধন হরণ যে করে, সে কদম্ব বৃক্ষ হয়॥

শস্যাপহারী ভেরণ্ডো যজ্ঞ দ্বেষী ধবোভবেৎ।
পরস্বহারীতু-নবঃ স্নুহী সংজায়তে ধ্রুবং॥

পরশস্য অপহরণ কারীনর ত্রবণ্ড বৃক্ষ হয়, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বেষ করিলে ধব বৃক্ষ হয়, এবং পরস্ব হরণ করিলে স্নুহী বৃক্ষ অর্থাৎ মনসা তরুরূপে জন্মগ্রহণ করে॥

সূচকো বাসক শ্চাপি রাজ গামিনি পৈশুনে।
রামাখ্যো বাসকোজ্ঞাতঃ কুদ্দাল শ্চৌর বৃত্তিকঃ॥

পরানিষ্ট সূচক ব্যক্তি বাসকতরু, এবং সর্ব্বদান গ্রাহী ও খলতা কারক ব্যক্তি রাম বাসক বৃক্ষ হইয়া জন্মে। আর চৌর্য্য বৃত্ত্যুপজীবি ব্যক্তি কুদ্দাল বৃক্ষ অর্থাৎ কুদালে গাছ হইয়া জন্মে।

তৈলহর্ত্তা তিলতকঃ শর্ষপঃ ফল দূষকঃ।
পরপুরুষ গামিনী কোদ্রবোভবতি ধ্রুবং॥

তৈল চুরী করিলে তিলতরু, ফল দূষক ব্যক্তি শর্ষপ তরু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পর পুরুষ গামিনী স্ত্রী কোদ্রব বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়॥

মৎস্য দ্বেষী পিচু বৃক্ষঃ পর্ব্বগামী শিবামদঃ।
দিবা মৈথুনিনো ভদ্রে ধট বৃক্ষো বিজায়তে॥

নিরর্থ মৎস্যহন্তা পিচু বৃক্ষ হয়, আর পঞ্চপর্ব্বে রতিক্রিয়া যে করে সে শৃগাল কণ্টক বৃক্ষ হইয়া জন্মে, দিবসে মৈথুন করিলে পর জন্মান্তরে কার্পাস বৃক্ষ হয়।

শ্বশুরঘ্নো নারিকেলঃ শ্বশ্রুহন্তা লতা ভবেৎ।
সপত্নী পুত্র দ্বেষীস্যা দ্ধুস্তুরো জায়তে ভুবি॥

শ্বশুর বিদ্বেষে নারিকেল বৃক্ষ, আর শাশুড়ীর দ্বেষ করিলে কণ্টক লতা হয়। সপত্নীর পুত্রকে দ্বেষ করিলে ধুস্তুর বৃক্ষ হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

ভূত দ্বেষী দেবদারু ভেরুকঃ শিশু নিন্দকঃ।
আম্লানশীলো বন্ধুকঃ সন্ধ্যাহীনোজড়ো ভবেৎ॥

প্রাণী মাত্রের বিদ্বেষ যে করে, সে দেবদারুতরু হয়, আর শিশু দিগকে যে সর্ব্বদা ঘৃণা করে সে ভেরুক অর্থাৎ জামাল গোটা, প্রাকৃত লোকে যাঁহাকে বাঘাভেরাণ্ডা বলে, সেই বৃক্ষ হয়। মলিনশীল সন্ধ্যাবন্দন হীন ব্যক্তি জল মধ্যে মলিন বন্ধুক হইয়া জন্মে॥

ভল্লাতকো জ্ঞান হর্ত্তা অযাজ্য যাজকোবরিঃ।
অসৎ প্রতি গৃহীতাচ অটসারো ভবেৎ ধ্রুবং॥

পর জ্ঞান বিলোপ কর্ত্তা ব্যক্তি ভল্লাতক অর্থাৎ ভেলা বৃক্ষ হয়। অযাজ্য ব্যক্তিকে যে যাজন করে, সে বাবলা বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়। অসতের দান গ্রহণ করিলে অটসার বৃক্ষ হয়, প্রাকৃত লোকে যাহাকে আড়স্ গাছ বলে॥

দেবদাস্যস্ত হরণে কর্ণিকারো বিজায়তে।
জলে নিস্তার জাদেব অশোকো জায়তে ভবি॥

দেবালয়ের পরিচর্য্যা করে যে সকল স্ত্রী দাসীরূপে নিযুক্তা তাহাদিগের সহিত রতিক্রিয়া করিলে কর্ণিকার বৃক্ষ হয়। আর জল মধ্যে রতি কার্য্য সম্পাদন করিলে পৃথিবীতে অশোক বৃক্ষ হইয়া জন্মে।।

দেবালয় তড়াগাদি ভেদকো ধাতকী ভবেৎ।
গৃহদ্বেষীতু জীবন্তী ব্রহ্মহানল এবহি।।

দেবালয় ও তড়াগাদি ও পুষ্করণী সরোবর প্রভৃতির বিলোপকর্ত্তা ধাতকী বৃক্ষ হয়। গৃহবিচ্ছেদকারী জিয়া পুতা বৃক্ষ, ব্রহ্ম দ্বেষী চিতা বৃক্ষ হয়।।

যোনি ভেদীতু কদলী কামহর্ত্তা ময়ূরকঃ।
শিব দ্বেষীচ বদরো মন্ত্র দ্বেষী জবা ভবেৎ।।

বল পূর্ব্বক অক্ষত যোনি ভেদ যে করে সে কদলী বৃক্ষ হয়, স্ত্রী পুরুষে সংশক্ত আছে তাহার রতিক্রিয়া ভঙ্গকারক ব্যক্তি ময়ূরীক নামে বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়। আর শিবনিন্দক বদরী বৃক্ষ, মন্ত্রনিন্দক ব্যক্তি জবা বৃক্ষ হইয়া জন্মে।।

ইত্যাদি পাপভেদেতু শতশোথ সহস্রশঃ।
স্থাবরত্বং গমিষ্যন্তি সর্ব্বাবস্থা সু সর্ব্বদা।।

এইরূপ পাপ ভেদে শত শত সহস্র সহস্র বৃক্ষ রূপে পৃথিবীতে সকল অবস্থাতে নিয়ত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু মনুষ্য দিগের মনে একবারও ইহা ধারণা হয় না যে পরমেশ্বর কর্ম্ম গৌরবেই এই বিশ্বস্থ তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, ও করিতেছেন, এবং করিবেন। সেই অদ্ভুত চরিত্র অদ্ভত কর্ম্মা অদ্ভত শক্তিমান পরমেশ্বরের কোন

কার্য্যেরই ইয়ত্তা হয় না, এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যেকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করা যায়, তাহাতেই নিস্পন্দ জড়বৎ হইয়া থাকিতে হয়। অতএব সেই অনাদি নিধন বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা বিশ্বহর্ত্তাকে নিয়ত হৃদয়াগারে জাগরূক্ রাখা, ইহাই আমাদিগের পরম কার্য্য হয়॥

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! দুর্গা দেবী দশভুজা দশদিক্ পালের অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তদ্দৃষ্টে আপনি তাঁহার বিরাট রূপ বর্ণনা করিলেন, কেবল বর্ণনাও নহে সঙ্গতও হইতে পারে? কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে সমস্ত দেবতাদিগের তেজে উৎপন্না হইয়াছেন, সেই তেজকে আপনি দেবতাদিগের ক্ষমতা কহিতেছেন, ফলে তেজঃশব্দে ক্ষমতাই বোধ হয়। এক্ষণে তাঁহার বিরাটরূপের কথা মহিষাসুর যুদ্ধে কোন স্থানে বর্ণন আছে?

পরম হংসের উত্তর। রে বৎস! ব্রহ্মরূপা দুর্গা, সকলের তেজঃস্বরূপা, অমূর্ত্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া কৃপাপ্রকাশে আপনার স্বরূপতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। সমস্ত দেবতার তেজোরাশি সমুদ্ভবা প্রকৃতিকে দেখিয়া মহিষ কর্ত্তৃক পীড়িত অমরগণেরা পরম হর্ষযুক্ত হইলেন, যথা "তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুর মরা মহিষার্দ্দিতা ইত্যাদি" পূর্ব্বোৎপন্ন মৃত্যুরূপ মহিষ কর্ত্তৃক পীড়িত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণেরা পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ সুপ্রসন্ন হইলেন। তত্ত্বজ্ঞানীর

ইন্দ্রিয় সংযমে বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞান শক্তিবলে যোগ প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিব এই আশয়ে ইন্দ্রিয় সকল প্রফুল্লিত হইল, এই মাত্র ইহার তাৎপর্য্য হয়। ত্রিলোক ব্যাপিনী যে জ্ঞানশক্তি, তাহা ঐ সর্ব্ব দেবতার তেজোরাশি সমুদ্ভবা দুর্গারূপ বলাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যথা "পাদাক্রান্তা নত ভুবং কিরীটো ল্লিখিতাম্বরা মিতি" পাদদ্বয়ে আক্রান্তা ধরণী, অম্বর স্বর্গ মস্তক সংলগ্ন, সুতরাং বিরাট রূপা শক্তি, স্বর্গমর্ত্ত্যাদি ত্রিলোক ব্যাপিনী, তদ্রূপেই সমস্ত লোক কল্পিত হইয়াছে, পুরাণ তন্ত্রাদিতেও বিরাট রূপের এইরূপ সংস্থা সংগত করিয়াছেন। যথা "ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা;" পাদদ্বয়ে ভূর্লোক কল্পিত, অন্তরীক্ষ লোক নাভি মণ্ডলে, মস্তকে স্বর্গলোক কল্পিত হইয়াছে। ইত্যভিপ্রায়ে দুর্গারূপা জ্ঞান শক্তি ত্রিলোক ব্যাপিনী ব্রহ্মস্বরূপা, তাঁহাতে সকল উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি, তাঁহাতেই প্রলয়ে লয় হইতেছে, তাঁহার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে সাধকের অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ আর জনন মরণ যন্ত্রণার অনুভব করিতে হয় না। মৃত্যুর গণ রোগাদি, ইহারা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান শক্তির প্রবল ভাবে নিতান্ত নিষ্প্রভ হয়, যদ্রূপ মহিষের দলবল বিড়াক্ষ বাস্কল চামর অসিলোমা ইত্যাদি, অর্থাৎ মহিষ মৃত্যু, ইহারা রোগ, যে বিড়ালাক্ষ সেই কামল, যে বাস্কল সেই অপস্মার, যে চামর সেই হৃদ্রোগ, যে অসিলোমা সেই অর্দ্দিত ইত্যাদি রোগের লক্ষণ, এই

সকল মহিষ সেনাপতির কার্য্যদৃষ্টে স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে, বিড়ালাক্ষের রূপ হিরণ্য বর্ণ, তাহার বর্ণ পীত, তৎ প্রভাতে সমস্ত সংগ্রাম স্থল পীতাভ হইয়া ছিল, একারণ তাহাকে কামল বলা যায়, বাস্কল অতি ভয়ঙ্কর, তাহাকে দেখিলেই দেবগণ মুর্চ্ছিত হয়, বাস্কলের পাণ্ডুবর্ণ, সুতরাং অপস্মারী ব্যক্তির সম্যক্ রক্তের শোষণ হইলে গাত্র পাণ্ডুবর্ণ হয় এজন্য বাস্কলকে অপস্মার বলা হইয়াছে। চামর অতি ভয়ঙ্কর, চামর প্রতাপে দেবতাদিগের হৃৎকম্প হয়, সর্ব্বদাই ভ্রম মোহাদি জন্মে তাহার আঘাতে রক্ত বমন করে, অতএব চামরকে হৃদ্রোগের রূপ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অসিলোমা অসুর এমন ভয়ঙ্কর, যে যাহাকে দর্শন করিলে দেবতাদিগের সহসা কম্পোপস্থিত হইয়া থাকে, এবং আলোম পর্য্যন্ত অসিঘাত ন্যায় জ্বালাব্যাপ্ত হয়, অর্দ্দিত বায়ুরও ক্ষমতাতে সহসা শরীর কম্পিত হয়, ও লোমকূপ দিয়া জ্বালা বাহির হয়, কখন বা অসিঘাত ন্যায় শোণিত স্রব হইয়া থাকে, এবং ক্রমে এক এক অঙ্গের পতন হয়, সুতরাং অর্দ্দিত রোগের রূপ অসিলোমা নামে অসুর, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞান প্রভাবে এ সকল রোগই পরাস্ত হয়, যেহেতু তত্ত্বসাধকের শরীরে রোগোদয় হয় না, এখানেও জ্ঞানরূপা দুর্গা ঐ সকল অসুরদলকে অবহেলে বিনিপাত করিয়াছেন। অতএব বৎস জ্ঞানাভিমানিন্। তুমি এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিহ না, এই সমস্ত সগুণ বিষয় রূপক রূপে বর্ণনা মাত্র, ফলে পরমাত্ম তত্ত্বোপদেশ ভিন্ন অন্যকথাই

নাই, কষায়ী কর্ম্ম তপ জপ যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত সুসমাহিত হয় নাই, উপদেশ করিলেও তাঁহারা এতদ্বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না, যাহারা নিয়ত রাজস ও তামস কর্ম্মে রত থাকিয়া তদ্রূপ আহার ব্যবহার করে, তাহারদিগের চিত্তে যদি ভগবৎ স্বরূপ তত্ত্ব অনায়াসে বোধ হইবে? তবে নির্ম্মল সত্ত্বগুণের গৌরব আর কি থাকিল? মনুষ্যের যেমন যেমন বুদ্ধির পরিপাক হইবে তেমনই তাহাদিগের চিত্তে পরমেশ্বরের স্বরূপ ভাবের উদয় হইতে থাকিবে, বিনা জ্ঞানোপযোগি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরমাত্ম তত্ত্ব জ্ঞান কখনই উদয় হইতে পারে না।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থ ধর্ম্মে সংস্থিত ব্যক্তির অতিথি সেবা করা অত্যন্ত আবশ্যক, নতুবা সমস্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। যথা নারদ পঞ্চ রাত্রাদিষু।

অধিষ্ঠাতা তিথির্গেহে সন্তুতং সর্ব্বদেবতাঃ।
তীর্থানেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানিচ ব্রতানিচ॥ ইতি।

যে গৃহস্থের গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান, তাহার গৃহে সমস্ত দেবতার ও সমস্ত তীর্থের, ও সমস্ত পুণ্য ও সমস্ত ব্রতাদির অধিষ্ঠান হয়।

তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মাচ।
অপূজিতৈ রতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তিতে॥

অতিথি বৈমুখ হইলে গৃহস্থদিগের তপো যজ্ঞ সত্য শীলতা

ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকল সেই অপূজিত অতিথির সহিত প্রস্থান করে ॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহান্ প্রতি নিবর্ত্ততে।
সদত্বা দুষ্কৃতং সর্ব্বং পুণ্য মাদায় গচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তির গৃহ হইতে নিরাশা হইয়া অতিথি ফিরিয়া যায়, সেই ভগ্নাশ অতিথি স্বকৃত দুষ্কৃত সকল ঐ গৃহস্থকে প্রদান করতঃ গৃহস্থের সকল পুণ্য লইয়া গমন করে।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
পিতর স্তস্য দেবাশ্চ পুণ্য ধর্ম্ম হুতাশনাঃ।
যশঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাপীষ্ট দেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতি গচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা পাপঞ্চ পুরুষং ॥

নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে অতিথি প্রতিনিবর্ত্ত হয়, সেই ব্যক্তির পিতৃগণ ও দেবগণ ও পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাগ্নি যশঃকীর্ত্তি, লক্ষ্মী এবং ইষ্টদেব, গুরু ইঁহারা সকলেই অতিথির সহিত নিরাশা হইয়া ঐ পাপপুরুষ গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥

স্ত্রীঘ্নৈ র্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈ গুরুতল্পগৈঃ।
বিশ্বাস ঘাতিভি র্দুষ্টৈ র্মিত্র দ্রোহিভি রেবচ ॥
সত্যঘ্নৈশ্চ ধর্ম্মঘ্নৈশ্চ কীর্ত্তিঘ্নৈঃ পাপিভি স্তথা।
তুল্যদোষো ভবত্যেভি র্যস্যাতিথি রনর্চ্চিতঃ ॥

যে গৃহস্থ অতিথির অর্চ্চনা না করে, সেই গৃহস্থ স্ত্রীহত্যা গোহত্যা কৃৎ পুরুষের, ও কৃতঘ্ন ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুভার্য্যাপহারী দুষ্ট বিশ্বাস ঘাতক, মিত্র দ্রোহী, সত্যাপহারক স্বধর্ম্মত্যাগী,

পরকীর্ত্তিলোপী, ইত্যাদি পাপীদিগের সহিত তুল্য পাতকী হয়।

কন্যা বিক্রয়িভিশ্চৈব দেবলৈ গ্রাম যাজিভিঃ।
সীমাপহারিভি শ্চৈব মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদাতৃভিঃ।
ব্রহ্মস্ব হারিভিশ্চৈব তথা স্থাপ্যস্ত হারিভিঃ।
তুল্য দোষা ভবত্যেভি র্যস্যাতিথি রনর্চ্চিতঃ॥

যে গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি সেবা না করিয়া বিমুখতাচরণ করে, সেই পাপিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি, কন্যা বিক্রয়ীর, ও দেবোপজীবির, ও গ্রামযাজির, ও পরসীমাপহারির ও মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতার, ও ব্রহ্মস্বহারির, ও স্থাপ্যবস্তু অপহারি প্রভৃতি পাপিদিগের সহিত তুল্য পাপী হয়।

ম্লেচ্ছান্ন ভোজিভিশ্চৈবশূদ্র শ্রাদ্ধান্ন ভোজিভিঃ।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখৈ র্বিপ্র হিংস্রৈ র্নর বিঘাতকৈঃ।
গুরাবভক্তৈ রোগার্ত্তৈঃ শশ্বন্মিথ্যা প্রবাদিভিঃ।
বিপ্রঘ্নী গামিভি রন্যৈ র্মাতৃগামিভি রেবচ।
অশ্বত্থ ঘাতিভিশ্চৈব পত্নীভিঃ পতি ঘাতিভিঃ।
পিতৃমাতৃ ঘাতিভিশ্চ শরণাগত ঘাতিভিঃ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বিট শূদ্রৈঃ শিলাস্বর্ণাপ হারিভিঃ।
তুল্য দোষো ভবত্যেভি র্যস্যাতিথি রনর্চ্চিতঃ॥

যে ব্যক্তি অতিথির সেবা না করে, এবং হতাশ করিয়া বিদায় করে, সেই ব্যক্তি, ম্লেচ্ছান্ন ভোজীর, ও শূদ্রান্ন ভোজীর ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজীর, এবং শ্রীকৃষ্ণাদি পরমেশ্বরে বিমুখব্যক্তি, ও পরহিংসক ব্যক্তির, ও নরঘাতি মনুষ্যের, ও গুরুতে ভক্তিহীন ব্যক্তির এবং রোগার্ত্তব্যক্তির, এবং মিথ্যা-

বাহ্নি ব্যক্তির, ও বিপ্রপত্নীগামির ও মাতৃগামির, ও অশ্বত্থ ঘাতির, ও পতিঘাতিনী স্ত্রীর, পিতৃঘাতি ও মাতৃঘাতির ও শরণাগত ঘাতকের, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্বামিক শিলা ও সুবর্ণাপহারক ব্যক্তিদিগের সহিত তুল্য পাপী হয়। অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক অতিথির অর্চ্চনা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অভ্যাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা, এবং মিষ্টবাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম হয়।

অন্নদানেন যৎপুণ্যং তোয় দানেন যৎফলং।
তত্তৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য কোবা বক্তুং ক্ষমোভবেৎ॥
অন্নদানাৎ পরং দানং নভূতো নভবিষ্যতি॥

গৃহস্থ ধর্ম্মে সংস্থিত ব্যক্তির ক্ষুধাতুরে অন্নদানে যে পুণ্য ও তৃষ্টাত্তরব্যক্তিকে জলদানে যে ফল হয়, তাহা বলিতে কে সক্ষম অন্নদানের তুল্য দান হয় নাই হইবে না।

সন্ধ্যাত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনাদি ভেদেন পূজ্যাৎ কুর্য্যাৎ যথা বিধি॥

গৃহস্থব্যক্তি তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কি বৈদিকী সন্ধ্যা সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন কালে যথাবিধি সম্পন্ন করিবে। আর শক্তি শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশাদি দেবতার উপাসনাদি ভেদে যথা বিধি দেব পূজা নিত্য করিবে।

গৃহস্থস্য দিব্য মূর্ত্তিং চন্দনাদি বিভূষিতাং।
সর্ব্বেষাং পিতৃরূপোসৌ গৃহস্থঃ সাধুরূপকঃ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি দেবপ্রসাদি চন্দনাদি দ্বারা স্বতনুকে বিভূষিতা করিবে, যেহেতু গৃহস্থ ব্যক্তি সাধুরূপ হয়, সকল আশ্রমস্থ ব্যক্তির পিতার ন্যায় জানিবে॥

সদাদান রতঃ শ্রীমান সদা যজ্ঞপরায়ণঃ
স্থাপয়েৎ পঞ্চশূনাশ্চ গেহমধ্যে প্রযত্নতঃ ॥

শ্রীযুক্ত গৃহস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদাই দানরত হইবে, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মে রত থাকিবে, গৃহমধ্যে উলূখল পেষণী প্রভৃতি পঞ্চশূনা যত্নপূর্ব্বক সংস্থাপন করিবেক।

শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

জনার্দ্দন মূর্ত্তি ও গরুড় মূর্ত্তি।

পদ্মাকারেতু পংক্তী দ্বে মধ্যে লম্বাচরেখিকা।
গরুড়ঃ সতু বিজ্ঞেয় শ্চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ ॥ ১ ॥ ইতি।

পদ্মাকার দুইপংক্তি দুইপার্শ্বে, মধ্যে এক লম্বা রেখা দ্বিচক্র, ইহার নাম গরুড়চক্র, যদি এই চিহ্ন বিশিষ্ট কিন্তু চারিচক্র, হয় তবে তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া জানিহ ॥ ১ ॥ ইতি গণ্ডকী চিহ্ন সমাপ্তঃ।

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি।
৩৭ সংখ্যা।		
নব বর্ষাগম ভগবৎ স্তুতি।	১	১
সন্দেহ নিরসন।	৫৮১	১৩
প্রলয় সংখ্যা।	৫৮২	১
কর্ম্ম মীমাংসা।	৫৮৫	৩

আশ্রমধর্ম্ম কথন।	৫৮৭	৪
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	৫	।
নর নারায়ণ মূর্ত্তি।	৫৯৩	১১
রূপী নারায়ণ মূর্ত্তি।	ঐ	২০
মাধব চক্র।	৫৯৪	৩
গোবিন্দ মূর্ত্তি।	ঐ	১৪
বিষ্ণুচক্র।	৫৯৫	৩
কাপিলচক্র।	ঐ	৩২
মধুসূদন মূর্ত্তি।	৫৯৬	৯
ত্রিবিক্রমচক্র।	ঐ	২২
শ্রীধর মূর্ত্তি।	৫৯৭	২০
বিজ্ঞাপন।	৫৯৮	১

৬৮ সংখ্যা।

ভগবদ্দত্তপ্রায় বর্ণন।	৫৯৯	১
সন্দেহ নিরসন।	।	।
মানস মলমার্জ্জন।	৬০৬	১
উপাসনা কর্ম্ম।	৬০৯	৬
নানা দেবোপাসনার মর্ম্ম।	৬১০	১৮
সাধনা কর্ম্মের লক্ষণ।	৬১২	১৭
সাধন চতুষ্টয় কথন।	৬১৩	৩
নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক।	ঐ	১৪
ইহা মূত্র ফলভোগ বিরাগ।	ঐ	১৮
শমদমাদি সাধন সম্পত্তি।	৬১৪	৩
মুমুক্ষুত্ব কথন।	ঐ	৯
উপরতি প্রকার।	ঐ	১২
তিতিক্ষা লক্ষণ।	ঐ	১৫
সমাধান লক্ষণ।	ঐ	১৮

শ্রদ্ধা লক্ষণ।	৬১৫	.....	১
যমাদিঅষ্টাঙ্গ যোগ লক্ষণ। - -	ঐ	.....	১৩
যোম যোগ। - -	ঐ	- - -	১৩
নিয়ম যোগ। - -	ঐ	.....	১৫
আসন যোগ। - - ..	ঐ	.....	১৭
প্রাণায়াম যোগ। -	ঐ	- - -	১৯
প্রত্যাহার যোগ।	৬১৬	....	১
ধারণা যোগ।	ঐ	.....	৪
ধ্যান যোগ। ...	ঐ	....	৮
সমাধি যোগ।	৬১৬	....	১৪
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কথন। .	৬১৭	..	১৩
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	৯২১	....	১
বিজ্ঞাপন।	৬২২	.....	১

৩৯ সঙ্খ্যা।

পরমেশ্বরানু ধ্যান।	৬২৩	..	১
সন্দেহ নিরসন।	৬৩৪	....	১৮
সাধনচতুষ্ট সম্পন্নতা লক্ষণ।	৬৩৫	....	১
মনোরাজ্য জয় লক্ষণ।	ঐ	.....	১৪
কাল ক্রোধাদি নাশ লক্ষণ।	৬৩৬	..	১৬
সংসারির ইন্দ্রিয় দমন প্রকার। ...	৬৩৮	....	৩
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।	৬৪৩	.....	৭
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	৬৪৪	.....	১৭

হৃষীকেশ চক্র।	৬৪৫		১
পদ্মনাভ মূর্ত্তি।	ঐ		১২
বিজ্ঞাপন।	৬৫৬		১

৪০ সঙ্খ্যা।

অভিনব ব্রাহ্ম বিবাহের সূত্রপাত।	৬৪৭		১
উক্ত বিবাহের পদ্ধতি।	৬৪৯		১৫
সন্দেহ নিরসন।	৬৬০		১
চিত্ত শুদ্ধির বিচারণা।	ঐ		১৮
বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ কথন।	৬৬৩		২
ব্রহ্মচর্য্য কথন।	৬৬৪		১৬
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।	৬৬৫		১৬
গৃহস্থধর্ম্ম কথন।	৬৬৭		৬
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	৬৬৯		১
বিজ্ঞাপন।	৬৬৭০		১

৪১ সঙ্খ্যা।

বর্ষাবর্ণন।	৬৭১		১
সন্দেহ নিরসন।	৬৭৮		১
পঞ্চ মকার সাধন।	৬৭৮		৮
মদ্য সাধন।	৬৭৯		১৩
মাংস সাধন।	ঐ		২১
মৎস্য সাধন।	৬৮০		৭

মুদ্রা সাধন।	ঐ	২০
মৈথুন সাধন।	৬৮১	১১
মৈথুন ষড়ঙ্গ।	৬৮২	২১
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।	৬৮৪	১৯
সত্যবাদী গৃহস্থ লক্ষণ।	৬৮৮	৬
দয়াবান্ গৃহস্থ লক্ষণ।	৬৮৯	৮
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।		
সুদর্শন চক্র।	৬৯০	১
বাসুদেব মূর্ত্তি।	৬৯১	৩
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি।	৬৯২	১
অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি	ঐ	১২
পুরুষোত্তম মূর্ত্তি।	৬৯৩	৬
বিজ্ঞাপন।	৬৯৪	১

৪২ সঙ্খ্যা।

শব্দবর্ণন।	৬৯৬	১
সন্দেহ নিরসন।		
পঞ্চম কারার্থ কথন।	৭০১	১
তন্ত্রার্থ নিশ্চয় করণ।	৭০৪	৯
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।		
শান্তি মদ্গৃহস্থ লক্ষণ।	৭০৬	১৪
অহিংসক গৃহস্থ লক্ষণ।	৭০৮	১৮
ষড়্বিংশতি দোষ কথন।	৭১১	১১
অধম গৃহস্থ।	৭১৩	১৬
দ্বিতীয়াধম গৃহস্থ।	৭১৪	১
বিষম গৃহস্থ।	ঐ	৭
পশু গৃহস্থের প্রথম লক্ষণ	ঐ	১৪
দ্বিতীয় পশু গৃহস্থ।	ঐ	২১

তৃতীয় পশু গৃহস্থ।	৭১৫		৫
চতুর্থ পশু গৃহস্থ	ঐ	.....	১২
প্রথম ও দ্বিতীয় পিশুন গৃহস্থ।	ঐ	.....	১৯
তৃতীয় পিশুন গৃহস্থ।	ঐ	.....	২৬
চতুর্থ পিশুন গৃহস্থ।	৭১৬	.....	৬
প্রথম পাপিষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ।	ঐ	.....	১৪
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।			
অধোক্ষজ মূর্ত্তি	ঐ	.....	২৩
অচ্যুত মূর্ত্তি।	৭১৭	.....	৫
উপেন্দ্র মূর্ত্তি।	ঐ	.....	১৬
জনার্দ্দিন মূর্ত্তি।	ঐ	.....	২৩
বিজ্ঞাপন।	১	....	১

৪৩ সংখ্যা।

ভাবি হেমন্ত বর্ণন।	৭১৯	.....	১
সন্দেহ নিরসন।	৭১১	.....	৫
রাস যাত্রার মর্ম্ম।	৭২১	.....	১৪
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা।	৭২২	.....	৫
মহা রাস বর্ণন।	৭৩১	.....	৮

৪৪ সংখ্যা।

দেশোপকারক হিতোপদেশ।	৭৪৩	.....	১
সন্দেহ নিরসন।			
মহারাস বর্ণন।	৭৪৭	.....	১
গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম।			
চপল গৃহস্থ লক্ষণ।	৭৬৩	.....	১৭
মলীমস গৃহস্থ।	৭৬৪	.....	১

স্তেয়া গৃহস্থ। ..... ঐ ৬
বিজ্ঞাপন। .... ৭৬৬ ..... ১

৪৫ সংখ্যা।

উপোদঘাত কথন। ..... ৭৬৭ ..... ১
সন্দেহ নিরসন।
দুর্গানাম ব্যুৎপত্তিঃ। ..... ৭৭৩ ..... ১
দুর্গা কর্ত্তৃক মহিষ বধ প্রসঙ্গে নীতি কথন। ৭৭৪ ১৯
গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম কথন।
পাপিষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ৭৭৭ ..... ১
নষ্ট গৃহস্থ। .... ঐ ১৭
ক্লিষ্ট গৃহস্থ। .... ৭৭৮ ..... ৭
দুষ্ট গৃহস্থ। .... ঐ ১৪
পুষ্ট গৃহস্থ। .... ৭৭৯ ..... ৩
কষ্ট গৃহস্থ। .... ঐ ১১
কাণ ও অন্ধ গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ঐ ১৯
রক্ত গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ৭৮০ ..... ১
কুষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ঐ ... ১৮
পশ্বান্তর কুষ্ঠ গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ৭৮১ ..... ১
দণ্ড গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ঐ ১৯
নীচ গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ৭৮২ ..... ১
খল গৃহস্থ লক্ষণ। ..... ঐ ৭
গৃহস্থাবশ্য পোষ্য বর্ণন। .... ঐ ১৬
অবশ্য পোষ্য ভরণাকরণ নিন্দা। ৭৮৪ ..... ৯
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।
অধোক্ষজ চক্র। .... ৭৮৬ ..... ১
অচ্যুত চক্র। .... ঐ ১১
উপেন্দ্র চক্র। .... ঐ ২৩
জনার্দ্দন চক্র। .... ৭৮৭ ..... ৩

হরি মূর্ত্তি চক্র।	.....	ঐ	২১
অনন্তর চক্র।	.....	৭৮৮	৭
যোগেশ্বর চক্র।	.....	৭৮৯	১৮
বিজ্ঞাপন।	.....	৭৯০	১

---

৪৬ সংখ্যা।

নীতি উপদেশ।	.....	৭৯১	১
সন্দেহ নিরসন।			
দুর্গা মাহাত্ম্য।	.....	৭৯৫	১০৫
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।	.....	৮০১	১৫
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	.....	৮০৬	৯
পুণ্ডরীকাক্ষ চক্র।	.....	ঐ	১০
চতুর্ম্মুখ চক্র।	.....	ঐ	১৮
যজ্ঞ মূর্ত্তি লক্ষণ।	.....	৮০৭	৩
দত্তাত্রেয় চক্র।	.....	ঐ	১০
শিশুমার চক্র।	.....	ঐ	২০
হংস মূর্ত্তি লক্ষণ।	.....	৮০৮	৪
পরম হংস মূর্ত্তি লক্ষণ।	.....	ঐ	১১
লক্ষীপতি চক্র।	.....	৮০৯	১
গরুড়ধ্বজ লক্ষ্মীপতি চক্র।	.....	ঐ	৯
বট পত্র শায়ী চক্র লক্ষণ।	.....	ঐ	১৭
বিশ্বম্ভর চক্র লক্ষণ।	.....	৮১০	৩
বিশ্বরূপ মূর্ত্তি লক্ষণ।	.....	ঐ	৭
পীতাম্বর চক্র লক্ষণ।	.....	ঐ	১৯
সপ্তবীর শ্রব চক্র লক্ষণ।	.....	৮১১	১
চক্রপাণি চক্র লক্ষণ।	.....	ঐ	৭
বহুরূপী চক্র লক্ষণ।	.....	ঐ	১৫
জগদেয়ানি চক্র।	.....	ঐ	১৩

হরিহর চক্র।	৮১২	.....	৩
শিবনারায়ণ চক্র।	ঐ	.....	২৩
স্বয়ম্ভু চক্র লক্ষণ।	ঐ	.....	১৯
শঙ্করনারায়ণ চক্র।	৮১৩	.....	৩
পিতামহ চক্র লক্ষণ।	ঐ	.....	২০
নর মূর্ত্তি শিলা।	ঐ	.....	১৪
শেষ মূর্ত্তি লক্ষণ।	ঐ	.....	২০
বিজ্ঞাপন।	৮১৪	.....	১

---

৪৭ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন।			
দুর্গা-মাহাত্ম্য।	৮১৫	.....	১
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।	৮২১	.....	১৫
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।			
প্রলম্ব মূর্ত্তি।	৮৩৭	.....	১
সূর্য্য মূর্ত্তি শিলা।	ঐ	.....	১২
বিষ্ণু পঞ্জর শিলা।	ঐ	.....	১৯
বিজ্ঞাপন।	৮৩৮	.....	১

প্রতিভাবনীয় বিষয়।	৮৩৯	.....	১
সন্দেহ নিরসন।			
দুর্গা মাহাত্ম্য।	৮৪৩	.....	৬
গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন।	৮৪৯	.....	১১
শিলার্চ্চন চন্দ্রিকা।	৮৫৩	.....	৫
গরুড় মূর্ত্তি।			
নির্ঘণ্ট পত্র।	৮৫৩	.....	১৪
বিজ্ঞাপন। ..	৮৬২	.....	১

বিজ্ঞাপনা

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্য যন্ত্রোদিত পুস্তক সকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি,তদ্দষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..... ৮৲
শিবসংহিতা..... ১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩৷৷০
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ..... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৭ সাল পর্য্যন্ত ১০ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য.....৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত আদালতের সরক্যুলর অর্ডর সম্বলিত একত্রে বাঙ্গালা মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইস্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।